Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী।

90

8 3/304

শ্রীরাজকুমার বসু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী

— অর্থাৎ —

মেহারের সিদ্ধ মহাপুরুষ

সর্ব্বানন্দের সিদ্ধি বৃত্তান্ত সম্বলিত

উপদেশপূর্ণ জীবন কাহিনী

তন্ত্রশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ উড্‌রফ সাহেব কর্ত্তৃক

সিদ্ধির সময় নিরূপণ ও তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বানন্দদেব যে

বর্ত্তমানে জীবিত আছেন তাহার প্রত্যক্ষদর্শী প্রমাণসহ

"আমি জানিনা পূর্ণা দা জানে"

এই উক্তির রহস্য ভেদ এবং

সর্ব্বানন্দ বংশের বংশবীজী সহিত

তরঙ্গিণীর বঙ্গানুবাদ

ও

পরিশিষ্ট।

শ্রীরাজকুমার বসু

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও প্রকাশিত।

মূল্য- ॥০ আনা।

৺কাশীধাম।
২২১নং জঙ্গমবাড়ী
১৩৪০ সনের শারদীয় বোধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত

মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মহা মহাধ্যাপক হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভিমত :—

আপনি সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী পুনর্মুদ্রণ ও প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ সর্ব্বানন্দ দেবের বংশের ও শিষ্য প্রশিষ্য গণের মহদুপকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ সর্ব্বানন্দ বংশের বিভিন্ন শাখার বংশতালিকা প্রকাশ করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন। বংশধর গুরুগণের আশীষভাজন হইয়াছেন। সর্ব্বানন্দ সম্বন্ধে ও বংশধর গণের জীবনের অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া মহৎ কাজ করিয়াছেন। আমি শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে আপনি সর্ব্বানন্দ বংশধর গণের প্রত্যেক পরিবারকে এক খণ্ড বহি বিনা মূল্যে দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যাহারা ডাকমাশুল ⁄১০ দেড় আনা ও সর্ব্বানন্দ দেবের পৃথক একখানি ফটোর মূল্য ⁄০ আনা পাঠাইবেন তাহারা গ্রন্থ বিনা মূল্যে পাইবেন। উপসংহারে আমি প্রকাশকের সহিত একমত হইয়া অনুরোধ করিতেছি সিদ্ধি দিবসে মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে কেহ বিস্মৃত হইবেননা।

সর্ব্বানন্দ বংশের প্রশিষ্য সাধনপরায়ণ তান্ত্রিক সাধক নন্দবংশ প্রণেতা অবসর প্রাপ্ত ডিঃ কলেক্টর বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী প্রকাশ করিয়া আপনি শাক্ত সাধকগণের একটী অভাবনীয় অভাব দূর করিয়াছেন। আমি উহা সমস্ত পাঠ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। আমার গুরুদেব সর্ব্বানন্দ বংশধর বলরাম ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য। আর্যজাতির গীতার "সম্ভবামি যুগে যুগে" যেমন আশ্বাসপূর্ণ ভগবৎ বাণী, সেইরূপ সর্ব্বানন্দ বংশের শিষ্যদের পূর্ণানন্দের আনন্দময়ীর বর—"তেশিষ্যাঃ সমৃদ্ধা ভবন্তে তেষাং বিপদাং কদাচিদপি তে দৃষ্টির্ন ভুয়াৎ পুনঃ।" সর্ব্বানন্দদেবের জীবনী ও সিদ্ধি বৃত্তান্ত বহুল প্রচার এই নাস্তিক যুগে হওয়া আবশ্যক। তাঁহার পথপ্রদর্শিত সাধনা তান্ত্রিকগণের মহা দুর্ল্লভ বস্তু। বিশেষতঃ তাহার বংশের ও তাহাদের শিষ্যগণের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধ মহাপীঠ।

শ্রীশ্রী ৺ মেহারেশ্বরী কালীমাতার বাড়ী।

সিদ্ধ-শবারূঢ়-শ্রীশ্রী সর্ব্বানন্দ ঠাকুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণীর

ভূমিকা।

সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণীই মেহারে জীনমূলে সিদ্ধ মহাপুরুষ ৺সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের সিদ্ধি বৃত্তান্ত ও জীবনালেখ্য সম্বন্ধীয় একমাত্র গ্রন্থ। ইহা ব্যতীত এই মহাপুরুষের জীবন বৃত্তান্ত জানিবার অন্য কোন হস্ত লিখিত বা মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়না। এই সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী বহু পূর্ব্বে ১২৮৮ সনে ছাগলনায়া হইতে পরলোক গত বাবু ৺পূর্ণ-চন্দ্র দাস মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তৎপরে মেহারের ঠাকুর বংশের কেহ সংস্কৃত শ্লোক গুলির অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ সহ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাও এখন পাওয়া যায়না মহাত্মা সর্ব্বানন্দদেবের বংশধরগণ এবং তদীয় শিষ্যানুশিষ্য অনেকে এখন গ্রন্থ পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই অভাব দূরীকরণার্থ সেই মহাপুরুষের বংশধর স্বনামধন্য হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক মহাকবি মহামহোপাধ্যায় মহা মহাধ্যাপক ৺কাশীবাসী অগ্নিহোত্রী তপস্যা পরায়ণ আমার পরম গুরু শ্রীশ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয় উক্ত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ করিবার জন্য আমাকে আদেশ করেন। অযোগ্য পাত্রে আদেশ প্রদত্ত হইলেও আমি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই। তাঁহার শুভ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি সর্ব্বানন্দ দেবের সিদ্ধি বৃত্তান্ত ঘটিত "সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণীর" অনুবাদ সহ পুনর্মুদ্রণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এই গ্রন্থ তদীয় পুত্র ৺শিবনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক শ্লোকচ্ছন্দে বিরচিত।

এ গ্রন্থ হইতে আমরা সর্ব্বানন্দ দেবের আবির্ভাব বা তিরোভাবের সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিতে অক্ষম, তাঁহার আবির্ভাব সময়ে সামাজিক রীতি নীতি এবং শিক্ষা বিষয়ে পরবর্ত্তী সময়াপেক্ষা অনেক প্রভেদ ছিল। তখন সাধারণ শিক্ষার প্রচলন অতি অল্পই ছিল। জীবন বৃত্তান্ত লিখার প্রথা বা প্রয়োজন সমাজে আবশ্যক বলিয়া অনুভূত হয় নাই। ইহাঁর আবির্ভাব মুসলমান রাজত্বের আমলে ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। মহাপ্রভুর জন্মাবধি তদীয় জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু এই মহাপুরুষের জন্ম সন তারিখ পর্য্যন্ত আমাদের জানিবার উপায় নাই। মহাপ্রভু তদানিন্তন বিদ্বৎ সমাজ প্রসিদ্ধ নবদ্বীপে জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন। মেহার শিক্ষার-বিষয়ে তেমন উন্নত গ্রাম ছিল না। সর্ব্বানন্দ দেবের বংশ তালিকা দৃষ্টে জানা যায়, বর্ত্তমানে তাঁহার ষোড়শ কি সপ্তদশ অধস্তন পুরুষ চলিতেছে। গড়ে তিন পুরুষে এক শতাব্দি ধরিলে, আমরা তাঁহার আবির্ভাব কাল ৫০০ কি ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল অনুমান করিতে পারি। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উড্রফ সাহেব মহোদয় তাঁহার "শক্তি ও শাক্ত" নামক ইংরাজী গ্রন্থে মহাত্মা সর্ব্বানন্দ দেবের সিদ্ধির সময় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপি বদ্ধ করিয়াছেন। তাহার সহিত আমাদের অনুমানের বিশেষ অমিল হয় না।

"Sreejut Dines Chandra Bhattacharjee has made fer me a Calculation as to the date of Sharvananda's Shidhi which fell on a Paus Sankrata Corres ponding to Chatnrdashı or Amabashya falling on a Friday. Between 1200 and 1700 AD. there were three dates on which the above Combination took place, Viz 1342, 1426 and 1548 A. D. The first date is too early as 15 or 16 generations, to which his family descends at present dose not carry us so far back— The last date Seems too late for accro 'ing to tradition Janakivallaba Gurbacharjya,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

himself a famous Shidha, and fifth in descent from Shar vananda, was a contemforary of one of the twelve Bhuiyas of Bengal late in the riegn of Akbar (1600 Ad.). The date 1426 A. D, is re fore adopted."

SAKTI & SAKTA
by Sir John Wood Roffe, (*3rd Edition page 237*)

—:o:—

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সর্ব্বানন্দের সিদ্ধির তারিখ সম্বন্ধে আমার জন্য একটি গণনা করিয়াছিলেন। পৌষ সংক্রান্তির শুক্রবারে চতুর্দ্দশী বা অমাবস্যাতে এই সিদ্ধি সংঘটিত হইয়াছিল। খৃঃ ১২০০ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এরূপ মাস বার ও তিথির সংযোগ ৩বার মাত্র হইয়াছিল। যথা—১৩৪২, ১৪২৬ এবং ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে। ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে পৌষ সংক্রান্তি অনেক পূর্ব্বের বলিয়া মনে হয়, যে হেতু তাঁহার বংশ বর্ত্তমানে পঞ্চদশ কি ষোড়শ পুরুষে নামিয়াছে। শেষ সাল অর্থাৎ ১৫৪৮ অতি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ জানকী বল্লভ গুর্ব্বাচার্য্য নামক সর্ব্বানন্দ হইতে অধস্তন ৫ম পুরুষ তাঁহার একজন সিদ্ধ বংশধর আকবরের রাজত্ব কালে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিক দের সমসাময়িক ছিলেন। অতএব সিদ্ধির সময় ১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হইল।

স্যার জন উডরফকৃত শক্তি এবং শাক্ত
গ্রন্থের ২৩৭ পৃষ্ঠা (তৃতীয় সংস্করণ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেহার কুমিল্লা বা ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত একটি ছোট পরগণা ও তদন্তর্গত ক্ষুদ্র গ্রাম। এই মেহার গ্রামের কোন অংশে সর্ব্বানন্দ দেবের জন্মভূমি বা আদি বাড়ীটী ছিল, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তপস্যা পরায়ণ বাসুদেব ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমন্বিত প্রসিদ্ধ পূর্ব্বস্থলী গ্রামে বাস করিয়া কঠোর সাধন করিতে ছিলেন। তৎকালে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন "মেহার গ্রামে মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে পৌত্ররূপে দর্শন লাভ করিবে।" তখন এই প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মেহার গ্রামের উদ্দেশে বহির্গত হন। এই গ্রামের সন্ধান পাইয়া গ্রামের জমিদারের নিকট বাসস্থান নির্ম্মাণের অভিপ্রায় জানাইলে, তদানিন্তন রাজা জটাধর তাঁহাকে যত্নের সহিত এই গ্রামে বাসোপযোগী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া স্থাপিত করেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সাধন পরায়ণতা দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় বংশ গুরুস্বরূপ বরণ করেন। যদিও এই মেহার গ্রাম নদীর করাল কবলে পতিত হওয়ার কথা জানা যায়না, তথাপি কালের প্রভাব জনিত নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে আদি বাড়ী বা জন্মভূমির কোন চিহ্ন বর্ত্তমানে পরিলক্ষিত হয় না। এখন যে মেহারে সর্ব্বানন্দ বংশের ঠাকুরদের দুইটি বাড়ী আছে; তাহা পরবর্ত্তিকালের বলিয়া সকলের ধারণা। আমরা শৈশবে যখন ৺মেহার কালীবাড়ী দর্শনে আসিতাম, তখন কালীর বাড়ীর উঃ পঃ কোণে ২।১টী অতি প্রাচীন নারিকেল বৃক্ষ দেখাইয়া আমাদিগকে অনেকে সর্ব্বানন্দ দেবের বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেন। সেই প্রাচীন নারিকেল বৃক্ষগুলিও এখন বর্ত্তমান থাকা দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু সিদ্ধির স্থানটি এক ভাবেই বর্ত্তমান থাকা দৃষ্ট হয়। এই সিদ্ধি বেদির উপর লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি এবং বিশ্বাস বর্ত্তমান থাকাতে স্থানটী অনেকটা অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় প্রাচীনতায় সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বেদির উপর যে সকল প্রকাণ্ড বট ও অশ্বত্থ এবং অন্যান্য সুবৃহৎ বৃক্ষরাজি বর্ত্তমান ছিল, তাহা কালপ্রভাবে লয় প্রাপ্ত হইলে, ঐ সকল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা উজ্জীবিত হইয়া এখন বড় বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে "জীন বৃক্ষ মূলে" সিদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই জীন বৃক্ষ বহুকাল লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা মেহার দর্শনে গিয়াছি তখন এই স্থানটি যেরূপ তপোবন সদৃশ নির্জ্জন, গাঢ় নিবিড় অরণ্যানি:সঙ্কুল ভীতিপ্রদ ছিল, বর্ত্তমানে আর তদ্রূপ দৃষ্ট হয়না। আসাম বেঙ্গল রেল লাইন খোলা অবধি এই স্থানের বাণিজ্য প্রসার জনসমাগম এবং মেলার আকার বৃদ্ধি পাওয়াতে স্থানের আধ্যাত্মিকত্ব এবং প্রাকৃতিক নগ্ন সৌন্দর্য্যের বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। বেদির উত্তর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রবেশ পথের পশ্চিমদিগে দুইটী প্রকাণ্ড গড় ছিল। তাহাতে অতি বৃহৎকায় কয়েকটী গুই সাপ বিরাজ করিত। তাহারা কর্ত্তিত মহিষের মস্তক অনায়াসে টানিয়া নিয়া ভক্ষণ করিত। এই সকল গুইসাপ দেখিয়া মানুষ ভয় পাইত। এখন সেই সকল গুই সাপ দূরের কথা গড় গুলিরও অস্তিত্ব নাই। সেই সকল গড়গুলি ভরট করিয়া মেলার স্থানের ও বাজারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সিদ্ধি বেদির চতুষ্পার্শ্বে যাত্রীদের পূজার স্থান ছিল, তাহা এখনও সেইভাবে আছে। উত্তর ও পশ্চিম ভাগে ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোকদের পূজা হয়। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে অন্ত্যজের পূজা হয়। কিন্তু উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন এই পার্থক্য থাকে না। সেইদিন লোক সংঘর্ষ হেতু যে যেখানে সুবিধা পায় সেই সেখানেই ঘট বসাইয়া পূজা দেয় কিন্তু পূজা স্থানের চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল, দিনেও লোক চলা ফিরা করিতে ভয় পাইত। এখন সেই সকল বনের চিহ্ন নাই, সমস্তই এখন কর্ষিত চাষ আবাদের ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বহু হিন্দু মুসলমান গৃহস্থ লোক বাড়ী ঘর করিয়া বাস করিতেছে। মেহারে সিদ্ধি বেদির উপর যে সকল বড় বড় বৃক্ষ ছিল তাহাতে পূর্ব্বে বহু শকুনি বাস করিত। ইহারা বলির রুধির ও মাংস লোলুপ হইয়াই এখানে বাস করিত। ইহাদিগকে কেহ হিংসা বা তুচ্ছ করিত না। মায়ের চর বলিয়া যাত্রীগণ ইহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। ইহারা পূজার সময় নৈবেদ্যের উপর বা লোকের মাথার উপর মলত্যাগ করিলেও কেহ ঘৃণা করিয়া নৈবেদ্য পরিত্যাগ বা মাথা জল দ্বারা ধৌত করিত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল শকুনির বিষ্ঠা ত্যাগ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে লেখকের জ্ঞাত একটী ঘটনা এখানে বিবৃত হইল—চন্দ্রকান্ত বন্দোপাধ্যায় নামক বিক্রমপুর নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ মেহার কালীবাটীতে অবস্থান কালে তাহার আহার পাত্রের উপর আহারের সময়, শকুনিবিষ্ঠা পতিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি "ইছ্" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক আহার পাত্র ত্যাগ করিয়া অপূর্ণ ভোজনে পুকুরে গিয়া আচমন ও স্নান করিয়া শুচি হন। তদবধি তিনি বিকৃত মস্তিস্ক হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং আহারের পর শুচি হওয়ার জন্য পুকুরে হাত মুখ ধৌত করিতে গেলে ৩।৪ ঘণ্টা কাল জলে অবস্থান করিতেন। সর্ব্বদাই এজন্য তিনি আর্দ্রবস্ত্রে থাকিতেন, তাহার এই অবস্থা বাল্যকালে লেখক তাহার নিজ গৃহে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই শুচি হওয়ার জন্য সর্ব্বদা জলে নিমগ্ন থাকা ব্যতীত তাহার মধ্যে উন্মাদের অন্য কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইত না, এই কারণে তিনি "জল বাড়ুয্যে" নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। এখনও মেহারে শকুনি আছে, তবে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কম। বর্ত্তমানেও শকুনি বিষ্ঠাকে যাত্রীগণ ঘৃণা করে না। এই সিদ্ধ স্থান মাহাত্ম্যে অনেক কঠিন রোগী রোগ আরোগ্যের জন্য, অপুত্রক পুত্র লাভের জন্য, বিচারাধীন আসামী মুক্তির জন্য, পূজা মানস করিয়া ফললাভ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

মেহারে পুরাতন দাস রাজাদের বাড়ীটীর সম্মুখে প্রকাণ্ড দীঘী, তাহার দক্ষিণ তটস্থ বৃহৎ পাকা ঘাট, বাড়ীর মধ্যস্থ ভগ্ন অট্টালিকা গুলি তাহাদের প্রাচীন কীর্ত্তি ও অতীত গৌরবের পরিচয় দিতেছে। অট্টালিকা গুলির কোন কোনটা ভগ্নস্তুপে পরিণত হইলেও ২।১টী এখনও বাসোপযোগী আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। এসকল দালান গুলির কাজ "লাদাউ" অর্থাৎ বিম বর্গার উপর ছাদ পিটান নহে। ইষ্টকের গাথনির উপর ছাদ পিটান। তদানিস্তন প্রচলিত ছোট শক্ত ইষ্টক ও উৎকৃষ্ট মাল মসলার দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বহুশতাব্দির ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্পের অত্যাচার সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান আছে। রাজ বংশের লোপ হেতু জীর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কার অভাবে কালের অদম্য প্রভাবে ক্রমে ধ্বংসের দিগে অগ্রসর হইয়াছে। এই জমিদার বংশ মেহার ব্যতীত অন্যান্য পরগণারও মালিক ছিলেন। বর্ত্তমানে পোষ্যপুত্র ও দৌহিত্রের বংশ বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বানন্দ দেব যাওয়ার কালীন অভিসম্পাত করিয়াছিলেন—রাজ বংশ পঞ্চদশ পুরুষে এবং নিজ বংশ দ্বাবিংশ পুরুষে লয় হইবে। ।

সর্ব্বানন্দ দেবের লিখিত "সর্ব্বোল্লাস" নামক গ্রন্থের কথা আমরা শুনিয়াছি। ইহা তাঁহার বংশধর অনেক ঠাকুর মহাশয়দের নিকট আছে বলিয়া জানা যায়। আমার গুরুদেবের নিকটও এক খণ্ড ছিল কিন্তু ঐ গ্রন্থ কখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহা পরিতাপের বিষয় যে তাঁহার বহু বংশধর এবং তাঁহাদের বহু শিষ্যানুশিষ্য এই গ্রন্থ খানা মুদ্রণ কার্য্যে এযাবৎ মনোযোগী হন নাই। আমি আশাকরি সত্বরই ইহা মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইবে। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বানন্দ দেবের লিখিত আর কোন গ্রন্থের বিষয় আমরা জানিনা। শ্রীযুক্ত উডরফ সাহেব তাহার গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপি বদ্ধ করিয়াছেন :—

Sharvallas is the work, by which he is best known. Two other short Tantrik works are as-cribed to a Sharvanadda though whether it is the same shidha is not certain. There is, I am told, a Navarna puja paddati by Sharvanada nath in a M.s. dated 1668 Bikramabda in the Raghu nath temple libarary in Kasmir and another work "the Trepurarchona dipika" is is reported from the central provinces. Shakti & Shakta 237 238. pp

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বোল্লাস গ্রন্থের দ্বারা সর্ব্বানন্দ বিশেষ পরিচিত। আরো দুইটী তান্ত্রিক গ্রন্থ সর্ব্বানন্দের লিখিত বলিয়া প্রচার, কিন্তু তাহা সর্ব্বানন্দদেবের লিখিত কি না জানা যায় না। কাশ্মীর রঘুনাথ মঠে নবান্ন পূজাপদ্ধতি নামক হস্তলিখিত একখানি গ্রন্থ সর্ব্বানন্দনাথ কৃত বলিয়া আমি শুনিয়াছি। ঐ পুস্তক ১৬৬৮ বিক্রমাব্দে রচিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার্চ্চন দীপিকা নামক অন্য একখানি গ্রন্থও সর্ব্বানন্দের রচিত বলিয়া মধ্য ভারত হইতে রিপোর্ট্ পাইয়াছি।

সিদ্ধ মহাপুরুষ সর্ব্বানন্দদেব অতি অল্প বয়সে শক্তি সাধনে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। রাজবাড়ীতে গিয়া অমাবস্যা তিথিযুক্ত দিবাকে পৌর্ণমাসী বলাতে হাস্যাস্পদ ও অপমানিত হইয়া বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ লিখা-পড়া শিক্ষা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন, তদুদ্দেশ্যে তালপত্র সংগ্রহের জন্য তাল বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক যখন দংশনোন্মুখ বিষধর সর্পকে উক্ত বৃক্ষোপরি দর্শন করিয়া তাহার মস্তক তালবৃন্তরূপ করাতে ছেদন করিলেন, তখন নিম্নে এক মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহার অসীমসাহসিকতা দেখিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কি নিমিত্তে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিলেন। সর্ব্বানন্দদেব লিখাপড়া শিক্ষার জন্য তালপত্র সংগ্রহ করিতে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছেন বলিলে, সন্যাসীবেশী মহাপুরুষ তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন এবং বলিলেন আর লিখা-পড়া শিখার প্রয়োজন হইবে না. "সমস্ত বিদ্যা তোমার অধিগত হইবে।" সর্ব্বানন্দ দেব বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিলে, তিনি তাহাকে নিকটবর্ত্তী পুকুর হইতে স্নাত হইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। স্নাত হইয়া আসিলে পর তিনি তাহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া সংক্ষেপে জপবিধি বক্ষোপরি লিখিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই রাত্রেই পিতামহভৃত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণানন্দের সাহায্যে ও উপদেশে কথিত মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে সিদ্ধপিঠে কয়েক ঘণ্টাকাল পূর্ণানন্দের শবোপরি আসীন হইয়া মন্ত্র জপ করিয়া প্রথমে তিনি মন্ত্র প্রতি-পাদ্য এক বিদ্যার, পরে প্রার্থনামত দশ মহাবিদ্যার দর্শনলাভ করেন।* এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করার দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখাযায়। বহু সিদ্ধ মহাপুরুষ-গণ দীর্ঘকালব্যাপী সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া কৃচ্ছ সাধনদ্বারা ভগবান দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বানন্দ দেবের ন্যায় বিনা সাধনে এত অল্প সময়ের মধ্যে ভগবানের দর্শনলাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। এ প্রকার সহজলভ্য দর্শনলাভকে বৈষ্ণবগণ "অহৈতুকী কৃপা" বলিয়া কীর্ত্তন করেন। "(অদ্যাপিও বৃন্দাবনে নিত্য লীলা হয়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।)" যাহারা অহৈতুকী কৃপাপাত্র তাহাদিগকেই ভাগ্যবান বলা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বানন্দ দেবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিষয় আলোচনা করিলে জানাযায় তিনিও পূর্ব্বে বহু জন্ম পর্য্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীযুক্ত উডরফ সাহেবের গ্রন্থেও তাঁহার পূর্ব্ব সাত জন্মের তপস্যার উল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত গ্রন্থে ইহা লিখিত হইয়াছে যে তিনি যে সকল স্থানে সাত বার জন্মধারণ করিয়াছিলেন ; তাহা একটী শ্লোকে উল্লেখ আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সেই শ্লোকটী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই। বাসুদেব ভট্টাচার্য্যরূপে পূর্ব্বস্থলী গ্রামে গঙ্গাতীরে কঠোর সাধনে রত

---

* এই সম্বন্ধে লোকপরম্পরা জনশ্রুতিতে জানা যায় মহাপুরুষ হইতে মন্ত্রপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বানন্দদেব বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বিশ্বস্ত ভৃত্য পূর্ণানন্দের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলে, পুর্ণানন্দ বাসুদেব ঠাকুর প্রদত্ত এবং যত্নে সিন্ধুকে সুরক্ষিত তাম্র ফলকে লিখিত সাধনবিধি সর্ব্বানন্দের সহিত আলোচনা করিয়া সেই দিনেই, অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তি শুক্রবার অমাবস্যা তিথিতে সাধনের উপযুক্ত সময় নিশ্চয় করিয়া নিজে উপসাধক রূপে শব হইয়া, সর্ব্বানন্দদেবকে শবারোহণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীদত্ত মন্ত্র জপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থায় জগন্মাতার আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে "পৌত্ররূপে সিদ্ধ মনোরথ হইবে।" সেই জন্যই তিনি স্বীয় পুত্র সম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্ররূপে জন্মধারণ করিয়া বিনা যোগ তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

তিনি যখন সিদ্ধ হইয়াছিলেন তখন শিক্ষার প্রসার এরূপ ছিল না। বিশেষতঃ মেহার গ্রামে তখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় শিক্ষিত লোকের অভাব ছিল। তজ্জন্য আমরা তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত বা ঐ সময়ের ইতিবৃত্ত সম্যকরূপে জানিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান সময়ে আমরা বহু মহাপুরুষের জীবনকাহিনী অবগত হইয়া উপকৃত ও ধন্য হইতেছি। সর্ব্বানন্দ দেবের ন্যায় সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলী এবং তাঁহার প্রদত্ত উপদেশসমূহ জানিতে পারিলে, দেশের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত। তদীয় পুত্র শিবনাথ ভটাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও জীবন চরিত লিখার প্রয়োজন মনে করেন নাই। এমন কি তাহার স্বহস্ত লিখিত এই সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী গ্রন্থ কখন লিখিত হইয়াছিল, তাহার সন তারিখ পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থে লিখিত নাই। সর্ব্বানন্দ দেব সিদ্ধিলাভের কিছুকাল পরেই জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৺কাশীধাম গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ভাগিনেয় যড়ানন্দ ও ভৃত্য পূর্ণানন্দ। কাশী যাওয়ার পথে তিনি খুলনা জিলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। কিছুকাল সেনহাটি গ্রামে অবস্থান করিয়া নূতন বিবাহিত পত্নীর পুত্রসন্তান জন্মিলে কাশীতে আগমন করেন। বেন্দা প্রভৃতি গ্রামে এখন তাহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

তাহার সেনহাটিতে বাস ও পরিণয় সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তাহা আমরা এখানে বিবৃত করিলাম। যশোহরের তদানিন্তন রাজার দ্বার পণ্ডিত সেনহাটি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি উক্ত দ্বার পণ্ডিতের বাটীতে বিদ্যার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় যশোহর রাজসভায় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত উপস্থিত হইলেন এবং রাজার সভাপণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজার দ্বার পণ্ডিত মহাশয় এ জন্য একটু চিন্তাকুল হইলেন। ভাবিলেন বৃদ্ধ বয়সে বিচারে পরাস্ত হইয়া সুনামের বা হানী করি। পণ্ডিত মহাশয়কে অপ্রসন্ন দেখিয়া ছাত্রবেশী সর্ব্বানন্দ দেব তাহার বিষন্ন ভাবের কারণ জানিতে চাহিলেন। তখন পণ্ডিত মহাশয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আগমনের কথা এবং তাহার সহিত নির্দ্দিষ্ট দিনে বিচারের কথা প্রকাশ করিলেন। ছাত্রবেশী সর্ব্বানন্দ তাহা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে চিন্তা পরিহার করিতে বলিলেন! রাজবাড়ীতে সংবাদ পাঠাইলেন যে কোন কারণে পণ্ডিত মহাশয়ের মানসিক অশান্তিবশতঃ তিনি নিরূপিত দিবসে সভায় যোগদান করিতে অসমর্থ অতএব বিচারের জন্য দিনান্তর ধার্য্য করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা এই সংবাদ পাইয়া বিচারের দিন পরিবর্ত্তন করিলেন। পরে ধার্য্যদিনে সকল পণ্ডিতগণ সভায় উপস্থিত হইলেন, দ্বার পণ্ডিত মহাশয়ও যথাসময়ে উপস্থিত হইতে ত্রুটী করিলেন না; কিন্তু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর সভায় আসিলেন না। অনুসন্ধানে জানা গেল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পূর্ব্বরাত্রেই স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। প্রকাশ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পূর্ব্বরাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নাদেশ পাইয়াছিলেন, দ্বার পণ্ডিতের বাড়ীতে ছাত্ররূপে কোন সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেছেন, এ স্থলে জয়ের আশা নাই"। এই: স্বপ্ন দর্শনে বিজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া পণ্ডিত রাত্রেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তখন দ্বারপণ্ডিত মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে এই নবাগত শিষ্যের কোন কৌশলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। তখন হইতে এই শিষ্যের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল এবং তাহাকে অসাধারণ লোক বলিয়া ধারণা করিলেন। তাহার যশ মান এই শিষ্যের দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে ভাবিয়া তিনি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলেন এবং প্রকাশ্যভাবে তাহাকে বলিলেন বৎস! তুমি আমার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইয়াছ, আমি তোমার ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়াছি। আমি প্রস্তাব করিতেছি তুমি আমার বিবাহ যোগ্যা কন্যা স্বয়ংপ্রভার পাণি গ্রহণ করিয়া আমাকে গুরুদক্ষিণা দানে কৃতার্থ কর। ঠাকুর সর্ব্বানন্দ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শুভদিনে বিবাহ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য সম্পন্ন হইল। কয়েক বৎসর শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া সেই পত্নীতে পুত্র জন্মিলে পর তিনি কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কাশীধামে আসিয়া তিনি অবধূত বলিয়া পরিচিত হইলেন। মৎস্য, মাংস, মদ্য, প্রভৃতি পঞ্চতন্ত্রের সাধনা করিতেন। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন কাশীর দণ্ডী সন্ন্যাসিগণ তদ্দর্শনে বিরক্তিবোধ করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত দণ্ডিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অবধূতকে কাশী হইতে বহিষ্কার করার চেষ্টা করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া ঠাকুর সর্ব্বানন্দদেব স্বকীয় যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দণ্ডিগণকে দমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। একদা তিনি কাশীস্থ দণ্ডী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সাধুদিগকে ভোজন করাইতে অভিলাষী হইয়া যড়ানন্দকে ঐসকল সাধুসন্ন্যাসিগণকে নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ করিলেন এবং ভৃত্য পূর্ণানন্দকে আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ভোজনের আয়োজন করিতে বলিলেন। যথাসময়ে দণ্ডী সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বানন্দদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি সকলকে পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বিনয় নম্র বচনে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। দণ্ডিগণ আসন গ্রহণ করিলে ভোজ্যদ্রব্যসমূহ পরিবেশন করা হইল। কিন্তু সকলের পাত্রে মৎস্য মাংসাদি তামস দ্রব্য দেখিয়া দণ্ডিগণ ক্রোধান্বিত কলেবরে আসন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলে, সকলকে মৎস্যমাংসাহারের শাস্ত্রীয় যুক্তি সহকারে ইহা বৈধ আহার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। তৎপর তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাহাদের অভিরুচি অনুসারে সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া পরদিন সকলকে উপস্থিত হইতে আহ্বান করিলেন দণ্ডিগণ তাঁহার বিনয় নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। পরদিন যথাযোগ্য সাত্ত্বিক আহারের আয়োজন হইল। দণ্ডিগণ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে সাত্ত্বিক ভোজ্য সামগ্রী প্রদত্ত হইল। দণ্ডিগণও আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুকাল পরে তাহাদের পাত্রস্থ সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য তামস দ্রব্যে পরিণত হইল। তদর্শনে দণ্ডিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাত্রত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও দণ্ডিগণ আর তিলার্দ্ধ তথায় অবস্থান করিলেন না। পুনরায় আহ্বানের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন তদবধি দণ্ডিগণ নিজ নিজ আশ্রমে আহার করিতে বসিলে সাত্ত্বিক আহার্য্যবস্তুতে মদ্য মাংস দর্শনে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। এইভাবে তাহারা ৫।৬ মাস কাল অনাহারে থাকিয়া কাশী পরিত্যাগপুর্ব্বক তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন।

দৈবাৎ এক দণ্ডী চন্দ্রশেখর দর্শনে বহির্গত হইয়া মেহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদানিন্তন মেহারের দাসাখ্য রাজভবনে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে রাজা জটাধর তাহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তরে দণ্ডিস্বামী বলিলেন কাশীতে এক অবধূত ব্রাহ্মণ কুমারের অত্যাচারে তথায় বাস করা অসম্ভব মনে করিয়া তীর্থ দর্শন মানসে চন্দ্রশেখরের পথে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। দণ্ডী ও রাজার কথোপকথন ব্যপদেশে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহাই সর্ব্বানন্দদেব-তনয় পণ্ডিত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য শ্লোকছন্দে রচনা করিয়া সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতেই আমরা এই সিদ্ধ মহাপুরুষ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

কাশীর গণেশ মহল্লাতে শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত একটী মঠ আছে "শাখা-সারদামঠ" নামে ইহা অভিহিত ছিল। এই মঠে ভদ্রকালী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। কথিত আছে মহাত্মা সর্ব্বানন্দ কাশী আসিয়া এই মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই মঠের বর্ত্তমান মহান্ত কালীকানন্দ তীর্থস্বামী ও এই উক্তি সমর্থন করেন। ৩৪।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই লেখকের একবার কাশী দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তখন তৎকালীন কাশীবাসী সর্ব্বানন্দ বংশ শিষ্য ৺কালীকুমার দত্ত মহাশয় এই মঠ দেখাইয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে সর্ব্বানন্দদেব কাশী অবস্থান কালে এই মঠে বাস করিয়াছিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয় যখন বিদ্যার্থী ভাবে, কাশীতে ছিলেন, তখন শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দদেবের এই মঠে বাসের কথা শুনিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গার পশ্চিম তীরে জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে একটী সামান্ত কুটির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ভদ্রকালী দেবী প্রতিষ্ঠিত করিয়া শঙ্কর এই শাখা সারদামঠ স্থাপন করেন। পরে কাশীনরেশ মহীপনারায়ণ কর্ত্তৃক ইহা ইষ্টক ও প্রস্তর-নির্ম্মিত পাকা মঠে পরিণত হয় এবং রাজা মহীপনারায়ণ এই মঠের তদানিন্তন মহান্ত প্রকাশানন্দ তীর্থস্বামী হইতে সম্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে এই মঠ "রাজগুরু মঠ" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। আমরা "শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের আসন বা শাখা সারদা মঠ" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই মঠের পরিচয় পাঠকবর্গকে দিতেছি।

"ইতঃপূর্ব্বে মহারাষ্ট্র ও হিন্দুস্থানী মহাপুরুষ কর্ত্তৃক এই (মঠ) গদী চালিত হইতেছিল, এবং বহুকাল পরে শঙ্কর গদী যখন অস্তমিত হইবার উপক্রম হয়, সেই সময়ে বঙ্গদেশীয় সর্ব্ববিদ্যার বংশ সম্ভূত একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া এই প্রাচীন মঠের চেলা হইয়া ষষ্ঠ মহাদেবানন্দ তীর্থস্বামী নামে খ্যাতি লাভ করেন। এই মহাপুরুষ হইতে বাঙ্গালী মহন্তের প্রাচীন কীর্ত্তি ৺কাশীধামে গণেশমহল্লাতে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মহাপুরুষের শরীর অবসন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশানন্দ তীর্থস্বামীকে চেলা করিয়া এবং মঠের সমস্ত ভারাদি অর্পণ করিয়া ভাদ্র শুক্লা পঞ্চমী বা ঋষি পঞ্চমী দিবসে এই মায়াময় অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মবিদ্ পরম ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইলেন। এই মহাদেবানন্দ তীর্থস্বামী কর্ত্তৃক বাঙ্গালী মহন্ত সুরু হইল। বাঙ্গালী মহন্তের গদী আর কোথাও দেখা যায় না। উক্ত মহাত্মার সমাধির পর তাঁহার চেলা অলৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

"কিম্বদন্তি আছে যে স্বয়ং প্রকাশানন্দ তীর্থস্বামী এই বটবৃক্ষ মূলে দেবীর সম্মুখে বসিয়া মহা উগ্র তপস্যা করতঃ দেবী ভদ্রকালীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁর প্রসন্নতা লাভ করতঃ অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। একদা ১৭৭৪।৭৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়ারিংহেষ্টিং যখন এই ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ শাসন করিতে থাকেন, তাহার কিছু দিন পর কাশীনরেশ মহারাজা চৈৎসিংহের সহিত তাঁর বিষম সংগ্রাম উপস্থিত হয়, এবং নর শোণিতে রণস্থল প্লাবিত হইলে পর রাজার কতিপয় বিশ্বাসী ভৃত্যের বিশ্বাস-ঘাতকতা বশতঃ এই যুদ্ধে চৈৎসিংহের পরাজয় হয়, তখন তিনি শঙ্করের সেনাবাস যাহা শিবালয় ঘাটে অবস্থিত, তথায় সন্ধ্যা বন্দনা করিতেছিলেন। শুনিলেন যে তাহারই লোকের ধৃষ্টতা বুদ্ধির জন্য রণে পরাজয় হইয়াছে ও তাহাকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রভূত বৃটিশ সৈন্য এইদিগে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে বাটী ঘেরাও হইল তখন তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া শিবালয় ঘাটের দ্বিতলস্থিত গবাক্ষ দ্বার দিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বত্রিশ দাঁড়ী ভাউলের উপর পতিত হইয়া পলায়ন করেন। তখন ভাদ্র মাসের গঙ্গা পূর্ণ বারিতে দুকূল ঝাঁপাইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। সেই সময় ভাউল ছাড়া হইলে দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। বহু চেষ্টা করিয়াও বৃটিশ সেনা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। সৈন্যগণ হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই সংবাদ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট পৌঁছিলে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া হুকুম দিলেন যে, রামনগরের সম্ভ্রান্ত ধন জমিদার ও মহারাজের আত্মীয়-স্বজন যাহাকে পাইবে ধরিয়া লইয়া আইস। যেমন হুকুম পাওয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্য আরম্ভ হওয়া। একদিন বেলা ৯টা ১০টার সময় একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে সাহেবের লোকজনেরা এই গণেশমহল্লার রাস্তা দিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। বহু লোকের কলরব শুনিয়া সাধু কুটীর হইতে বাহির হইলেন এবং দেখিলেন যে একজন কে সাহেবের লোকেরা ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। সাধু ঐ লোকটীর দুর্দ্দশা দেখিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং আমূল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ঐ সম্ভ্রান্ত লোক কহিলেন বাবা, আমার নাম মহীপনারায়ণ সিংহ আমি মহারাজের ভ্রাতষ্পুত্র, অকারণ আমাকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই কথা শুনিয়া সাধুর দয়া হইল। তিনি অভয় দিয়া কহিলেন বাবা তোমার কোন ভয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি দেবী ভদ্রকালী সত্য হয় এবং গুরু পদে আমার মতি থাকে তবে অবশ্য তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে, তা ছাড়া তুমিই রাজা হইবে। এই লও, এই কথা বলিয়া সাধু কুটীর হইতে সেই ত্রিলোক পরিচিত শঙ্করের বহু আদরের ধন কিঞ্চিৎ বিভূতি লইয়া উক্ত ব্যক্তির কপালে টিপ দিয়া দিলেন এবং কহিলেন, যাও বৎস! এই অবস্থায় তুমি সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হও, তোমার কোন ভয় নাই, দেবী ভদ্রকালী তোমাকে অলক্ষিত ভাবে রক্ষা করিবেন। যেন ঐ বিভূতি কোন প্রকারে কপালচ্যুত না হয়।" (২০ হইতে ২৩ পৃষ্ঠা)

বাস্তবিক রাজা চেৎসিংহের কাপুরুষোচিত, পলায়নের পর কাশীর রাজার সিংহাসন কিছু দিনের জন্য শূন্য ছিল। প্রকৃত পক্ষে তখন কাশীর রাজগদী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ন্যস্ত। তদানিন্তন গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অন্য শতবিধ দোষ থাকিলেও কাশীর রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা তাহার অভিপ্রায় ছিল না তবে কাশীর সিংহাসনে কাহাকে বসাইবেন ইহাই চিন্তা করিতে ছিলেন। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলেই হউক বা সাধুর আশীর্ব্বাদেই হউক, হেষ্টিংস সাহেবের সুদৃষ্টি পূর্ব্বকথিত যুবকের উপর পতিত হইল। তিনি মহীপনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোম্ চেৎসিংকো গদী চালানে সেকেগে।" যুবক উত্তর করিলেন "সেকেগা"। তখন গবর্ণর জেনেরল মহীপনারায়ণকে কাশীর সিংহাসন প্রদান করিয়া তদীয় পিতা দুর্গবিজয় সিংহকে অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন। ১৭৮১ খৃঃ ৩০ শে সেপ্টেম্বর মহীপনারায়ণ সিংহ উনবিংশ বর্ষ বয়সে কাশীর রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মহীপনারায়ণ সিংহ সস্ত্রিক মহাত্মা প্রকাশানন্দ তীর্থস্বামীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি এই মঠ "রাজগুরু মঠ" বলিয়া অভিহিত হইতেছে। রাজার আনুকুল্যে এই বটবৃক্ষতলস্থ কুটীর প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহদাকার মন্দিরে পরিণত হইল এবং মঠের সেবার জন্য বার্ষিক ৩০০৲ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় উহা এখন ৩০৲ টাকাতে অবনমিত হইয়াছে। মন্দিরের প্রস্তর ফলকের উপর লিখিত শিলা লিপি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুঃ

শাকে ষষ্ঠ মহী মহীধর মহীমানো নবম্যাম্তিথৌ
মাঘস্য ত্রিতমপ্রদিনে বিধুসুতে পাষাণ কাষ্ঠাদিভিঃ
তীর্থ শ্রীপুরুষোত্তমো যতিবরঃ শ্রীশঙ্করী যেপুরে
শ্রীনাথাঙ্ঘ্রি যুগারবিন্দ-কৃপয়া চিত্রং মঠং নির্ম্মমে॥

পূর্ব্বোক্ত মহাদেবানন্দ তীর্থস্বামী সর্ব্বানন্দ বংশোদ্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইনি কে এবং সর্ব্বানন্দ বংশের কোন শাখা হইতে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয় আমরা পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিলাম না। তবে ইহা নিশ্চয় বুঝা যায় যে এই মঠে সর্ব্বানন্দদেব অবস্থান করিয়াছিলেন, জানিয়াই তিনি এই মঠে আসিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেও সর্ব্বানন্দ দেবের এই মঠে অবস্থানের কিম্বদন্তি সমর্থিত হইতেছে।

মহাত্মা সর্ব্বানন্দদেব কাশী পরিত্যাগ করিয়া বদরিকাশ্রম গিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি কোন্ সময় পর্য্যন্ত কাশী ছিলেন এবং তাঁহার ভৃত্য পূর্ণানন্দ ও ভাগিনেয় ষড়ানন্দ তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে গেলেন, কিম্বা কাশীতেই তাহাদের দেহাবসান হইল, তৎ সম্বন্ধে আমরা কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই। জনশ্রুতিতে প্রকাশ সর্ব্বানন্দদেব অদ্যাপি জীবিত আছেন। এতৎ সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তি লোক-পরম্পরায় শুনা যায়; তাহা এস্থলে বিবৃত করিলাম। সোমপাড়া নিবাসী ৺দুর্গাচরণ ঠাকুর (শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের খুল্লতাত) কোন সময়ে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলেন। তথাকার তদানীন্তন মহন্ত তপস্যা পরায়ণ গম্ভিবন বাবাজী দূর হইতে ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া বলিয়াছিলেন নিশ্চয় ইনি সর্ব্ববিদ্যাবংশ সম্ভূত হইবেন। পরে তাহাকে ডাকিয়া পরিচয় জানিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহার অনুমান মিথ্যা হয় নাই; তখন তিনি উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের নিকট নিম্ন লিখিত আশ্চর্য্য ঘটনাটি বিবৃত করিলেন।

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমার বয়স যখন ১১ বৎসর তখন আমি মাতামহকুলে প্রতিপালিত হইতেছিলাম। একজন সাধু আমাকে তাহার সঙ্গে নিতে ইচ্ছা করিলেন। আমি স্বীকৃত হইয়া তাহার সঙ্গে বাহির হইয়াছিলাম। অনেক দিন ভ্রমণের পর আমরা হিমালয় পর্ব্বতের এক রম্যস্থানে গুরুদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। বহু বৎসর গুরুদেবের অন্যান্য শিষ্য সহ আমি সাধন ভজন অভ্যাস করিতেছি, ইত্যবসরে আমাদের আশ্রমে এক বৃদ্ধ তেজস্বী মহাত্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের গুরুদেব অভিবাদন পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ তপস্বী বলিলেন, আমার দেহ পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি। এই কথা বলিয়া একটু ধ্যানস্থ হইলে, উপর হইতে একটী গোলাকার পদার্থ সম্মুখে পতিত হইল। তাহা হাতে লইয়া, বৃদ্ধ তপস্বী আমাদের গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দেহ পরিবর্ত্তনের কাল আগত হইয়াছে কিনা? গুরুদেব নিষেধ করিলে, বৃদ্ধ তপস্বী ঐ গোলাকার পদার্থকে তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ গলাধঃকরণান্তর শুইয়া পড়িলেন। তখন ঐ বৃদ্ধ যোগীর শরীর হইতে একটী মহান শব্দ উত্থিত হইয়া এক যুবাপুরুষ বহির্গত হইলেন। আকৃতিতে এই যুবাপুরুষ বৃদ্ধ তপস্বীর ন্যায় প্রকাশ পাইলেন।

তখন তেজঃপুঞ্জশালী সেই যুবাপুরুষ আমার গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। গুরুদেবের আদেশে আমরা বৃদ্ধ তপস্বীর পরিত্যক্ত দেহটী স্থানান্তরে নিয়া সমাহিত করিলাম। এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে আমরা কৌতূহলী হইয়া, গুরুদেবকে ইহার রহস্য ও বৃদ্ধ তপস্বীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। গুরুদেব বলিলেন, ইনি বাঙ্গালাদেশের মেহার নামক স্থানের সিদ্ধ মহাপুরুষ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর। দেহ পরিবর্ত্তনের সময় হইলে, তিনি আমার নিকট আসেন অথবা আমি তাঁহার নিকট গিয়া থাকি। ইনি বহুবার এরূপ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছেন। পরে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম; ইনি প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিলে, আপনি তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, যাওয়ায় সময় তিনি আপনাকে প্রণাম করিয়া গেলেন কেন? তদুত্তরে গুরুদেব বলিলেন, তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া আমি তাঁহাকে প্রথম প্রণাম করিয়াছি কিন্তু নূতন কলেবর গ্রহণ করার পর আমি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনি আমাকে প্রণাম করিয়াছেন। এই ঘটনার পর গুরুদেব আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে কোথায় কি ভাবে, জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা কর আমাকে বল, কারণ আমি শীঘ্রই এই দেহ রক্ষা করিব। তখন শিষ্যগণ আপন আপন রুচি অনুসারে প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে, আমি বলিলাম, আমি কোন তীর্থস্থানে বাস করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করি। তখন তিনি আমাকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইয়াছি অনুভব করা পর্য্যন্ত, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। আমি তদনুসারে নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকিবার বহুক্ষণ পরে অনুভব করিলাম যেন, কোন এক স্থানে আমি উপবিষ্ট হইয়াছি। তখন চক্ষু মেলিয়া দেখি আমি চন্দ্রনাথ শেখরের পাদদেশে ব্যাস কুণ্ডতীরে উপবিষ্ট আছি। তদবধি তদানীন্তন মহন্ত কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া এস্থানে আছি। সর্ব্বানন্দ দেবের কায়ব্যূহ ক্রিয়া যোগে অদ্যাপি জীবিত থাকার কথা তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বদ্বর শ্রীযুক্ত উড্রফ সাহেব তাঁহার শক্তি ও শাক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন :—

As is usual in such cases there is a legend that Sharvananda is still living by Kayabhyuha in some hidden resort of Siddha Purushas the author of the memoir from which I Quote tales of a Shadhu who said to my informant that some years ago he met Sharvananda nath in a place. Called Champakaranya but only for a few minutes for the Sihidha was himself miraculously wafted Elsewhere.

Shakti & Shakta pp 239.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা সর্ব্বানন্দ দেব সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনার বিষয় অবগত নহি। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে আর অধিক কিছু বিবৃত করিতে অক্ষম বলিয়া মনঃকষ্টে এস্থানেই উপসংহার করিলাম।

সর্ব্বানন্দবংশের বিভিন্নশাখার একটী বংশতালিকা পূজনীয় শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয় হইতে যে পর্য্যন্ত পাওয়া গেল, তাহা সংগ্রহ করিয়া অত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

সর্ব্বানন্দবংশ চিরদিন সাধন-পরায়ণতা, নিষ্ঠা, সদাচারের জন্য বিখ্যাত। এই সিদ্ধ বংশের সন্তানগণ এখনও আদালতে গিয়া সাক্ষ্যদান করিতে বা অর্থী প্রত্যর্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইতে, অভ্যস্ত হন নাই। বর্ত্তমানে ইংরাজি শিক্ষা মাঝে মাঝে প্রবেশ করিলেও বংশের পবিত্রতা অবিকৃত অবস্থায় আছে। এই প্রসিদ্ধ বংশের সেনহাটী শাখার ৺মধুসূদন ঠাকুর ও ৺বলরাম ঠাকুর মহাশয় সাধনমার্গে খুব উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলরাম ঠাকুর মহাশয়ের যোগৈশ্বর্য্যের অনেক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনিয়াছি। এস্থলে কয়েকটী বিবৃত করিলাম। ডিঃ মাজিষ্ট্রেট হিন্দুধর্ম্ম পরায়ণ, সাধননিষ্ঠ, তান্ত্রিক, নন্দবংশ প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি, বরিশালের কোন ব্রাহ্মণ জমিদার বাটীতে কালীপূজা করণার্থে আহূত হইয়া, বলরাম ঠাকুর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সুরা আনয়ন করা হইয়াছে কি না? জমিদার বাবু সুরাপান বিরোধী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। তিনি সুরা আনয়নের কথা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ এক বোতল ব্রাণ্ডি আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর মহাশয় তদ্দর্শনে বলিলেন, এক বোতল ব্রাণ্ডিতে কি হইবে? অন্ততঃ এক ডজন আনা হউক; তাহাই করা হইল। পূজাতে বসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বার বোতল ব্রাণ্ডি শেষ করিয়া, পূজার আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সমস্ত রাত্রি নিশ্চল ভাবে একাগ্রমনে পূজা করিলেন, পরদিনও সমস্ত দিবা ধ্যানস্থ হইয়া, আসনে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহার এরূপ সমাধির অবস্থা দেখিয়া জমিদার বাবু অত্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রীত হইলেন। বার বোতল ব্রাণ্ডি পান করিয়া, তিনি কি ভাবে প্রকৃতিস্থ থাকিয়া পূজা কার্য্য সমাধা করিবেন, এই জন্য জমিদার বাবুর মনে একটুকু সংশয়ের উদয় হইয়াছিল কিন্তু পরে প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল একাসনে নির্ব্বাত দীপ-শিখার ন্যায় নিশ্চল ভাবে ধ্যান মগ্ন থাকিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অসাধারণ সাধনাপরায়ণ লোক বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। কাশীধাম নিবাসী সাধন পরায়ণ শ্রীযুক্ত মহেশানন্দ অবধূত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, মাদারিপুরের নিকট কোন শিষ্য বাটীতে অবস্থান কালে হঠাৎ, একদিন রাত্রে বলিলেন, অদ্য মহালয়া, শিবাবলি দেওয়া দরকার, তোমরা মৎস্যের যোগাড় কর। এই রাত্রে মৎস্য পাওয়া সম্ভব নহে বলিয়া জানাইলে, তিনি বলিলেন, তোমাদের ঘরেই মৎস্য আছে, তল্লাস কর। গৃহকর্ত্তা জানাইল, ঘরে যে মৎস্য ছিল, তাহা পূর্ব্বেই পাক করা হইয়াছে; অবশিষ্ট আর নাই। তিনি তবুও জিদ করিয়া বলিলেন, তুমি পুনঃ যাইয়া দেখ মৎস্য আছে, তখন গৃহস্বামী গিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, মৎস্য নাই। তখন তিনি দ্বিতীয় লোককে জিয়ান মৎস্যের ভাণ্ডটী তল্লাস করিতে পাঠাইয়া, জানিলেন তিনটী কৈ মৎস্য ভাণ্ডে জিয়ান আছে; ইহা শুনিয়া গৃহস্বামী প্রভৃতি সকল আশ্চর্য্য হইলেন। তখন শিবাবলির নিয়মানুসারে বলির আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইল। রাত্র নিশার্দ্ধকালে বলি নিয়া ঠাকুর মহাশয় সহ বহু ব্যক্তি বনোদ্দেশ্যে গমন করিলেন। পথি মধ্যে এক ব্যক্তি ইহাদের গমনের কারণ জানিয়া বলিলেন—বনে শৃগালের আবাসস্থান, সেখানে বলি অবশ্যই গৃহীত হইবে, কিন্তু লোক চলাচলের রাস্তার সন্নিধান স্থানে যদি শিবাগণ আসে, তবেই প্রকৃত শিবা বলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ইহা শুনিয়া, ঠাকুর মহাশয় সেই স্থানেই বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে শঙ্করি! শঙ্করি! বলিয়া দুই ডাক দিয়া ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দুইটী শৃগাল আসিয়া হৃষ্টচিত্তে বলি গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তৎপর রাত্রির অবশিষ্ট সময় সেস্থানেই অবস্থান করিতে মনঃস্থ করিয়া আনন্দোৎফুল্ল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে গীত বাদ্য করিতেছিলেন, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। ঠাকুর মহাশয় সকলকে গৃহে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন কিন্তু কাহারো গৃহে যাইতে ইচ্ছা হইল না। তাহারা বলিলেন ঠাকুর মহাশয় এখানে থাকিলে, বর্ষণ আমাদিগের কিছু করিতে পারিবে না। অল্প পরেই মেঘ গর্জ্জন সহ চতুর্দ্দিগে খুবই বারিপাত হইতে লাগিল কিন্তু সেস্থানে এক বিন্দু জলও পতিত হইল না। রাত্রি প্রভাতে সকল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এইরূপ অনেক ঘটনাই শুনিয়াছি, বাহুল্য ভয়ে প্রকাশ করিলাম না।

নোয়াখালী জিলার সোমপাড়া গ্রাম নিবাসী বর্ত্তমানে কাশীবাসী মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মহামহাধ্যাপক অগ্নিহোত্রী শ্রীলশ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয় সাধনমার্গে, সদাচারে, নিষ্ঠাতে, শাস্ত্রজ্ঞানে এবং বিনয় নম্র ব্যবহারে বংশের সুনাম ও সুযশঃ রক্ষা করিতেছেন। তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। দর্শন শিক্ষার্থীদের বোধসৌকর্য্যার্থে বাঙ্গালা ভাষাতে গুরু শিষ্য প্রশ্নোত্তর ব্যপদেশে যে সংক্ষিপ্ত দর্শন শাস্ত্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ পাঠকের দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ঐ শাস্ত্র সম্বন্ধে যে চার্ট বা টেবেল মুদ্রিত করিয়াছেন, ইহা দর্শন শাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে সহজ উপায়। দর্শনের এবম্বিধ চার্ট ইতি পূর্ব্বে আর কেহ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্র কোষ মুদ্রিত হইলে, ভারতবর্ষের শাস্ত্র ব্যবসায়ীদের এক গুরুতর অভাব দূর করিবে এবং তাঁহার অতুলনীয় যশঃ কীর্ত্তি এবং পাণ্ডিত্য ঘোষণা করিবে। তিনি পূজ্যপাদ ঋষিদের শাস্ত্র প্রচার এবং জ্ঞানোপদেশ দ্বারা কাশীবাসী জনগণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তাঁহার আবাস শাস্ত্রার্থী, জ্ঞানলুব্ধ নরনারীগণের জন্য সর্ব্বদা মুক্ত। তিনি বেনারসস্থিত ইউনিভারসিটির দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে যাহা উপার্জ্জন করিতেছেন; তাহা অভাবগ্রস্ত নরনারীর সেবার জন্য ব্যয় করিয়া ধন্য হইতেছেন। তাঁহার আবাস গৃহ একটী ক্ষুদ্র অন্নসত্র বলা যায়। ভগবান্ বিশ্বনাথ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করুন ইহাই প্রার্থনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোনাচাকা শাখার এই বংশের ৺উদয়ানন্দ ঠাকুর মহাশয় অনেকের নিকট পরিচিত ছিলেন। ইনি সস্ত্রিক কাশীবাসী হইয়াছিলেন। কথিত আছে কাশীতে থাকা কালীন উৎকট সাধনানুষ্ঠান কার্য্যে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছিল। তৎপর তিনি কাশী পরিত্যাগ করিয়া দেশে গিয়া নিজ বাটীতে বাস করিতেছিলেন। বাহ্যিক ভাবে পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেন কিন্তু অন্তরে যেন তিনি সদা ধ্যানপরায়ণ থাকিতেন। কুক্কুর ও গরুকে আহার করান তাঁহার একটী ব্রত ছিল। রাত্রিকালে গৃহস্থ বাটীর গোয়ালে ঢুকিয়া গো সকলকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া তাঁহার একটী প্রিয় কার্য্য ছিল। এজন্য অনেক স্থানে তিনি লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইতেন। ওলাউঠা প্রভৃতি কোন সংক্রামক ব্যাধিতে কোন গ্রাম আক্রান্ত হইলে, তিনি হটাৎ গিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া, একা শ্মশানে রাত্রিবাস করিয়া গ্রামের উপদ্রব দূর করিয়া দিতেন। এই গ্রন্থ, প্রকাশকও এক সময় তাঁহার কৃপা ও যোগৈশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছে। বাতিসা নিবাসী কাশীবাসী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন মহাশয় পুত্রার্থী হইয়া তাঁহার স্মরণাপন্ন হইলে, তিনি তিনটা হংস ডিম্ব নিয়া পরদিন আসিতে আদেশ করিলেন। তিনি হংস ডিম্ব নিয়া উপস্থিত হইলে, তাহা হাতে লইয়া ঠাকুর মহাশয় পুনঃ মহিমসেনের হস্তে দিয়া বলিলেন কালীবাড়ীর বেদির উপরিস্থ কোন বৃক্ষের গাত্রে নিঃক্ষেপ করিয়া ভগ্ন করিয়া ফেলিবে। তিনি তাহা করিতে আসিয়া ২টী ডিম্ব ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন কিন্তু তৃতীয় ডিম্বকে বার বার বৃক্ষ গাত্রে জোরে নিঃক্ষেপ করিয়াও ভগ্ন করিতে অপারগ হইয়া, ঠাকুর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া ঠাকুর মহাশয় মহিমকে পুত্র লাভে নিরাশা করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাবিত্রী সদৃশা পতিপরায়ণা ছিলেন।

সোনা চাকার অন্য হিস্যার ৺নবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ঠাকুর সদাচার, নিষ্ঠা ও সংযমের জন্য দেশে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি দুর্গোৎসবের সময় ৪।৫ দিন নিরম্বু উপবাস থাকিতেন। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বে কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেহারের ৺জগবন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয় বীরাচারী সাধক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাধনমার্গে উন্নত ও যোগৈশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন।

ঐ গ্রামের অন্য বাড়ীর ৺দুর্গাপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয়ও বীরাচারী সাধক ছিলেন তিনি তন্ত্র শাস্ত্রে বেশ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্যাসীর ন্যায় মেহারে সিদ্ধি বেদির নিকটের বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেন। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অল্প বয়সে ব্রহ্মচারী হইয়া সর্ব্বানন্দ প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি মেহারে ও উত্তর বঙ্গে কয়েকটী সর্ব্বানন্দ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি অভিভাবকের অনুজ্ঞায় বা পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে দার পরিগ্রহ করিলেও বিবাহ রাত্র ব্যতীত স্ত্রীর মুখ দর্শন করেন নাই।

আমরা সেনহাটী ও বেনার ঠাকুর মহাশয়দের সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে এখানেই উপসংহার করিলাম বটে কিন্তু সেনহাটি শাখার বংশতালিকার সঙ্গে যৎসামান্য প্রকাশ করিতেছি।

উপসংহারে সর্ব্বানন্দদেবের বংশধর এবং ঐ বিখ্যাত বংশের শিষ্যানুশিষ্যগণের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই মহাপুরুষের সিদ্ধি দিবসটী অর্থাৎ পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনকে "সর্ব্বানন্দ দিবস" মনে করিয়া সকলে তাঁহার ব্রহ্ম জন্মোৎসব ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন এবং যথাসাধ্য তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবেন। মেহারে ঐ দিবস খুব বৃহৎ মেলা হয়। সর্ব্বানন্দ মঠে ঐ দিবস শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টাতে মহাসমারোহে পূজা মহোৎসব এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইয়া থাকে। আজ কাল বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রত্যহ যেরূপ লক্ষ্মীর আসন দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তদ্রূপ এই মহাপুরুষের বংশধর ও শিষ্যানুশিষ্যগণ ঐ লক্ষ্মীর আসনের নিকট মহাত্মা সর্ব্বানন্দ দেবের একখানা ফটো স্থাপন করিয়া প্রত্যহ ধূপ দীপ দিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিলে, তাঁহার পুণ্যময় স্মৃতি উদ্মিলিত করা হইবে। প্রতি পৌষ সংক্রান্তি দিবস যাহার যেরূপ সুবিধা ও সাধ্য, তদনুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার পূজা যথাসাধ্য ভোগরাগ দরিদ্র নারায়ণের সেবা নগর সংকীর্ত্তন ইত্যাদি ইত্যাদির দ্বারা তাঁহার বার্ষিকী স্মৃতি উৎসব সম্পন্ন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন। আজকাল সকল মহাপুরুষগণের স্মৃতি পূজা সর্ব্বত্র তদীয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতেছে। আমরা আশা করি পূর্ব্ববঙ্গের এই সিদ্ধ মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে তদীয় বংশধরগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ বিস্মৃত হইবেন না। অলমতি বিস্তরেণ।

এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। বরং আমার অযোগ্য হস্তে অনুবাদের কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে গ্রন্থের গৌরব, লাঘব হওয়ার সম্ভাবনা। পাঠক পাঠিকাগণ আমার ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিয়া হংস বৃত্তি অবলম্বনে মহাপুরুষের জীবন কথা ও সিদ্ধি বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ধন্য হইবেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশে স্বদেশবাসী কাশীস্থ মৎ পরমগুরু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় মহাশয়, কাশীর খালিসপুরা অঞ্চলের বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সর্ব্বশেষে মহাকাব্য গীতা প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণেতা কাশীস্থ হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ শাস্ত্রী কাব্যবিশারদ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়গণ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ইতি ১৩৩৯ সন
৬ই ভাদ্র।
৩২নং খালিসপুরা
কাশীধাম।

সর্ব্ববিদ্যা বংশ শিষ্যাধম
শ্রীরাজকুমার বসু।
সাং পুকুরদিয়া
জেলা নোয়াখালী।
হাল সাং জঙ্গমবাড়ী
বেনারস সিটি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দ (সর্ব্ববিদ্যা) ঠাকুর।

এই মহাপুরুষ অত্যন্ত কঠোর তপঃপ্রভাবে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া, তৎকালীয় জনগণ ইহাঁকেই সর্ব্ববিদ্যা উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর থেকেই নিজ বংশ সর্ব্ববিদ্যা বংশ বলিয়া বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে, এজন্য এখনও তাঁহার বংশধরগণ নামের অন্তে সর্ব্ববিদ্যা লিখেন।

এই মহাপুরুষের বংশ বহু বিস্তৃত বলিয়া সকলের নাম ধাম লিখিতে কোন কোন স্থলে ভ্রমক্রমে বাদ ছাট্ হওয়া অসম্ভব নয়। তাহা ছাড়া আমরা বহুস্থানে পত্র লিখিয়া, যার থেকে যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সেইরূপেই প্রকাশ করিলাম। ইহাতে যদি কোন কোন শাখা বা কোন কোন পুরুষের নাম, বাদ ছাট্ পড়িয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া, যিনি যেরূপ ভুল পাইবেন, তাহা প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠাইবেন। এই মহাপুরুষ সর্ব্বানন্দ (সর্ব্ববিদ্যা) বংশের স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা সম্বলিত একটী বিস্তৃত বংশতালিকা পৃথক্ পুস্তকাকারে, আমাদের প্রকাশ করিবার একান্ত ইচ্ছা ; সেই পুস্তকেই লিপিবদ্ধ করিব। আশা করি ভগবৎ কৃপায় সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আমরা এই অভূতপূর্ব্ব কার্য্যে সফলকাম নিশ্চয়ই হইব ইতি।

বিনীত—প্রকাশক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক চূড়ামণি

দশমহাবিদ্যা সিদ্ধ

শ্রীমৎ সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য

মহাত্মার বংশাবলী নির্ণয়।

যো-নীলাচল-বিন্ধ্য-শৈল-বদরী-গঙ্গাব্ধি-বারাণসী–
কামাখ্যাসু বপুর্জহৌ ভগবতী পাদাম্বুজ প্রাপ্তয়ে।
সংসিদ্ধিং গতবাংশ্চ যো দশমহাবিদ্যা নিরীক্ষ্য স্ফুটং
সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী সুবিমলস্তস্যেতিহাসোঽক্ষয়ঃ ॥

সর্ব্বানন্দবংশীয় স্বর্গীয় ৺কৃষ্ণকমল তর্করত্ন মহাশয়ের সংস্কৃত লিখিত বংশতালিকানুযায়ী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক প্রেরিত

সোমপাড়া শাখা।

আদিপুরুষ কাঞ্চনাচার্য্য, তৎ পুত্র

পূর্ব্বস্থলী হইতে সমাসীন বাসুদেব ন্যায়ালঙ্কার ; তৎপুত্র শম্ভু, বাণেশ্বর

শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র সর্ব্বানন্দ, আগমাচার্য্য, গজেশ ও গদাধর। বাণেশ্বরের পুত্র প চৈ, গুণানন্দী, বাকিলা, রাসরাগ্রামে। গজেশ ও গদাধর নিঃসন্তান। আগমাচার্য্যের পুত্র, গুণানন্দী ও সাহুবাজপুরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের শাখা।

ইঁহার পুত্র শিবানন্দনাথ, তৎ পুত্র—হলধর ন্যায়ালঙ্কার। তাহার দুই পুত্র—রামনাথ ও যদুনাথ। রামনাথের পুত্র—বাসারাগ্রামে, গুণনন্দী গ্রামে, অধুনা কৃষ্ণচন্দ্র ইন্দনারায়ণ। যদুনাথের পক্ষত্রয়ে ষট্ পুত্র। প্রথম পক্ষে উমানন্দ, কবিকঙ্কণ। কবিকঙ্কণের পুত্রগণ মেহারে বালিমুড়াগ্রামে। উমানন্দ নিঃসন্তান। যদুনাথের দ্বিতীয় পক্ষে রমানাথ উঘিরা, আয়নাতলী, পাথৈরে। দ্বিতীয় পুত্র গঙ্গা-তীরে; উঘিরা গ্রাম হইতে বাস বাড়িয়া। যদুনাথের তৃতীয় পক্ষে প্রথম পুত্র আনন্দ তর্কবাগীশ। দ্বিতীয় পুত্র উমাকান্ত সেও নিঃসন্তান। ৩য়, ৪র্থ পুত্র ঘরিয়াগ্রামে, কাশীকান্ত নিঃস, কালীকান্তের দুই পুত্র রামগোবিন্দ ও কৃষ্ণ গোবিন্দ সব নিঃসন্তান। আনন্দ তর্কবাগীশের পক্ষদ্বয়ে পঞ্চপুত্র। প্রথম পুত্র কবিকঙ্কন সেও দণ্ডী। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী। তাহার দুই পুত্র প্রসাদ ও শ্রীহরি চক্রবর্ত্তী। প্রসাদের পুত্র চূড়ামণি, তৎ পুত্র তপস্যারাম, তৎ পুত্র রামগঙ্গা চক্রবর্ত্তী, তাহার দুই পুত্র নিঃসন্তান। শ্রীহরি চক্রবর্ত্তীর পুত্র যাদবেন্দ্র সিদ্ধান্ত বাচস্পতি, তাহার চার পুত্র—জগদানন্দ; সদানন্দ; হৃদয়ানন্দ; ভবানন্দ। ভবানন্দ নিঃসন্তান। জগদানন্দের পুত্র কাশীনাথ, তাহার দুই পক্ষে ছয় পুত্র। প্রথম পক্ষে কৃষ্ণকান্ত, শিবকান্ত অপুত্রক। দ্বিতীয় পক্ষে চন্দ্রকান্ত হরকান্ত, উমাকান্ত নিঃসন্তান, তারাকান্ত। চন্দ্রকান্তের পুত্র কালীকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ। নবকৃষ্ণ নিঃসন্তান। কালীকৃষ্ণের পুত্র চন্দ্র-কুমার, তাহার দুই পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র, উপেন্দ্রচন্দ্র। তারাকান্তের দুই পুত্র উদয়চন্দ্র, অভয়চন্দ্র। অভয়চন্দ্র নিঃসন্তান। উদয়চন্দ্রের তনয় জগদ্বন্ধু। সদানন্দের পঞ্চপুত্র—রামশঙ্কর. রামদাস, কৃষ্ণদাস, বলরাম, কালিদাস। কালিদাস নিঃসন্তান। রামশঙ্করের পুত্র কৃষ্ণনাথ নিঃসন্তান। বলরামের দুই তনয়—শিবজয়, ফালাজয়, নিঃসন্তান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামদাসের পক্ষদ্বয়ে চার পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র, হরচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, হরচন্দ্র নিঃসন্তান। গোকুলচন্দ্রের দুই পুত্র—দুর্গাচরণ, গঙ্গাচরণ। গঙ্গাচরণের তিন পুত্র—গোলোকচন্দ্র, গোপীচন্দ্র, গৌরচন্দ্র তাহারা নিঃসন্তান। দুর্গাচরণের পুত্র কৃষ্ণকুমার। তৎ পক্ষদ্বয়ে তিন পুত্র; প্রথম পক্ষে রোহিণীকুমার, দ্বিতীয় পক্ষে যশোদাকুমার, বসন্তকুমার। রোহিনীর পুত্র অশ্বিনীকুমার। যশোদার তিন পুত্র—অনন্ত, জগদীশ, বিশ্বনাথ। বসন্তকুমারের পুত্র মধুসূদন। কৃষ্ণদাসের পঞ্চপুত্র—হরিনাথ, শিবনাথ, বৈদ্যনাথ, রত্নেশ্বর, রামনাথ। রত্নেশ্বর, রামনাথ নিঃ সঃ। হরিনাথের পক্ষত্রয়ে দুই পুত্র—কালীকিশোর কালীকিঙ্কর। কালীকিশোর নিঃসন্তান। কালীকিঙ্করের দুই পুত্র—অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, সারদাচরণ। অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি অগ্নিহোত্রী, মহাকবি, মহামহোপাধ্যায় মহামহাধ্যাপক, বর্ত্তমান কাশী-বাসী। ইহাঁর চার তনয়—যোগেন্দ্রকুমার নিঃসন্তান। দেবেন্দ্রকুমার তৎ সুত উষারঞ্জন, যতীন্দ্রকুমার তার তনয় চিররঞ্জন, শচীন্দ্রকুমার। সারদাচরণের পুত্র উপেন্দ্রকুমার; তার তনয় ব্রিরঞ্জন। শিবনাথের দুই পুত্র—রামকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের চার পুত্র—রামচরণ, শ্যামাচরণ, অম্বিকাচরণ তারিণীচরণ। রামচরণ, শ্যামাচরণ, তারিণীচরণ নিঃসন্তান। অম্বিকাচরণের চার পুত্র—শশিকুমার, মহেন্দ্র-কুমার, সুরেন্দ্রকুমার, শিশিরকুমার অপুত্রক। শশীর দুই পুত্র—মনোরঞ্জন, শান্তিরঞ্জন। মহেন্দ্রের দুই ছেলে—সত্যরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন। সুরেন্দ্রের পুত্র—নীহাররঞ্জন। গোপালকৃষ্ণের দুই পক্ষে তিন পুত্র—প্রথম পক্ষে পার্ব্বতীচরণ, দ্বিতীয় পক্ষে দুই পুত্র—ত্রিপুরাচরণ, গুরুচরণ। পার্ব্বতীচরণের দুই পুত্র—হরেন্দ্র, বীরেন্দ্র। গুরু-চরণের পুত্র নারায়ণ। বৈদ্যনাথের তিন পুত্র—রামকমল, নীলকমল, চন্দ্রমাধব। রামকমল নিঃসন্তান। নীলকমলের দুই পুত্র—বরদাচরণ কৃষ্ণচরণ। বরদাচরণ নিঃসন্তান। কৃষ্ণের তিন ছেলে—রাজেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র এদের ছেলে নাই। চন্দ্রমাধবের দুই পুত্র—দ্বারিকানাথ, ভূপেন্দ্রনাথ। ভূপেন্দ্রের দুই পুত্র—বিমলেন্দু, নির্ম্মলেন্দু। হৃদয়ানন্দের দুই পুত্র—শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত। শ্রীকান্ত নিঃসন্তান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্মীকান্তের পঞ্চ পুত্র—শিবশঙ্কর, ভবানীশঙ্কর, জয়শঙ্কর, দুর্গাশঙ্কর, হরশঙ্কর। পূর্ব্বের চার জন নিঃসন্তান। হরশঙ্করের পুত্র রামকানাই চক্রবর্ত্তী, তাহার চার পুত্র—প্রসন্নকুমার, নবকুমার, কালীকুমার, ইন্দ্রকুমার। প্রসন্নের পুত্র—সুখেন্দু। নবকুমার নিঃসন্তান। কালীর দুই পুত্র—রবীন্দ্র, গোপাল। ইন্দ্রের পুত্র—মনীন্দ্র।

সর্ব্বানন্দবংশের সোণাচাকার শাখা।

আনন্দ তর্কবাগীশের দ্বিতীয় পক্ষে তিন পুত্র—রামচন্দ্র, লক্ষ্মণবাচস্পতি, ভরত চক্রবর্ত্তী। লক্ষ্মণবাচস্পতি নিঃসন্তান। রামচন্দ্রের তিন তনয়—বিশ্বেশ্বর, কাশীশ্বর, বাণেশ্বর ন্যায়বাগীশ। বিশ্বেশ্বর নিঃসন্তান। কাশীশ্বরের দুই পক্ষে পঞ্চ পুত্র, প্রথম পক্ষে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, রামজীবন তর্কালঙ্কার, রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর তিন পুত্র—কৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, রামানন্দ চক্রবর্ত্তী। কৃষ্ণানন্দের তনয় কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী। তাঁর চার পুত্র—রাজকৃষ্ণ, শম্ভুনাথ, লক্ষ্মীকান্ত, কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্ত লক্ষ্মীকান্ত নিঃসন্তান। রাজকৃষ্ণের দুই পুত্র—শিবচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্র নিঃসন্তান। শিবচন্দ্রের দুই পুত্র—চন্দ্রমোহন, দুর্গামোহন। চন্দ্রমোহনের পুত্র—প্রিয়মোহন। দুর্গামোহনের পুত্র—যামিনীমোহন; যামিনীর পুত্র বিশ্বনাথ। শম্ভুনাথের দুই পুত্র—রামকানাই, কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহন তনয়—প্রসন্নমোহন, তার তনয় রমনীমোহন। রামকানাই চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র—কালীমোহন, গৌরীমোহন নিঃসন্তান। কালীমোহনের তনয় নন্দলাল, তার দুই পুত্র—ব্রজলাল, মাখনলাল। শিবানন্দের পুত্র—রামচন্দ্র, তার তনয়—গৌরীদাস, তার তনয়—কাশীচন্দ্র, তার তনয় চন্দ্রকান্ত, ইহাঁর দুই পক্ষে পাঁচ তনয়—প্রথম পক্ষে অম্বিকাচরণ, তার দুই তনয়—সুধীর, অধীর। দ্বিতীয় পক্ষে চার তনয়—বাঞ্ছারাম, পার্ব্বতী, দেবেন্দ্র, অপর্ণা। রামানন্দ, নিঃসন্তান। রামজীবন, রামনারায়ণ নিঃসন্তান। কাশীশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষে দুই তনয়—রামকৃষ্ণ, রামগোপাল চক্রবর্ত্তী। রামকৃষ্ণের দুই তনয়—রামকান্ত, রাধাকান্ত। রামকান্তের তিন তনয়—কৃষ্ণগোবিন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগোবিন্দ, হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। শ্রীগোবিন্দ নিঃসন্তান। কৃষ্ণগোবিন্দের তনয়—উদয়ানন্দ নিঃসন্তান। হরগোবিন্দের পঞ্চ তনয়—অভয়, নিঃ সঃ; নবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, কালীকমল তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকমল তর্করত্ন, রামকমল চক্রবর্ত্তী। নবচন্দ্র তর্কপঞ্চাননের পুত্র সারদাচরণ বিদ্যারত্ন তাহার দুই তনয় প্রভাতচন্দ্র, সতীশ। প্রভাতের তিন পুত্র—যোগেন্দ্র, হারাধন, ধীরেন্দ্র। সতীশের দুই পুত্র মণীন্দ্র, ধীরেন্দ্র। কৃষ্ণকমল তর্করত্নের দুই তনয়—মৃত্যুঞ্জয়, আশু। অপর তনয় নিঃসন্তান। রামগোপালের তনয় গোকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তার তনয়—কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাসের দুই তনয়—জগদ্বন্ধু, কালিকাপ্রসাদ। জগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তীর চার তনয়—জানকীনাথ, যদুনাথ, রজনীনাথ, গুরুনাথ। জানকীর পুত্র—কালাচাঁদ। যদুর দুই তনয়—মনোরঞ্জন, গোপাল, রজনী নিঃসন্তান। গুরুনাথের তনয়—ইন্দুভূষণ। কালিকাপ্রসাদের তিন তনয়—বৈকুণ্ঠনাথ, হরিনাথ, উপেন্দ্র। বৈকুণ্ঠের তনয়—বীরেশ্বর। বাণেশ্বর ন্যায়বাগীশের ষট্‌পুত্র—জগন্নাথ, রমানাথ, মথুরানাথ, লোকনাথ, রঘুনাথ, দীননাথ চক্রবর্ত্তী। জগন্নাথের দুই তনয়—রঘূত্তম রঘুচন্দ্র। রঘূত্তমের ছেলে দুর্গাদাস সেও নিঃসন্তান। রঘুচন্দ্রের ছেলে হরকান্ত, তার ছেলে আনন্দ, তার ছেলে কালীপ্রসন্ন বিদ্যানিধি। তাঁর তিন তনয়—গিরীন্দ্র, রাজেন্দ্র, নগেন্দ্র। রাজেন্দ্রের তনয়—হিমাংশু। রমানাথের দুই ছেলে কৃষ্ণরত্ন, রামরত্ন। কৃষ্ণরত্নের দুই ছেলে—ভৈরবানন্দ, গোলকানন্দ। ভৈরবানন্দের তনয়—গোবিন্দ তার দুই তনয়—দুর্গাচন্দ্র, উদয়চন্দ্র। দুর্গাচন্দ্রের তিন তনয়—নবীনচন্দ্র, বিজয়, শরচ্চন্দ্র। নবীনের তনয়—সুখময়। উদয়চন্দ্রের চার তনয়—কুলচন্দ্র, উমেশ, দীনেশ, ব্রজেশ। গোলকানন্দের তনয়—মহেশচন্দ্র, তার পক্ষদ্বয়ে তিন ছেলে—প্রথম পক্ষে রাধামোহন. দ্বিতীয় পক্ষে শশিমোহন, মনোমোহন। রাধামোহনের দুই তনয়—চিন্তাহরণ, শান্তিময়। শশীর দুই তনয়—ভুবনমোহন, যজ্ঞেশ্বর। মনোমোহনের দুই তনয়—চিত্তহরণ, নীহাররঞ্জন। রামরত্নের পুত্র কালিদাস, তৎ পক্ষদ্বয়ে চার পুত্র—প্রথম পক্ষে ব্রজনাথ, শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ। ব্রজনাথের তনয়—দক্ষিণা এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্ত। শ্রীনাথের তনয়—গিরিজাপ্রসন্ন, জগদীশ। গিরিজার তনয়—চন্দ্রশেখর, শশাঙ্ক। জগদীশের তনয় মনোরঞ্জন, রেণুধর। দ্বিতীয় পক্ষে দ্বারিকানাথ বিদ্যালঙ্কার, গুরুচন্দ্র। গুরুচন্দ্র দ্বারিকানাথ নিঃসন্তান। মথুরানাথের পঞ্চপুত্র সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, জ্ঞানানন্দ, হরানন্দ। পুর্ণানন্দের দুই তনয়—শম্ভুনাথ, বৈদ্যনাথ, শম্ভুনাথের পুত্র কালীচন্দ্র সকলই নিঃসন্তান। লোকনাথের দুই তনয় উমাশঙ্কর, শ্রীশঙ্কর উমাশঙ্করের পুত্র চন্দ্রনাথ তার দুই তনয় সীতানাথ, সতীনাথ। সীতানাথের পাঁচ তনয়—সত্যেন্দ্র, অমূল্য, শৈলেন্দ্র, রবীন্দ্র, গুণেন্দ্র। শ্রীশঙ্করের দুই তনয়—মাধব, কৃষ্ণমাণিক্য, মাধবচন্দ্রের দুই তনয়—ঈশানচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র। ঈশানচন্দ্র নিঃসন্তান। গিরিশচন্দ্রের চার ছেলে হরেন্দ্র, যোগেন্দ্র, নরেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র।

কৃষ্ণমাণিক্যের দুই পুত্র পূর্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্রের পুত্র দেবেন্দ্র। রঘুনাথের পুত্র কালীশঙ্কর নিঃসন্তান।

দীননাথের দুই পুত্র পুরুষোত্তম, গৌরীশঙ্কর। পুরুষোত্তমের পক্ষদ্বয়ে তিন পুত্র—প্রথম পক্ষে গঙ্গাদাস, রামকানাই চক্রবর্ত্তী। রামকানাই চক্রবর্ত্তী নিঃসন্তান। গঙ্গাদাসের পক্ষত্রয়ে দুই পুত্র—গোপাল, শ্যামাকান্ত,। শ্যামাকান্ত নিঃসন্তান। গোপালচন্দ্রের তিন পুত্র তারানাথ, গোপীনাথ, কুরুনাথ, রাধানাথ। গোপীনাথের তিন তনয় হরপ্রসন্ন, সুখপ্রসন্ন, করুণাপ্রসন্ন। কুরুনাথের তনয় বগলা। রাধার তনয় সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন। পুরুষোত্তমের দ্বিতীয় পক্ষে নীলমাধব তার তিন তনয়—কালীকিশোর, কাশীচন্দ্র, অক্ষয়কুমার। অক্ষয়কুমার নিঃসন্তান। কালীকিশোরের চার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, হরিশচন্দ্র, দুর্গাপ্রসন্ন, গুরুপ্রসন্ন। হরির দুই তনয় বিশ্বনাথ, নকুল। কাশীচন্দ্রের সুত—অনাথবন্ধু। অনাথের তনয়—হারাধন। গৌরীশঙ্করের পুত্র—বৃন্দাবনচন্দ্র তার পুত্র—অন্নদাচরণ, তার চার পুত্র—বিপিনচন্দ্র, প্রতাপ, শীতল, বলরাম। বলরামের দুই তনয় অরুণ, অনিল। ভরত চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র শ্যামরাঘব, শ্যামের পুত্র রামকিশোর, তার সুত রামকৃষ্ণ, তার সুত মৃত্যুঞ্জয় নিঃ সঃ। রাঘবেরপুত্র রুদ্ররাম তার চার সুত রামকিশোর, রামলোচন, কালীচরণ; গুরুচরণ সর্ব্বে নিঃ সঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দবংশীয় শ্রীযুক্ত রাধানাথ দেবশর্ম্মা-প্রেরিত

সর্ব্বানন্দদেবের মেহারের শাখা

দক্ষিণের বাটী

পূর্ব্বস্থলী হইতে সমাগত আদিপুরুষ

৺কাঞ্চনাচার্য্য ভট্টাচার্য্য ।

তার ছেলে বাসুদেব, তার ছেলে শম্ভুনাথ, তার ছেলে সর্ব্বানন্দ, তার ছেলে শিবনাথ, তার ছেলে হলধর, তার ছেলে যদুনাথ, তার ছেলে কবিকঙ্কন, তার ছেলে মদনমোহন, তার ছেলে ভট্টাচার্য্য, তার ছেলে রামনাথ, তার ছেলে হরিদেব, তার ছেলে কৃষ্ণানন্দ, তার ছেলে রামপ্রসাদ, তার ছেলে কালিকাপ্রসাদ, তার ছেলে গোবিন্দপ্রসাদ, তার সুত সাত জন। ১ম ছেলে দুর্গাপ্রসাদ, তার ছেলে শ্রীযদুনাথ শাস্ত্রী যোগবিদ্যাবিভূষণ। ২য় ছেলে শ্রীসীতানাথ, তার তনয় আদিনাথ, দীননাথ, প্রিয়নাথ। ৩য় ছেলে শ্রীগুরুপ্রসাদ নিঃসন্তান। ৪র্থ ছেলে শ্রীরাধানাথ, তার ছেলে হেমেন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ। ৫ম ছেলে শ্রীহরমোহন, তার ছেলে শ্রীসন্তোষ কুমার। ৬ষ্ঠ ছেলে শ্রীচন্দ্রমোহন, তার তনয় শ্রীবীরেন্দ্র, শ্রীনরেন্দ্র। ৭ম ছেলে ৺যোগেন্দ্রনাথ, তার ছেলে শ্রীত্রিপুরাচরণ।

উত্তরের বাটী

কবিকঙ্কনের ১ম ছেলে মদনমোহন, ২য় পুত্র শ্রীবল্লভ, তার ছেলে গোবিন্দরাম, তার সুত রাজারাম সিদ্ধান্ত, তার সুত রামোত্তম, তার ছেলে গঙ্গাপ্রসাদ, তার সুত, চন্দ্রনাথ, তার ছেলে দুইটী ১ম ছেলে রামকানাই, ২য় ছেলে জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ, রামকানাইয়ের ছেলে পাঁচটী ১ম শ্রীদক্ষিণারঞ্জন, ২য় শ্রীযোগেন, ৩য় ৺নিবারণ ৪র্থ শ্রীঅতুল, ৫ম শ্রীঅখিল। ৺জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশের পাঁচটী ছেলে ১ম ৺অনাথ বন্ধু, ২য় শ্রীআসন্ন বন্ধু, ৩য় শ্রীক্ষীরোদ বন্ধু, ৪র্থ শ্রীকুমুদ বন্ধু, ৫ম শ্রীবিনোদ বন্ধু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দ বংশীয় শ্রীযুক্ত জানকীমোহন ভট্টাচার্য্য, কর্ত্তৃক প্রেরিত।

সর্ব্বানন্দ বংশের

আয়নাতলী শাখা।

বহুশতাব্দিপূর্ব্বে, বৌদ্ধধর্ম্মের কঠোর নিষ্পেষণে বঙ্গের সুবিমল ঋষিধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইতে চলিল। জীবজগতে কাহারও পৌত্তলিক উপাসনাদিতে আস্থা রহিল না। ব্রাহ্মণাদি ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিপুত্রগণ স্বজাত্যুক্ত শ্রুতি স্মৃত্যাদি ক্রিয়া হইতে বিচ্যুত হইয়া, ঘোর তিমিরাবৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মকূপে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধের করাল কবল হইতে কাহারও নিস্কৃতির আশা থাকিল না। এবম্বিধ ধর্ম্মসাম্রাজ্যে নব যুগের আবির্ভাব দেখিয়া, স্বধর্ম্ম নিষ্ঠগণ-বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। দেশময় অশান্তি প্রবাহ, তর তর রবে বিধর্ম্মির বিজয় গীতি গাহিয়া প্রবাহিত হইল। তৎ সময় বঙ্গাধিপতি সেন বংশীয় রাজা শূরসেন, (আদিশূর) আর্য্যর্ষি ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার মানসে, কান্যকুব্জ (কান্যকাশ্রম) হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দর নামধেয়, মহর্ষি কল্প পাঁচটি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ স্বকীয় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। সে সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উল্লিখিত ধরামরেন্দ্র বংশধরগণ, বঙ্গীয় রাঢ় বরেন্দ্রাদি স্থানে স্ব, স্ব গৌরবে কালাতিপাত করিতেছেন। কেহ বলেন উক্ত ভূদেবগণ, রাজসন্নিধান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তদীয় সমাজাধিপতিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত না হওয়ায় পুনর্ব্বার বঙ্গভূমিতে আগমন করেন। ইহারা আসিলে তথা হইতে আরও ৭৫০ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল, ইহা জনশ্রুতি। যাহা হউক ইহা আমার আলোচ্য নহে। যাহা লিখিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছি এখন তদ্বিষয় অনুসরণ করিব। কথিত পঞ্চাশত্তম মহর্ষিপ্রতিম দক্ষেরসন্তানগণ রাজকুল ধুরন্ধর বল্লালসেনের রাজত্ব সময়ে কৌলিন্য বন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আখ্যান্বিত কুলিন ও পাকর্ষি পদবী বিশিষ্ট শ্রোত্রীয় নামে বিভক্ত হন। শেষোক্ত পাকর্ষি বংশীয় তাপসপ্রবর মহাত্মা **কাঞ্চনাচার্য্য** রাঢ়ভূমির নবদ্বীপ ও কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তিনী ভাগীরথী-তীরস্থা পূর্ব্বস্থলী নগরীতে বাসভবন নির্ম্মাণ করণানন্তর তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া, তদীয় বংশধর সর্ব্বগুণ সম্পন্ন **বাসুদেব** ভট্টাচার্য্যকে সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি সমর্পণ পূর্ব্বক অনন্তময়ের অনন্তধামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাসুদেব স্বকীয় পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যাদি সম্পন্নান্তে ঐহিক বিষয়-সম্পত্ত্যাদি নশ্বর মনে করিয়া, আত্ম-সাক্ষাৎকার মানসে স্বীয় গুরূপদিষ্ট বৈধোপাসনাদিতে জীবনের প্রায় তৃতীয়াংশ তথায় অবসান করিয়াছিলেন। পরে দৈবোপদেশ বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক পত্নী ও **শম্ভুনাথ** নামক পুত্র এবং পূর্ণানন্দ ভৃত্য সমভিব্যাহারে পূর্ব্ববঙ্গীয় মেহারাধিপতি দাসরাজাশ্রয়ে, মাতঙ্গাশ্রম সন্নিহিত স্থানে কুটীর স্থাপন করিলেন। তথায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গত হইল, তখন বাসুদেব অভীষ্ট লাভ ভবিষ্যৎ বোধে তপশ্চর্য্যাদি দ্বারা নিজ ভৌতিক শরীর পরিহার পূর্ব্বক শম্ভুনাথাত্মজ সর্ব্বানন্দরূপে অবতীর্ণ হইলেন। শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের আগমাচার্য্য গঙ্গেশ ও গদাধর নামে আরও পুত্র ত্রয় ছিল, তাঁহাদের বংশাবলীর বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বর্ণিত সর্ব্বানন্দই বাঙ্গালায় সর্ব্ববিদ্যা নামে পরিচিত, ইনিই তপঃপ্রভাবে বিশ্বজননীর দশবিধরূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। "সর্ব্বোল্লাস" নামক তন্ত্র সংগ্রহ ও এই মহাত্মারই বহুদর্শিতার ফল, উক্ত সিদ্ধ পুরুষের পত্নী বল্লভাদেবী। তৎ-সময়ও ইহাদের উদ্বাহাদি ক্রিয়া (আদানপ্রদান) রাঢ়দেশে ছিল। উক্ত সর্ব্বানন্দের পুত্র **শিবনাথ** ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। এই মহাত্মাই সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী নামক সিদ্ধপুরুষের জীবন চরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শিবনাথের পুত্র **যদুনাথ,** ইহাঁর আত্মোৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিদর্শন না থাকিলেও তন্ত্র শাস্ত্রে যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেহ বলেন শিবনাথের পুত্র হলধর, তৎপুত্র যদুনাথ, যদুনাথের পুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উমাশঙ্কর, কবিকঙ্কন, রামরমন ও আনন্দ নামক চার পুত্র উৎপন্ন হয়। যদুনাথের তৃতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ছিল্ল এইরূপ শুনা যায় কিন্তু তাহার হৃদয়গ্রাহি কোন বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। উল্লিখিত পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম উমাশঙ্কর নিঃসন্তান, দ্বিতীয় কবিকঙ্কনের বংশাবলী এখনও মেহারে অবস্থান করিতেছে। তৃতীয় রামরমন ও চতুর্থ আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ বৌদ্ধাশ্রমের জমিদার বর্গের যত্নাতিশয়ে মেহার পরিত্যাগ করিয়া ডাকাতীয়া নদীর উপকূলস্থ উঘরিয়া গ্রামে বাস ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় কিয়দ্দিন গত হইলে, কথিত রামরমন কালকবলে কবলিত হন, তৎ সময় জমিদারগণের নিষ্পীড়নে হতমনোরথ হইয়া উল্লিখিত তর্কবাগীশ মহোদয় ভ্রাতষ্পুত্র **রতিদেব** তর্কসিদ্ধান্ত ও স্বীয় পুত্র **শ্রীরমণ, শ্রীরাম, রামচন্দ্র, লক্ষণ এবং ভরত** সমভিব্যাহারে পাটিকারাস্থ আগানবাব বংশীয় জমিদারের অধীনে আয়নাতলী গ্রামে নূতন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। উল্লিখিত স্থানে কিছু দিন অবস্থান করিয়া পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ তর্কবাগীশ ভুলুয়াস্থ সোমপাড়ায় উপস্থিত হইলেন।

রতিদেব তর্কসিদ্ধান্ত স্বনামখ্যাত সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইহাঁর কাশীকান্ত প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠানুক্রমে ৪ পুত্রই উৎকট উপাসনায় ইহলোক হইতে অপসৃত হন। কনিষ্ঠাত্মজ **রামনারায়ণের কাশীরাম, কৃষ্ণরাম, রুদ্ররাম ও গজেন্দ্রদেব** নামক ৪ চার পুত্র; ইহারা সকলেই কৃতবিদ্য ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ছিলেন। কাশীরাম প্রভৃতি পুত্রত্রয় বিদ্যাবাগীশ ন্যায়পঞ্চানন ও ন্যায়ালঙ্কার, উপাধি গ্রহণ করেন, গজেন্দ্রদেবের কোন উপাধি শুনা যায় না।

কাশীরামের পুত্র শ্রীনারায়ণ তৎ পুত্র রামচন্দ্র হরিনাথ, গঙ্গেশ্বর। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র নিঃসন্তান, তৎ সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী, ইনিই স্বামীর সহিত অনুমৃতা হন। **হরিনাথের ভৈরবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র নামক পুত্র ত্রয়।** উক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিনাথ ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত বৃদ্ধাবস্থায় আয়নাতলীস্থ বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া মেহারের অন্তঃপাতি পাথরি গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভৈরব ও কণিষ্ঠ মাধব নিঃসন্তান। কৃষ্ণচন্দ্র হইতে তৎ পুত্র গঙ্গাচন্দ্র তৎপুত্র শরৎ তৎ পুত্র বিজয়, বসন্ত ও হেমন্ত। উক্ত বিজয়ের প্রাণকৃষ্ণ ও গোপালকৃষ্ণ পুত্র দ্বয় বর্ত্তমান। গঙ্গেশ্বর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তর্কলঙ্কার উপাধি লাভ করেন এবং তন্ত্র শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হন। তাঁহার গুরুচন্দ্র ও উদয়চন্দ্র নামক পুত্র দ্বয়। উদয়চন্দ্র নিঃসন্তান। গুরুচন্দ্রের গিরীশ ও কৈলাশ দুই তনয়। কৈলাশের পুত্র দ্বয় রমেশ ও সুরেশ বর্ত্তমান। গিরীশ অদ্যাবধি নিঃসন্তান।

কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চাননের রমানাথ, লোকনাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং বলরাম নামক ৪ চার তনয়, রমানাথ বংশহীন। লোকনাথের তনয় কৃষ্ণকান্ত, তার তনয় দুর্গা-প্রসাদ; ইনি শৈশবাবস্থায় অভিভাবকহীন হইয়া বিক্রমপুরস্থ শিষ্যগণের আগ্রহাতিশয্যে তত্রত্য বাণিখাড়া গ্রামে স্বসম্মানে কালাতিপাত করেন; তার পুত্র অম্বিকাচরণ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের তনয় হরিনারায়ণ, তার তনয় শম্ভুনাথ ও ভোলানাথ। শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য বাক্‌সিদ্ধা ছিলেন, নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হন।

ভোলানাথের নবকুমার ও গোলোক নামক দুই তনয়, নবকুমার মধ্যবয়সে হীনাপত্যাবস্থায় ইহধাম হইতে অপসৃত হন। গোলোক তিন কন্যা রাখিয়া ৭২ বৎসর বয়সে মানব শরীর অপহার করিয়াছেন। উল্লিখিত বলরামের তনয় মথুরানাথ ও গঙ্গাপ্রসাদ। মথুরানাথের তনয় ভবানীশঙ্কর, কৃষ্ণশঙ্কর। ভবানীশঙ্কর তন্ত্র শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কৃষ্ণশঙ্করের বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলেও সাধু এবং সরলচেতা ছিলেন যে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। মথুরানাথ বার্দ্ধক্যাবস্থায় দুই তনয় সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত পাথরী গ্রামে জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করেন। ভবানীশঙ্কর তনয় কাশীচন্দ্র, ইনি তন্ত্র শাস্ত্রে তন্ত্রভূষণ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক নানা স্থানে সমধিক যশোলাভ করিয়াছিলেন; তার তনয় অন্নদাচরণ ও তার তনয় আশুতোষ বর্ত্তমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণশঙ্করের ঈশ্বর, হরিশ্চন্দ্র, দুই তনয়, ইহারা উভয়ই সৎস্বভাব সম্পন্ন। ঈশ্বরের তনয় অম্বিকাচরণ, শ্যামাচরণ। অম্বিকাচরণের তনয় দেবেন্দ্রকুমার। হরিশ্চন্দ্রের তনয় সারদাচরণ তার তিন তনয় দীনেশ, রত্নেশ্বর ও সুরেশ বর্ত্তমান। পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাপ্রসাদ হইতে কালিদাস, ইনি অভিভাবকহীনাবস্থায় শ্বশুরের প্ররোচনা বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া স্ববারের অন্তর্গত পাথরী গ্রামে শ্বশুর ভবনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তার দুই তনয় আনন্দ ও কাশী ; আনন্দের তনয় অতুল। কাশীর দুই তনয় আশুতোষ ও অবিনাশ।

বর্ণিত রুদ্ররাম ন্যায়ালঙ্কারের রামগোবিন্দ, অনন্তরাম ও মহাদেব নামক পুত্র ত্রয় ; রামগোবিন্দ যৌবনের প্রারম্ভেই বিষয়াভিলাষী হইয়া তৎ সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। তার পুত্র রামরত্ন, তার তনয় গঙ্গাদাস, গঙ্গাদাস হইতে কালীকুমার কৃষ্ণকুমার, রামকুমার জন্মগ্রহণ করেন। কালীকুমার, কৃষ্ণকুমার কৈশোরাতিক্রম করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রামকুমারের তনয় বিপিন, কৈলাস কৈশোরে কৈলাশ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। বিপিনের তিন তনয় যতীন্দ্রমোহন ও হারাণ, অমূল্যচরণ বর্ত্তমান।

অনন্তরাম শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক সার্ব্বভৌম উপাধিলাভে গৌরবান্বিত ও স্বীয় জীবনের উৎকর্ষতা সম্পাদনে শক্ত হইলেন। তার তনয় কাশীশ্বর, ঈশ্বর. সদানন্দ প্রভৃতি তিন জন নিঃসন্তান ; রামলোচনের তনয় রামকানাই। ইনি ইষ্ট সাধনে আশাভ্রষ্ট হইয়া ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছিলেন। কিন্তু অনেক সময় বহুবিধ অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। তার তনয় জগচ্চন্দ্র নিঃসন্তান।

পূর্ব্বোক্ত মহাদেব সর্ব্বমঙ্গলালয় মহাদেবের ন্যায় কৈশোরেই প্রিয়দর্শন ও বিষয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং যৌবন প্রারম্ভে তপশ্চর্য্যাদি দ্বারা অতুল শক্তি সম্পন্ন হইলেন। তিনি সর্ব্বদা যাগাদি সৎক্রিয়ানুষ্ঠানে মানব-জগতে বিপুল কীর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক তদীয় পুত্র হরিশঙ্কর, গৌরীশঙ্কর ও কালীশঙ্কর সসখ্যে মুমুক্ষুলভ্য শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণিত হরিশঙ্কর কৈশোর অতিবাহিত করিতে না করিতেই স্বীয় বুদ্ধিবলে প্রতাপান্বিত এবং ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন ও অচীরকাল মধ্যেই প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া বাসভবনে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিলেন। পরে নিজ ক্ষণভঙ্গুর শরীর পতনোন্মুখ মনে করিয়া স্বকীয়াত্মজ দুর্গাদাস, গুরুদাস, কৃষ্ণদাস ও ঈশ্বর দাসকে সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ পূর্ব্বক পুরুষোত্তম ধামে ভগবানের সারূপ্যলাভে কৃতার্থ হইলেন।

উক্ত দুর্গাদাস, গুরুদাস মধ্য বয়সে উৎকট রোগে মৃত্যু শয্যায় চিরনিদ্রিত হইল ঈশ্বর দাস ও অকালে সর্ব্বভূক কালের বিকট দংষ্ট্রায় চর্ব্বিত হইতে বাকি থাকিলনা কৃষ্ণদাস পিতৃ সম্পত্তির সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন এবং অতি সুদক্ষতার সহিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদি অব্যাহত রাখিয়া অত্যুজ্জলতমঃ সতন্ত্রকল্প আনন্দ, প্রসন্ন নামক পুত্ররত্নদ্বয় সন্নধানে স্বীয় ক্ষণবিধ্বংসি শরীর পরিত্যাগ করিলেন। বর্ত্তমান আনন্দের ৪টী পুত্র মনোমোহন, অবনীমোহন, অনন্তমোহন, যতীন্দ্রমোহন ও অনঙ্গ মোহন নামক ৫ পুত্র। অনঙ্গ মোহন যৌবনেই অপরিণীতাবস্থায় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। মনোমোহনের এক পুত্র প্রফুল্ল; অবনী মোহনের পুত্র ললিত মোহন। প্রসন্নের দ্বারকা নাথ, যদুনাথ, ও সতীশ পুত্রত্রয়ের মধ্যে যদুনাথ পরিণিতাবস্থায় ও সতীশের যৌবনের মধ্যভাগে পিতাকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া ধরাধাম হইতে অপসৃত হয়। দ্বারকানাথের পরেশ নাথ, আদি-নাথ, হেরম্বনাথ ও রবীন্দ্রনাথ পুত্র চতুষ্টয় পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। গৌরী শঙ্কর সুবুদ্ধিমান পুরুষ ছিলেন কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

কাশীশঙ্কর স্বধর্ম্মানুরাগী শান্ত এবং স্বজন প্রিয় ছিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে মধ্য বয়সেই বিপুল অর্থের অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রধীমান ঈশান চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রযত্নে অচিরকাল মধ্যে প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হইলেন। পরে প্রাচীন বয়সে অন্তিম সময় সন্নিহিত বোধে কনিষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্র কাঁশী চন্দ্রকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসভবন রক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রও ভৃত্যাদির সহিত নৌকা যোগে বারাণসী যাত্রা করিলেন। পথে বহুদিন অতিবাহিত হইলে, রাজমোহনের সমীপবর্ত্তী সর্ব্ব কল্মষ-হারিণী পূততোয়া ভাগীরথীর পবিত্র ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন কিছুকাল পরে প্রোক্ত ঈশান চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতৃত্যক্ত বাস ভবনে ভ্রাতৃদ্বয়কে রাখিয়া স্বীয় বাসোপযোগী নূতন বাটী প্রস্তুত করতঃ তথায় অপ্রতিহত গৌরবে বৈধ ক্রিয়াদি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তদীয় দয়া দাক্ষিণ্যাদিগুণে উত্তরোত্তর প্রতিভাবিস্তার হইতে লাগিল, শত্রুকুল দিবা দীপালোকের ন্যায় ক্ষীণপ্রভ হইল। তিনি ক্ষমতা বলে আরও ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে জীবনের তৃতীয় পাদ অতিক্রান্ত হইলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীন চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর সংসারের সমস্ত ভার ন্যস্ত রাখিয়া অপর পুত্র কালীকমল, পূর্ণচন্দ্র, কুলচন্দ্র ও চন্দ্র কুমার এবং উক্ত ষষ্ঠ পুত্রের সম্মুখে ১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসে কিঞ্চিদধিক ৬১ বৎসর বয়সে মানব জীবনের চির বিশ্রাম লইলেন।

উল্লিখিত নবীন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সর্ব্ব বিষয় সুদক্ষ ধীমান এবং তন্ত্র-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত, হৃত সর্ব্বস্ব, এবং অপত্যবিহীন কালীকমলও পুত্রহীনাবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করেন। পূর্ণচন্দ্র হরমোহন, রাজমোহন ও চন্দ্রমোহন নামক পুত্রত্রয় রাখিয়া ১৩০৭ সালের ২রা মাঘ তারিখে ৪৮ বৎসর বয়সে অতিসার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হরমোহনের পুত্র সতীন্দ্র মোহন, ধীরেন্দ্র মোহন, বীরেন্দ্র মোহন। কুলচন্দ্রের পুত্র নবীন মোহন, হরিমোহন, ও শশিমোহন বর্ত্তমান। চন্দ্র কুমারের জানকী মোহন, নীরদ মোহন পুত্রদ্বয়। উক্ত জানকী মোহনের প্রমথ নাথ নামক এক পুত্র বর্ত্তমান।

বর্ণিত হরচন্দ্র অল্প বয়সেই বায়ুরোগগ্রস্থ হন তৎপুত্র শ্রীনাথ, কালীনাথ। শ্রীনাথের প্রিয়নাথ, সীতানাথ ও কেদার নাথ নামক পুত্রত্রয়। কালীনাথের হরিনাথ, বিশ্বনাথ পুত্রদ্বয় বর্ত্তমান।

পূর্ব্বোক্ত গজেন্দ্রদেবের পুত্রদ্বয় রাম হরি ও রামনাথ। রাম হরির মৃত্যুগ্রস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনঞ্জয়, রামজয়, এবং কৃষ্ণজয় নামক চার পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণজয় ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তর্ক পঞ্চানন উপাধি প্রাপ্ত হন; মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি ভ্রাতাত্রয় বংশহীন অবস্থায়ই মৃত্যুর অনুশরণ করিল; কৃষ্ণজয়ের কালীচন্দ্র, শিবচন্দ্র পুত্রদ্বয়। শিবচন্দ্র অপ্রাপ্ত যৌবনেই প্রপঞ্চ জগৎ হইতে অপসৃত হইল; কালীচন্দ্রের পুত্র দুর্গাচন্দ্র, গোবিন্দ। দুর্গাচন্দ্র কৈশোরে শরীর অপহার করিয়াছিল, গোবিন্দের পুত্র দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্র, হরেন্দ্র, সুধীর বর্ত্তমান। দেবেনের ছেলে কালীপদ।

রামনাথের রাম কেশব ও রামচন্দ্র নামে পুত্রদ্বয়, রামনাথ পিতৃবাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া তৎ সমীপস্থ কোঁয়ার গ্রামে পুত্রদ্বয়ের সহিত বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। রাম কিশোরের পুত্র ৺কাশীনাথ, বৈদ্যনাথ, শিবনাথ ও শ্রীনাথ। শ্রীনাথ, শিবনাথ কাশীনাথ অপত্যহীন। বৈদ্যনাথের পুত্র উমানাথ, তৎপুত্র ব্রজনাথ, গুরুনাথ, হরনাথ, রাধানাথ,। ব্রজনাথ ব্যাকরণ এবং কাব্য অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করিয়াছে। ব্রজনাথের পুত্রদ্বয় অনাথবন্ধু ও দীনেশচন্দ্র। অনাথের ছেলে হেরম্ব। গুরুনাথ পরিণীতাবস্থায় মৃত্যুশয্যা শায়িত। হরনাথ, স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতি তীর্থ উপাধি লাভ করিয়াছে। তাহার পুত্রদ্বয় আশুতোষ ও হরি। রাধানাথের আসন্ন বন্ধু, হরি বন্ধু জগৎ বন্ধু, কৃষ্ণ বন্ধু ও কালী বন্ধু এই পুত্র ৫টী। রামচন্দ্র হইতে কমলাকান্ত, কমলাকান্ত শৈশবে পিতৃমাতৃ হীন হইয়া শিষ্য কর্ত্তৃক লালিত হন; পরে প্রাপ্ত বয়সে পরিমিত অর্থ ও ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র গোপাল চন্দ্র একমাত্র কন্যা রাখিয়া গঙ্গা তীরে জীবন বিসর্জ্জন করিলে কয়েক বৎসর পরে প্রোক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন করিয়াছেন।

সর্ব্ববিদ্যাবংশীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রেরিত চাটের সঙ্গে মিলাইয়া

তায়নাতলী শাখা

ছাপা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দবংশীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ তর্কতীর্থ-প্রেরিত।

সর্ব্বানন্দদেবের সাবাজপুরের শাখা।

শ্রীসর্ব্বানন্দ সর্ব্ববিদ্যা। তাঁর ২ স্ত্রী মেহারে বল্লভা, তাঁর গর্ভজাত শিবনাথ; সেনহাটিতে গৌরী তাঁর গর্ভজাত শিবানন্দ। শিবনাথ, (মেহার) শিবানন্দ, (সেনহাটি) শিবানন্দের তনয়—জয়ানন্দ (বিখ্যাত পূর্ণানন্দ) জয়ানন্দের তনয়—জানকীবল্লভ গুর্ব্বাচার্য্য। ইনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। কেদার রায়ের বাড়ীতে অবিশ্বাসী শিষ্যের বিশ্বাসের জন্য কালী মায়ের পদে কুশীর আঘাতে রক্ত দেখাইয়া ছিলেন এবং ১২ বৎসর জলস্তম্ভ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। জানকীর তনয় রমাকান্ত। রমাকান্তের দুই তনয় রতিকান্ত, কাশীনাথ বিদ্যানিধি। রতিকান্তের তনয়—রামনাথ গুরু চক্রবর্ত্তী, বিশ্বেশ্বর (নিবাস ঘাটভোগ)। কাশীনাথ বিদ্যানিধি নিঃ সঃ। বিশ্বেশ্বরের তনয়—রুদ্ররাম। রুদ্ররামের তনয়—রামরাম। রামরামের দুই তনয়—বীরেশ্বর কালী শঙ্কর। বীরেশ্বরের তিন তনয় রামলোচন, পদ্মলোচন, রামকৃষ্ণ। কালীশঙ্কর নিঃ সঃ। পদ্মলোচনের তিন তনয়—কালীকুমার, চন্দ্রনাথ, উমাচরণ। রামকৃষ্ণের তনয়—কাশীচন্দ্র নিঃ সঃ। রামলোচন নিঃ সঃ। কালীকুমারের তিন তনয়—আশুতোষ, ফটিক, তারক। চন্দ্রনাথ নিঃ সঃ। উমাচরণের তনয়—কেদারনাথ, ভগবতী।

রামনাথ গুরু চক্রবর্ত্তীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়—কাশী নরেশের অধিনায়কত্বে ৺কাশীধামে বারওয়ারি শ্যামা পূজা হয়। পূজক ঐ। রামনাথ গুরু চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতিরিক্ত মদ্যাদি পান করিয়াই পূজাশেষ করেন, ইহাতে সকলেরই পূজায় অবিশ্বাস হয়। পরদিন ঐ প্রতিমা বিসর্জ্জন কালে কেহই মূর্ত্তি চালনা করিতে না পারিয়া অনন্যো পায় হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে পূজকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঘটনা বিবৃত করায় পূজক গঙ্গামধ্যে ত্রিকোণ করতঃ সংহার মুদ্রা করিয়া এইক্ষণ মূর্ত্তি চালনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারিবে বলিয়া বার্ত্তাবহকে বিদায় করেন, ফলে তাহাই হয় সেজন্য সকলেরা বিশেষ পূজাভাজন হইয়াছিলেন।

রামনাথের চার তনয়—রঘুদেব বিদ্যাবাগীশ, (ঘাটভোগ) মাধবেন্দ্র তর্কপঞ্চানন, রাঘবেন্দ্র কবিশেখর, যাদবেন্দ্র তর্কভূষণ। রঘুদেবের তিন তনয়—কামদেব, হরিদেব, শুকদেব। কামদেবের চার তনয়—রামদেব, মহাদেব, শিবদেব, বাসুদেব। হরিদেব ও শুকদেব নিঃ সঃ। শিবদেবের তনয়—গঙ্গাপ্রসাদ। বাসুদেবের দুই তনয়—ভবানীপ্রসাদ, তারিণীপ্রসাদ। রামদেব ও মহাদেব নিঃ সঃ। গঙ্গাপ্রসাদের তনয়—রামচন্দ্র। ভবানী প্রসাদের তিন তনয় রাজচন্দ্র, নন্দকুমার ঈশান নিঃ সঃ। তারিণী প্রসাদের দুই তনয়- রামধন, ঈশ্বর নিঃ সঃ। রামচন্দ্রের চার তনয় - শ্রীনাথ, কালীনাথ, ভোলানাথ নিঃ সঃ। জানকীনাথ। রাজচন্দ্রের তনয়—কালাচাঁদ। নন্দকুমারের তনয়—আনন্দ। শ্রীনাথের তনয়—পঞ্চানন নিঃ সঃ। কালীনাথের দুই তনয় কৈলাস চূড়ামণি। পরেশনাথ নিঃ সঃ। জানকীনাথের দুই তনয়—প্রিয়নাথ, বিজয়নাথ নিঃ সঃ। কালাচাঁদের সাত তনয় দীননাথ, গৌরীনাথ, দুর্গানাথ, পূর্ণচন্দ্র, সীতানাথ, কেদার, প্রিয়নাথ ইহাদের ছেলের নাম পাই নাই। আনন্দের তনয় ত্রৈলোক্যনাথ যামিনীনাথ। কৈলাসের দুই তনয়—বীরেশনাথ, সুরেশনাথ সিদ্ধান্ত এম্ এ।

মাধব তর্কপঞ্চানন, (বেন্দা)। মাধবের তিন তনয়—রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ নিঃ সঃ, রামনারায়ণ। রামনারায়ণের তনয়—রামশঙ্কর। রামশঙ্করের তিন তনয়—রাজচন্দ্র, শিবচন্দ্র ইনি অলৌকিক যোগ-শক্তি-সম্পন্ন সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। খড়ম পায়ে জলের উপর বিচরণ করিতে পারিতেন। জয়চন্দ্র, (মৃত পুত্রক) রাজচন্দ্রের তনয়—ভগবান,। শিবচন্দ্রের তিন তনয়—ঈশান, গোলোক, গৌর। ভগবানের তনয়—জগচ্চন্দ্র। ঈশানের তিন তনয় কাশী, মধুসূদন, শশিভূষণ, (মৃতপুত্রক)। গোলোকের তিন তনয়—আশুতোষ, সতীশ, গণেশ। গৌর নিঃ সঃ। জগচ্চন্দ্রের তনয়—রজনীকান্ত। মধুসূদনের চার তনয়—সুরেশ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষিতীশ, জ্যোতিষ, যোগেশ। শশিভূষণের তনয়—শশাঙ্কভূষণ। আশুতোষের তিন তনয়—তারাবিলাস, কালীবিলাস, হরিবিলাস। সতীশের তিন তনয়—গুরুবিলাস, যোগবিলাস, রমাবিলাস। গঙ্গেশের তিন তনয়—রমেশ, কমলেশ, বিমলেশ। রজনীকান্তের ৪টি তনয়—নিরদা, বিরজা, মান্দা, রমণী। নরেশের তনয় নরেশ। শশাঙ্কভূষণের তিন তনয়- শান্তি, কান্তি, শক্তিভূষণ। ক্ষিতীশ, জ্যোতিষ ও যোগেশ সকলই নিঃ সঃ।

যাদবেন্দ্র তর্কভূষণ (নিবাস বেন্দা)। যাদবেন্দ্রের দুই ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণ, রামচন্দ্র। লক্ষ্মীনারায়ণের ছেলে বীরেশ্বর (পাদুকা সিদ্ধ অন্নত্যাগী সাধক)। রামচন্দ্র নিঃ সঃ। বীরেশ্বরের দুই ছেলে কালীনাথ নিঃসন্তান, নন্দদুলাল। নন্দদুলালের পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথের দুই ছেলে, গুরুনাথ. মহাদেব। গুরুনাথের দুই ছেলে, ব্রহ্মানন্দ, বিষ্ণুচরণ। মহাদেবের চার ছেলে, বলরাম তর্করত্ন অন্নদা, কেশব, শরৎ, সকলেই নিঃসন্তান। ব্রহ্মানন্দের সতীশাদি ছেলে চারটী। বিষ্ণুচরণের এক ছেলে পিতাসহ বর্ত্তমান।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখর (নিবাস সেনহাটি)। রাঘবেন্দ্রের ৫টী ছেলে, হরিরাম তর্কবাগীশ, রামগোপাল, রামশরণ, রামজীবন বিদ্যারত্ন, রামানন্দ কণ্ঠাভরণ। হরিরামের ছেলে রূপরাম। রা.গোপালের ছেলে কৃষ্ণরাম। রামশরণের ৫টী ছেলে, দুর্গারাম, বিষ্ণুরাম, গোবিন্দরাম, রা চন্দ্র, শিবচন্দ্র। রামজীবনের তিন ছেলে, রামমোহন, রঘুরাম, রামপ্রসাদ। রামানন্দের দুই ছেলে, দুর্গাপ্রসাদ, কৃষ্ণকান্ত। রূপরামের তিন ছেলে, গঙ্গারাম, কাশীরাম, রঘুনন্দন। কৃষ্ণরামের ছেলে ভবানীপ্রসাদ। বিষ্ণুরামের তিন ছেলে, রঘুনাথ, হরিনাথ, ভবানীনাথ। দুর্গারাম, গোবিন্দরাম, রাম, সকলই নিঃসন্তান। রামপ্রসাদের ৪টী ছেলে কৃষ্ণকান্ত, রামজয়, কন্দর্প, শম্ভু। রামমোহন ও রঘুরাম নিঃ সঃ। দুর্গাপ্রসাদের ২টী ছেলে রাধাগোবিন্দ, জয়গোবিন্দ। কৃষ্ণকান্ত নিঃ সঃ। গঙ্গারাম কাশীরাম রঘুনন্দন সকলই নিঃ সঃ। ভবানীপ্রসাদের ২টী ছেলে কালী ও ধনঞ্জয়। রঘুনাথের ছেলে জগন্মোহন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিনাথের তনয় রামকিশোর। ভবানীর ছেলে দেবনাথ. কৃষ্ণকান্তের ২টী ছেলে ভরত ও শরৎ। রামজয়ের ছেলে দিগম্বর। কন্দর্পের ২টী ছেলে গোরাচাঁদ, মদন। শম্ভু নিঃ সঃ। রাধাগোবিন্দের তনয় সৃষ্টিধর। জয়গোবিন্দের তনয় বংশীধর। কালীর ছেলে দীনবন্ধু। ধনঞ্জয়ের ছেলে পূর্ণ। জগমোহন ও রায়কিশোর সকলই নিঃ সঃ। দেবনাথের ৫টী ছেলে রজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন, পূর্ণ, অমৃতলাল, অশ্বিনী ও আশুতোষ। ভারত ও শরৎ সকলই নিঃ সঃ। দিগম্বর নিঃ সঃ। গেরাচাঁদের ছেলে দীনতারণ। সৃষ্টিধরের ২টী ছেলে অম্বিকা, তারিণী। বংশীধর নিঃ সঃ। দীনবন্ধু ও পুর্ণ নিঃ স। রজনীকান্ত, পূর্ণ, অমৃতলাল, অশ্বিনী, আশুতোষ সকলই নিঃ স। দীনতারণ নিঃ স। অম্বিকার ছেলে শশিশেখর। তারিণীর ২টী ছেলে বিজয়, দীনবন্ধু।

টীপ্প—রজনীকান্তাদি কয়েক ভ্রাতা বর্ত্তমান, পুত্রগণের নাম অজ্ঞাত।

——:*:——

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রেরিত

বরিশাল উত্তর সাহবাজপুরের সর্ব্ববিদ্যার শাখা

পূর্ব্বস্থলীনিবাসী ৺বাসুদেব ঠাকুর। তার ছেলে শম্ভু ঠাকুর তার ছেলে সর্ব্বানন্দ ঠাকুর, তার তনয় শিবনাথ, তার ছেলে প্রাণবল্লভ ঠাকুর। প্রাণবল্লভের তিন ছেলে রাম, কৃষ্ণজীবন, রামেশ্বর। রামের ৫টী ছেলে রামকৃষ্ণ, ০ রামনাথ, কাশীনাথ ০ দুর্গরাম, কৃষ্ণদেব। রামকৃষ্ণের ২টী ছেলে শ্রীধর, রামদাস। শ্রীধরের ৬ ছেলে হরেকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, মাণিকচাঁদ, হরিপ্রসাদ, সোনারাম, কৃষ্ণপ্রসাদ সকলই নিঃসন্তান। রামদাসের ৫টী তনয় রামজয়, গঙ্গাপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, বিষ্ণুপ্রসাদ ও রুদ্রপ্রসাদ সকলই নিঃ সঃ। রামচন্দ্রের ছেলে রামনাথ তাহার ২টী ছেলে রামদেব, কাশীনাথ। রামদেবের তিন ছেলে জগন্নাথ, শিবনাথ, বৈদ্যনাথ। জগনাথের তনয় গঙ্গাজীবন। শিবনাথের তনয় উদয়চাঁদ। বৈদ্যনাথ নিঃ স। রামনাথের ছেলে কাশীনাথ তার ২টী ছেলে কালীশঙ্কর, ভবানী শঙ্কর। ভবাণীশঙ্করের ২টী ছেলে শিব, মহেশ দুই নিঃ সঃ। কালীশঙ্কর নিঃ সঃ। রামের ছেলে দুর্গারামের ৩টী ছেলে দেবপ্রসাদ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণগোবিন্দ, সুধারাম। সুধারামের ২টী ছেলে গঙ্গাধর, নন্দকুমার। নন্দকুমারের তনয় রাম রাম, তার ছেলে গুরুকান্ত। গঙ্গাধর নিঃ সঃ। গুরুকান্তের তিন ছেলে প্রসন্নকুমার, কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন. কালীকান্ত তর্কপঞ্চানন। প্রসন্ন কুমারের ৪টী তনয় যোগেশ, রমণী স্মৃতিতীর্থ সুরেশ, রমেশ। কালীপ্রসন্নের তিন ছেলে রজনী, চন্দ্রভূষণ, ইন্দুভূষণ। কালীকান্ত নিঃ স। যোগেশের ২টী ছেলে সুধীর, অনিল। রমণীর তনয় সন্তোষ। রজনীর তিন ছেলে অসিত মনোরঞ্জ, সুশীলরঞ্জন।

প্রাণবল্লভ ঠাকুরের ছেলে কৃষ্ণজীবনের ২টী তনয় শিবরাম, শ্রীরাম। শিবরামের ৪টী ছেলে—হরিরাম, কৃষ্ণপ্রসাদ. নীলকণ্ঠ, রামানন্দ। রামানন্দের ৩টী তনয় গঙ্গাহরি, আনন্দরাম, রাজনারায়ণ। হরিরাম, কৃষ্ণপ্রসাদ, নীলকণ্ঠ সকলই নিঃ সঃ। রাজনারায়ণের ২টী ছেলে তারিণী, ঈশান। গঙ্গাহরি, আনন্দরাম দুই নিঃ স। ঈশানের ৪টী তনয় বসন্তকুমার, শীতল, গুরুপ্রসন্ন, হেমন্ত। তারিণী নিঃ স। বসন্ত কুমারের তনয় নাম অজ্ঞাত। শীতলের ২টী তনয় নাম অজ্ঞাত। গুরুপ্রসন্ন ও হেমন্তকুমার নিঃ স।

প্রাণবল্লভ ঠাকুরের তনয় রামেশ্বরের তিন তনয় গঙ্গানারায়ণ, যোগিরাম, রামধন রামধনের ২টী তনয় লোকনাথ. বলরাম। গঙ্গানারায়ণ যোগিরাম সকলই নিঃ সঃ। রামধনের ছেলে লোকনাথ বলরাম। লোকনাথের ছেলে নীলমণি। বলরামের ২টী ছেলে রামকান্ত. কমলাকান্ত। নীলমণি নিঃ স। কমলাকান্তের তিন ছেলে শশিভূষণ গুরুপ্রসন্ন কালীপ্রসন্ন। কামকান্ত নিঃ সঃ। শশিভূষণের ৪টী তনয় অনুকূল, (অজ্ঞাত নাম) চিন্তাহরণ (অজ্ঞাত নাম) কালীপ্রসন্নের ২টী তনয় (নাম অজ্ঞাত) রামের তনয় কৃষ্ণ তার ২টী তনয় হরিনারায়ণ শ্রীনারায়ণ। হরিনারায়ণের ২টী তনয় রাজকৃষ্ণ মৃত্যুঞ্জয়। রাজকৃষ্ণের ২টী তনয় গুরুচরণ গুরুনাথ। মৃত্যুঞ্জয়ের ২টী তনয় শ্রীনাথ গৌরীনাথ। শ্রীনাথ ঠাকুরের ২টী তনয় কালীনাথ, দীননাথ, গৌরীনাথ নিঃ স। কালীনাথের ২টী ছেলে চন্দ্রনাথ কেদার। দিননাথ নিঃ স। চন্দ্রনাথের পুত্র হর্ষনাথ। কেদার নাথ নিঃ স। হর্ষনাথের ২টী পুত্র নাম অজ্ঞাত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মহাশয়ের প্রেরিত প্রসিদ্ধ সর্ব্ববিদ্যা বংশের বংশ তালিকা।

[ইনিই দশমহাবিদ্যা সিদ্ধ হইয়াছিলেন।]

৺সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের পুত্র শিবানন্দ নাথ, তার ছেলে জয়ানন্দ, তার ছেলে রতিনাথ, তার ছেলে জানকী বল্লভ (১৫৭৫ খ্রীঃ জন্ম) তার ছেলে রামনাথ, তার ৪ ছেলে—যাদবেন্দ্র, মাধব, (বেন্দা) রাঘবেন্দ্র কবিশেখর (সেনহাটি), রঘুদেব (ঘাট ভোগ)।

বেন্দা শাখা।

যাদবের ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণ, তার ছেলে বীরেশ্বর, তার ছেলে নন্দদুলাল, তার ছেলে শ্রীনাথ, তার ২টী ছেলে—গুরুনাথ, মহাদেব। গুরুনাথের ছেলে ২টী—ব্রহ্মানন্দ. বিষ্ণুচরণ। মহাদেবের ছেলে ৪জন—বলরাম, কেশব, শরৎ, অন্নদা।

মাধবেন্দ্রর পুত্র রামনারায়ণ, তার ছেলে রামশঙ্কর, তার ছেলে রাজচন্দ্র, তার দুই ছেলে—ঈশান, গোলকনাথ ন্যায় পঞ্চানন। ঈশানের ৩ ছেলে—নিবারণ, মধুসূদন আগামবাগীশ, শশিভূষণ। মধুর ছেলে ৩জন—সুরেশ, ক্ষিতীশ, যোগেশ। শশীর ছেলে শ্রীশশাঙ্ক শেখর তর্কতীর্থ। গোলকের ৩ছেলে—আশুতোষ, সতীশ, গঙ্গেশ। আশুর ছেলে তারাবিলাস, কালী বিলাস, হরিবিলাস। সতীশের ছেলে গুরুবিলাস, যোগবিলাস।

সেনহাটি শাখা।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ২টী ছেলে রামানন্দকণ্ঠাভরণ, রামশরণ। রামানন্দের ছেলে দুর্গাপ্রসাদ, তার ছেলে রাধাগোবিন্দ, তার ছেলে সৃষ্টিধর, তার ২ ছেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অম্বিকাচরণ, তারিণী চরণ। অম্বিকার ছেলে শশিশেখর। তারিণীর ছেলে—বিজয় কুমার। রামশরণের ছেলে বিষ্ণুরাম। তার ছেলে ভবানী নাথ, তার ছেলে দেবনাথ। তার ছেলে রজনীকান্ত স্মৃতিতীর্থ।

ঘাট ভোগ শাখা।

রঘুদেবের ছেলে কামদেব, তার ছেলে শিবদেব, বাসুদেব। শিবদেবের ছেলে গঙ্গাপ্রসাদ। তার ছেলে রামচন্দ্র, তার ২ ছেলে—কালীনাথ, জানকী নাথ। কালীর ছেলে কৈলাস নাথ চূড়ামণি, তার ছেলে সুরেন্দ্র নাথ বিদ্যারত্ন এম্, এ। জানকীর ছেলে প্রিয়নাথ। বাসুদেবের ছেলে ভবানী প্রসাদ, তার ২ ছেলে—রাজচন্দ্র, নন্দকুমার। রাজচন্দ্রের ছেলে উমানাথ, তার ৩ ছেলে—পূর্ণচন্দ্র, সীতানাথ, কেদার নাথ। পূর্ণের ছেলে নরেন্দ্রনাথ। নন্দের ছেলে আনন্দনাথ, তার ছেলে ২ জন ত্রৈলোক্য নাথ, বাণীনাথ।

দশমহাবিদ্যা সিদ্ধ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের বংশ তালিকা

এইখানে সমাপ্ত করিলাম যদি ভূলক্রমে কোনও রকম ত্রুটী বিচ্যুতি হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশকের ঠিকানায় জানাইবেন, বারান্তরে সংশোধন করিয়া পুন র্মুদ্রণের ইচ্ছা রহিল। ইতি—

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরা চরং
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

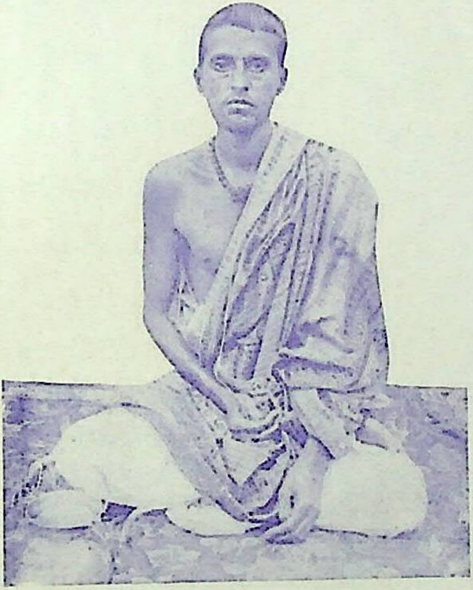

৺চন্দ্র কুমার ঠাকুর

সংসার দাবানলে দগ্ধ হইয়া শান্তি লাভের মানসে গুরুদেব আমার নিকট এই অবিমুক্ত বারাণসী ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার ফলে বিশ্বনাথ তাঁহাকে অচিরেই (৭ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ বাং) তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা, সদাচার, সত্যপ্রিয়তা, ত্যাগ, এবং সর্ব্বোপরি আমার প্রতি তাঁহার অশেষ স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার বংশ প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধ মহাপুরুষ ৺সর্ব্বানন্দদেবের সিদ্ধি ও জীবনালেখ্য সম্বলিত এই "সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী" গ্রন্থ তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম।

তদীয় শিষ্যাধম—
শ্রীরাজ কুমার বসু।

KALI PRESS.
By-Jotin Bose, Artist, Engraver.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দ-তরঙ্গিণী।

নমোগণেশায়।

ওঁ নমঃ পরমদেবতায়ৈ।

নত্বা শ্রীগুরুপাদাব্জং তনোতি গুরুকিঙ্করঃ।
শ্রীসর্ব্বানন্দনাথস্য সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণীম্ ॥১॥
স্থূলং সূক্ষ্মং তথা তেজস্ত্রিবিধং শিবভাষিতম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুং সূক্ষ্মং সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥২॥

শ্রীশ্রীমা কালী।

সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণীর বাঙ্গালা অনুবাদ।

সিদ্ধিদাতা গণপতি ও পরম দেবতাকে প্রণাম।

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া গুরু-কিঙ্কর (শিবনাথ ভট্টাচার্য্য) শ্রীসর্ব্বানন্দ নাথের (সিদ্ধি ও জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত) সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ প্রচার করিতেছি॥ ১॥

সর্ব্বকারণের কারণ স্থূল, সূক্ষ্ম ও তেজোময় গুরু ব্রহ্মরন্ধ্রে সূক্ষ্মরূপে বিরাজমান। গুরু ত্রিবিধাত্মক ইহা শিবের উক্তি॥ ২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
তদ্রূপং যোগিভির্ধ্যেয়ং চন্দ্রে পক্ষদ্বয়ং যথা ॥৩॥

ধ্যানং।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥৪

চন্দ্রের শুক্ল কৃষ্ণরূপ পক্ষ দ্বয়ের ন্যায় শিবশক্ত্যাত্মক ব্রহ্মের "হংস" এই অক্ষর দ্বয় যোগিগণের ধ্যানের বিষয় হয়। (অর্থাৎ চন্দ্রের যেমন শুক্ল কৃষ্ণ ভেদে দুইটী পক্ষ কল্পনা করা হয়; তদ্রূপ ব্রহ্মেরও শিব-শক্ত্যাত্মক "হং" ও "স" এই অক্ষর দ্বয় পক্ষরূপে কল্পিত হইয়াছে। যোগিগণ তাহাই ধ্যান করেন) ॥ ৩ ॥

ধ্যান (শ্রীগুরুর)

যিনি পরমানন্দময়, নিত্য, সুখদ, একমাত্র জ্ঞানরূপ, দ্বৈতরহিত, আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ, তত্ত্বমসি বাক্যের লক্ষ্য, এক, নিত্য, নির্ম্মল, স্থির সতত সাক্ষী স্বরূপ, সর্ব্বভাবের ও গুণত্রয়ের অতীত এবম্বিধ সদ্গুরুকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং, নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুংব্রহ্ম নমাম্যহম্॥ ৫॥
হৃদ্যম্বুজেঽপি তদ্বিম্বং তেজোরূপং সনাতনম্।
স্ববিম্বং স্বয়মালোক্য, সোঽহং সোঽহং পুনঃপুনঃ।৬।
তদা হংসো হংস ইতি, সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ॥
ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ, ভ্রান্তজীবঃস্বয়ং জপেৎ।৭।
হংসঃ সোঽহমিতি জ্ঞাত্বা সোঽহং ব্যঞ্জনহীনতঃ।
ওঁকারব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।৮।
বন্দামি তৎপরং ব্রহ্ম, বাচ্যরূপং তমীশ্বরম্।
নাদ-বিন্দু-কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৯॥

যিনি নিত্য, শুদ্ধ, আভাস বর্জ্জিত অর্থাৎ স্ব প্রকাশ, বিকার শূন্য, অর্থাৎ শ্বেতপীতাদ্যুপাধিশূন্য, নিরঞ্জন, নিত্যজ্ঞান, এক, চিৎ ও পরমানন্দ স্বরূপ গুরুরূপী ব্রহ্মকে প্রণাম করি॥ ৫॥

হৃৎপদ্মে অর্থাৎ অনাহত চক্রে যিনি ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব তেজঃস্বরূপ, প্রকাশ, পুরাণ, নিজকে নিজে দর্শন করিতেছেন, তিনিই সেই আমি॥ ৬॥

ভ্রান্তজীব দিবারাত্রমধ্যে ২১৬০০ বার "হংস" "হংস" এই মন্ত্র জপ করিতেছে॥ ৭॥

সোঽহং শব্দের ব্যঞ্জনবর্ণ (অর্থাৎ স্ ও হ্) পরিত্যাগ করিলে যে (ওঁ) শব্দ উচ্চারিত হয়, স্বর্গমর্ত্ত্য, পাতাল চরাচরই সেই ওঁকারদ্বারা পরিব্যাপ্ত, ঐ ওঁকারকেই পরব্রহ্ম বাচ্যরূপ ঈশ্বর বলা যায়। তিনিই নাদ-বিন্দু-কলা হইতে অতীত পদার্থ। এবম্বিধ শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করিতেছি॥৮॥৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদ্যম্বুজে কর্ণিকামধ্যসংস্থম্,
সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমূর্ত্তিম্।
ধ্যায়েদ্ গুরুং চন্দ্রকলাবতংসম্,
সচ্চিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্ ॥১০॥
শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তম্,
মুক্তাফলাভূষিত দিব্যমূর্ত্তিম্।
বামাঙ্গপীঠস্থিত দিব্যশক্তিম্,
মন্দস্মিতং পূর্ণকৃপানিদানম্ ॥ ১১ ॥
আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নম্,
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যম্,
শ্রীমদ্ গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥ ১২ ॥

হৃৎপদ্ম কর্ণিকার মধ্যস্থিত সিংহাসনে সম্যকরূপে উপবিষ্ট চন্দ্রকলাভূষিত মস্তক, দিব্যমূর্ত্তি, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ এবং অভীষ্ট বরপ্রদ, চৈতন্যস্বরূপ গুরু ধ্যেয় ॥১০॥

(যিনি) শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, শ্বেতচন্দনে অনুলিপ্ত, মুক্তাফলের দ্বারা পরিশোভিত দিব্যমূর্ত্তি, বামাঙ্গে দিব্যশক্তিযুক্ত, পূর্ণকৃপানিদান, প্রসন্ন, ঈষৎ, হাস্যবদন ।১১॥

যিনি আনন্দস্বরূপ, আনন্দদাতা, প্রসন্ন, জ্ঞানমূর্ত্তি, আত্মবোধযুক্ত, যোগিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক স্তুত্য, ভবব্যাধিনাশক এবম্বিধ গুরুদেবকে আমি নিত্য ভজনা করি ॥১২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থূলং মন্ত্রপ্রদং বাহ্যে পূজনীয়ং দ্বিবাহুকম্।
যদাজ্ঞয়া সূক্ষ্মতেজোরূপং যুগ্মং প্রকাশিতম্ ।১৩।

স্থূলো বহির্যোহি মনুপ্রদাতা,
জ্ঞানপ্রদাতা কলুষাপহর্ত্তা।
মোহান্ধনাশে জগদেক ভানু-
স্ত্রয়োদশৈরুক্তগুণৈঃ প্রযুক্তঃ ॥১৪॥

শ্রীসর্ব্বানন্দ নাথোঽসৌ বঙ্গে মেহারসংজ্ঞকে।
তপ্ত্বাপশ্যৎ পদাম্ভোজং ভবান্যাঃ পরমৈশ্বরম্ ॥১॥
ব্যক্তো যেন কৃতঃ কাশ্যাং, বীরাচারঃ সুগুহ্যকঃ।
তদ্বৃত্তং কথয়াম্যদ্য, নত্বা তদ্বংশজান্ গুরূন্ ।২।

(যিনি) বাহিরে স্থূলমূর্ত্তি, দ্বিবাহু বিশিষ্ট, পূজনীয়, মন্ত্রদাতা, যাঁহার আজ্ঞাতে সূক্ষ্ম তেজোরূপ যুগ্মমূর্ত্তি প্রকাশিত হয় ॥ ১৩ ॥

(যিনি) বহির্দ্দেশে স্থূল, জ্ঞানদাতা, পাপসংহর্ত্তা জগতে একমাত্র সূর্য্যের ন্যায় মোহান্ধকার বিনাশক পূর্ব্বোক্ত শমদমাদি ত্রয়োদশ গুণ যুক্ত ॥১৪॥

শ্রীসর্ব্বানন্দ নাথ বঙ্গদেশের মেহার নামক স্থানে তপস্যা করিয়া ভগবতী দেবীর পরমৈশ্বর্য্য সম্পন্ন পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

৺কাশীধামে যিনি গুহ্যবীরাচার ব্যক্ত করিয়াছিলেন, অদ্য আমি তাঁহারই বংশসম্ভূত গুরুজনের বন্দনা পূর্ব্বক সেই (সিদ্ধি) বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি ॥ ২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাসাখ্যোনাম রাজাভূন্মেহারে রাজ্যপালকঃ।
শ্রীমান্ যশস্বী ধর্ম্মাত্মা, স্বেষ্টভক্তিপরায়ণঃ ॥৩॥

একদা দণ্ডিনাং স্বামী হিত্বা বারাণসীংপুরীম্।
তীর্থপর্য্যটনার্থায় মেহারে সোঽপ্যুপস্থিতঃ ॥৪॥

দাসস্তং দণ্ডিনং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বা পদাম্বুজম্।
অপৃচ্ছদ্ভক্তিভাবেন তস্যাগমনকারণম্ ॥৫॥

রাজোবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম, অদ্য মে সফলা ক্রিয়া।
অনায়াসেন যৎপ্রাপ্তং, বাঞ্ছাতীতং পদাম্বুজম্ ॥৬॥

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ!
অবিমুক্তাপুরীং ত্যক্ত্বা, কথমন্যত্র গচ্ছসি ॥৭॥

মেহারে (সেই সময়) শ্রীমান্ যশস্বী ধর্ম্মাত্মা ইষ্টভক্তি পরায়ণ দাসোপাধিক রাজা বর্ত্তমান ছিলেন ॥ ৩ ॥

একদা এক দণ্ডী স্বামী তীর্থ পর্য্যটন মানসে বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া মেহারে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

দাসরাজ, সেই দণ্ডীকে দেখিয়া ভক্তিভাবে পাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫ ॥

রাজা বলিলেন।

অদ্য আমার জন্ম সফল, অদ্য আমার সৎক্রিয়া সফলা; যেহেতু আমি অনায়াসে আপনার আশাতীত পাদপদ্মের দর্শন লাভ করিলাম ॥ ৬ ॥

ভগবন্, আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ এবং শাস্ত্রবিশারদ! আপনি অবিমুক্ত-বারাণসীক্ষেত্র পরিত্যাগকরিয়া কি কারণে অন্যত্র গমন করিতেছেন? ॥৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীদণ্ড্যুবাচ।

অবধূতো দুরাচারো, মধুমাংস-প্রলোভকঃ।
বিহরেৎ সর্ব্বদা কাশ্যাং, বঙ্গজো বিপ্রনন্দনঃ॥৮॥
বেদাচাররতং মদ্য-মাংস-মৎস্যাশিনং সদা।
দৃষ্ট্বা তং তাড়য়ামাস্ম দুরাচাররতং বয়ম্॥৯॥
তদ্দিনাবধি চাস্মাকং, পেয়ং ভোজ্যাদিকঞ্চযৎ।
মধুমাংসং প্রপশ্যাম স্তেন ত্যক্ত্বা পুরীমমুম্॥১০॥
বয়ঞ্চ দণ্ডিনঃ সর্ব্বে, ভোগার্ত্তাস্তীর্থগামিনঃ।
তীর্থ-পর্য্যটনার্থায়, গচ্ছামি চন্দ্রশেখরম্॥১১॥

দণ্ডী বলিলেন।

মদ্য মাংস লোলুপ, বঙ্গদেশীয়, এক দুরাচার অবধূত ব্রাহ্মণ তনয় কাশীতে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে॥ ৮॥

বেদাচার পরিভ্রষ্ট, সদা মদ্য মাংস মৎস্য ভোজী সেই দুরাচার ব্রাহ্মণকে আমরা তাড়না করিয়াছিলাম॥ ৯॥

সেই দিন হইতে আমরা দণ্ডিবৃন্দ আমাদের পানীয় ও ভোজ্য বস্তু, মদ্য মাংসে পরিণত হইতে দেখিলাম; সেই জন্যই আমরা দণ্ডিগণ বারাণসী পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোগ কাতর হইয়া, তীর্থ-গামী হইয়াছি; তন্মধ্যে আমি তীর্থপর্য্যটন মানসে চন্দ্রশেখরে গমন করিতেছি॥ ১০॥ ১১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ভক্ত্যাগদ্‌গদয়া গিরা।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ রাজা বচনমব্রবীৎ ॥১২॥

রাজোবাচ

মা নিন্দ পরমানন্দং মদ্‌গুরুং তং মহেশ্বরম্।
শ্রীদেব্যাঃ কৃপয়াবিষ্টঃ, সর্ব্বকর্ত্তা স সর্ব্বগঃ ॥১৩॥
কালিকাদ্যাঃ মহাবিদ্যাঃ বীক্ষিতঃ সন্ বরান্বিতঃ।
মহাদেব্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ স তস্যা নিয়তঃ সুতঃ ॥১৪॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য দণ্ডী বচনমব্রবীৎ।
কথংসিদ্ধিঃকৃতা তেন তপোবা কিংকৃতং মহৎ ॥১৫॥

দণ্ডীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ভূমিতে মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক ভক্তি গদ গদ স্বরে নিম্নোক্ত বাক্য বলিলেন ॥ ১২ ॥

আমার গুরু পরমানন্দ মহেশ্বরকে আপনি নিন্দা করিবেন না। তিনি শ্রীশ্রীদেবীর কৃপালাভ করিয়া সকলের কর্ত্তা ও সর্ব্বগামী হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

তিনি কালিকাদি মহাবিদ্যার দর্শন লাভে বর প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবীর প্রতিজ্ঞানুসারে তাহার নিয়ত পুত্র রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া দণ্ডী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! তিনি কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিলেন এবং কি মহৎ তপস্যা করিয়াছেন? ॥ ১৪ ॥ ॥ ১৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্ষা বা কথম্ভূতাঃ কাল্যাদি-জগদম্বিকাঃ।
তদ্বদস্ব মহারাজ! যতস্ত্বং বেৎসি তত্ত্বতঃ ॥১৬॥

রাজোবাচ।

অহো মদ্ গুরু-মাহাত্ম্যং, ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
ভোগার্ত্তা দণ্ডিনো যূয়মতঃ কিঞ্চিন্নিগদ্যতে ॥ ৭॥
পূর্ব্বস্থলী সমাসীনো, বাসুদেবো মহামতিঃ।
দৈববাণ্যভবত্তস্য, গঙ্গায়াং জপ কর্ম্মণি ॥ ৮॥
ভবিষ্যতি ভবদ্বংশে বঙ্গে মেহারসংজ্ঞকে॥
স্থিরোভব দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বং মাং কলয়সীচ্ছয়া ॥১৯॥

হে মহারাজ! কালিকাদি দশমহাবিদ্যাই বা কি রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল তদ্বিষয় আপনি উত্তম রূপে যথার্থ অবগত আছেন; অতএব সে সমুদয় প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১৬ ॥

রাজা বলিলেন।

যদিও আমার গুরুমাহাত্ম্য আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে অক্ষম তথাপি আপনারা দণ্ডিগণ ভোগ কাতর হইয়াছেন, অতএব আপনার অবগতির জন্য কিঞ্চিৎ বলিতেছি ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বস্থলী গ্রামে বাসুদেব নামক মহামতি এক ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে জপ-কর্ম্মে সমাসীন ছিলেন। সে সময় তাঁহার প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল ॥১৮॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে অন্তরের সহিত ডাকিতেছ। স্থির হও, বঙ্গদেশে মেহার নামক স্থানে তোমার বংশজ একজন সিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ১৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গে গন্তুমনাঃ সোঽপি রাঢ়দেশমজীজহৎ।
আনীতো নিজমেহারে দাসৈরারাধ্য যত্নতঃ॥ ২০॥
স এবাসৌ সর্ব্ববিদ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু সুক্ষমঃ।
আত্মজাত্মজসম্ভূত স্তপ্ত্বা লেভে বরং শুভং॥২১॥

দণ্ড্যুবাচ।

অপৃচ্ছত্তমসৌ ভূয়ঃ কথং স্যাদাত্মজাত্মজঃ।
কেনৈবোগ্রেণ তপসা প্রত্যক্ষা সা সনাতনী॥২২॥
বরং কিং বা দদৌ তস্মৈ ভবানী ভবতারিণী।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ বদস্ব তৎ॥২৩॥

তিনি এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাঢ়দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন. ইহা অবগত হইয়া মেহারের দাসরাজ যত্নপূর্ব্বক তাহাকে আরাধনা করিয়া নিজ গ্রামে নিয়া আসিলেন॥২০॥

পরে সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন ও সর্ব্বকর্ম্মকুশল সেই বাসুদেব, নিজপুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্র হইয়া তপস্যাপ্রভাবে দেবীর শুভবর লাভ করেন॥২১॥

দণ্ডী বলিলেন।

হে রাজন্! কিরূপে সেই ব্রাহ্মণ নিজপুত্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কোন্ উগ্রতপস্যা দ্বারাই বা সেই সনাতনী দেবীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন॥২২॥

ভবতারিণী ভবানী তাঁহাকে কি বর প্রদান করিলেন, এই সমস্ত বিষয় আমি শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আপনি বিস্তৃতভাবে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥২৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজোবাচ।

কামাখ্যাং স সমাসাদ্য, বাসুদেবো মহামতিঃ।
নীরপত্র-ফলান্নঞ্চ ত্যক্ত্বা চোৎক্রমযোগতঃ ॥২৪॥
মহোৎকটং তপস্তেপে দেবী-দর্শন-কাম্যয়া।
দয়াযুক্তা পরাবিদ্যা স্বপ্নে বাণীং বদেদিমাং ॥২৫॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

উৎকটৈনৈব তপসা, ত্বং মাং কলয়সি ক্ষমঃ।
মাতঙ্গমুনিনা পূর্ব্বং ভবান্যা মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥২৬॥
সংস্থাপিতং মহালিঙ্গমপ্রকাশ্যং কলৌ যুগে।
তস্যোপরি শবারোহাৎ সিদ্ধিং যাস্যসি ভূতলে ॥২৭

রাজা বলিলেন।

সেই মহাত্মা বাসুদেব কামাখ্যায় আসিয়া ক্রমে অন্ন, ফল, পত্র, জল আহার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎক্রম-যোগাবলম্বন করিলেন ॥২৪॥

তিনি দেবীর দর্শন কামনা করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, দয়াযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরী স্বপ্নে তাহাকে এই কথা বলিলেন ॥২৫॥

দেবী বলিলেন।

তুমি উৎকট তপস্যা দ্বারা আমাকে আহ্বান করিতে সমর্থ। পূর্ব্বে মাতঙ্গমুনি ভবানীর মন্ত্র সিদ্ধির জন্য মহালিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। কলি-কালে তাহা অপ্রকাশ্য হইলেও তাহার উপর শবারূঢ় হইয়া তপস্যা করিলে সিদ্ধিলাভ করিবে ॥২৬।২৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেহারাখ্যে বঙ্গদেশে, জীনমূলে নিশার্দ্ধকে।
শবারোহাত্তত্র সিদ্ধিঃ স্বপুত্রান্তে ভবিষ্যতি ॥২৮॥

রাজোবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা বাসুদেবো বিচক্ষণঃ।
পূর্ণানন্দং স্বভৃত্যং তদ্বাক্যমুক্ত্বা মহামতিঃ ॥২৯॥
স্বপুত্রাজ্জননাকাঙ্ক্ষী বাসুদেবোঽত্যজদ্বপুঃ।
অচিরাদ্বাসুদেবোঽসৌ সুতশম্ভোঃ সুতোঽভবৎ ।৩০
সভায়ামেকদা সোঽত্রাপ্যমাবস্যাদিনে শুভে।
অবদৎ পৌর্ণমাস্যদ্য শ্রুত্বোপহাসকৃদ্বুধঃ ॥৩১॥

বঙ্গদেশে মেহারনামক-স্থানে জীনবৃক্ষমূলে অর্দ্ধ নিশাকালে শবারোহণ পূর্ব্বক নিজ পুত্রান্তে (তুমি স্বপৌত্র হইয়া) সাধন করিলে ; সিদ্ধিলাভ করিবে ॥২৮॥

দেবীর এইরূপ বাক্যশ্রবণ করিয়া সেই মহামতি বিচক্ষণ বাসুদেব নিজভৃত্য পূর্ণানন্দকে স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত, বলিয়া স্বীয় পুত্রের পুত্ররূপে জন্ম লইবার কামনা করিয়া নিজদেহ পরিত্যাগ করিলেন। অচিরকাল মধ্যে নিজ পুত্র (শম্ভুনাথের) পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥২৯।৩০॥

সেই শম্ভুনাথাত্মজ (সর্ব্বানন্দ) একদা রাজসভাতে শুভ অমাবস্যা দিনে "অদ্য পৌর্ণমাসী" বলিয়া প্রচার করাতে পণ্ডিত উপহাস করিয়াছিলেন ॥৩১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুত্বা বাক্যন্তু ক্ষুব্ধোঽহহং তৎসুতে শিবনাথকে।
অবদংতদ্ বিশেষঞ্চ মিষেধং পুনরাগমে ॥ ৩২ ॥
শিবনাথোঽপি তচ্ছ্রুত্বা বদন্মাতৃ-পদাম্বুজে।
ততো বিবেকজনিতঃ সর্ব্বানন্দো মহামতিঃ ॥ ৩৩॥
ভ্রাতৃ-পত্নী-সুতাদ্যৈশ্চ ভর্ৎসিতঃ সন্ পুনঃ পুনঃ।
জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী মহাদুঃখী গৃহং ত্যক্ত্বা বনং যযৌ। ৩৪
অতোঽসৌ লেখনাকাঙ্ক্ষী পত্রাহরণকাম্যয়া।
আরুহ্য তালবৃক্ষাগ্রে সর্পমেকং দদর্শ সঃ ॥ ৩৫॥

ইহা শুনিয়া আমিও অসন্তুষ্ট চিত্তে তৎপুত্র শিবনাথকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম। তাহার পিতা যেন আর কখনও সভাতে পুনরাগমন না করেন ॥ ৩২ ॥

শিবনাথও তাহা শ্রবণ করিয়া মাতার চরণে বলিয়াছিলেন। সেই হইতেই মহামতি সর্ব্বানন্দনাথের বিবেক উৎপন্ন হইল; তদুপরি ভ্রাতৃ-পত্নী ও পুত্রাদি কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ তিরস্কৃত হইয়া, অত্যন্ত মনঃকষ্টে সর্ব্বানন্দদেব জ্ঞানলাভার্থে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিলেন ॥ ৩৩। ৩৪

অনন্তর তিনি লেখা পড়া শিক্ষার অভিপ্রায়ে তালপত্র সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তাল বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিয়া তথায় এক সর্প দর্শন করিলেন ॥৩৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুপিতাং তৎফণাং দৃষ্ট্বা বলাদাকৃষ্য তচ্ছিরঃ।
বল্ল্যাং ঘৃষ্ট্বা শিরশ্ছিত্ত্বা ক্ষিপেন্মুণ্ডং মহীতলে।
পুরতো মুণ্ডমালোক্য সন্ন্যাসী কৃপয়াব্রবীৎ ॥৩৬॥
মহাবলো মহাবুদ্ধির্মহাসাহসবান্ বুধঃ।
কস্ত্বং কথঞ্চ বৃক্ষাগ্রে, কিংবা সাধনমিচ্ছসি ।৩৭।
সর্ব্বং সম্পাদয়াম্যদ্য, হ্যাগচ্ছ বৎস! সন্নিধৌ ।৩৮
ইতি সন্ন্যাসিনো বাক্যমাকর্ণ্য বৃক্ষ-সংস্থিতঃ।
সর্ব্বানন্দঃ শনৈঃ পশ্যন্, ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ ।৩৯।

সেই সর্পকে কুপিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিস্তৃতফণ সর্পমুণ্ড বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, সেই তালবৃন্তের ক্রকচ (করাৎ) সদৃশ ধারাল বল্লীতে ঘষিতে ঘষিতে ছেদন করিয়া ভূতলে নিঃক্ষেপ করিলেন। নিম্নে, এক সন্নাসী সম্মুখে সর্প-শির দর্শন করিয়া, কৃপাপূর্ণ বচনে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥

মহাবল, মহাবুদ্ধিমান্, মহাসাহসী, মহা পণ্ডিত তুমি কে? কি জন্যই বা তুমি বৃক্ষাগ্রে আরোহণ করিয়াছ এবং কি সাধনই বা ইচ্ছা কর? ॥৩৭॥

হে বৎস! আমি তোমার সকল অভীষ্ট সম্পাদন করিব, তুমি আমার নিকট আইস ॥ ৩৮ ॥

বৃক্ষাবস্থান কালে সর্ব্বানন্দদেব ভয়-বিহ্বল-চিত্তে সন্নাসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষিণস্যাং দিশি স্থানে, ভূমিষ্ঠং দেবরূপিণম্।
বিভূতি-ভূষণং শান্তং, জটামণ্ডিত-মস্তকম্ ॥৪০॥
হাস্যাননং মহাকায়মারক্তনয়নদ্বয়ম্।
কুসুম্ভ-কুসুমাভাসং বসনং পরিধারিণম্ ॥৪১॥
অবধূতন্তমালোক্য, সর্ব্বানন্দঃ সুবুদ্ধিমান্।
তালবৃক্ষাৎ সমাগত্য; স্নানং কৃত্বাশু স দ্বিজঃ।
প্রণমেচ্ছিরসা ভূমৌ, ভক্তিমাংস্তস্য সম্মুখে ॥৪২॥
দেবতারূপধারিত্বাচ্ছিষ্যানুগ্রহকারণাৎ।
করুণাময়দেহত্বাদ্দেশিকং ত্বাং নমাম্যহম্ ॥৪৩॥
নত্বৈবং সন্নিধৌ তস্য সর্ব্বানন্দো দ্বিজোত্তমঃ।
অবন্দদবধূতং তং, প্রণম্যাত্ম-নিবেদনম্ ॥৪৪॥

(সেই সময়) দক্ষিণ দিকে ভূতলে, দেবরূপী, বিভূতি ভূষিত, জটা-মণ্ডিত মস্তক, হাস্য বদন, মহাকায়, আরক্তলোচন কুসুম্ভ কুসুমের বর্ণ বসনধারী এক অবধূতকে দর্শন করিয়া, সেই সুবুদ্ধিমান্ দ্বিজ সর্ব্বানন্দ তাল বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সত্বর অবগাহনান্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে প্রণমিয়া বলিলেন—আপনাকে দেবরূপধারী, শিষ্যানুগ্রহকারী, করুণাময় বিবেচনা করিয়া উপদেশক জ্ঞানে প্রণাম করিতেছি ॥৪০॥৪১॥৪২॥৪৩॥

দ্বিজবর সর্ব্বানন্দ তাঁহার সন্নিধানে এইরূপ প্রণামপূর্ব্বক আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥৪৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ।

শ্রীসর্ব্বানন্দ শর্ম্মাহহং বাসুদেব-সুতাত্মজঃ।
পুত্রোঽহং শম্ভুনাথস্য, মূর্খোঽহং পরমেশ্বর! ॥৪৫॥
সভায়ামেকদা রাজ্ঞো মূর্খোঽহং তস্য সন্নিধৌ।
অমায়াং পৌর্ণমাসুক্ত্বা হ্যাগতেঽস্মিন্ গৃহে মম ॥৪৬॥
ক্রোধোক্তে রাজবাক্যেন ভ্রাত্রাদ্যৈর্ভৎর্সিতোঽহম্
বিদ্যার্থী লেখনাকাঙ্ক্ষী পত্রার্থং বৃক্ষমাশ্রিতঃ ॥৪৭॥

অবধূত উবাচ।

কিং বিদ্যোপার্জ্জনৈঃ কার্য্যং
লিপ্যা বা কিং প্রয়োজনম্।
মন্ত্রং দদামি তে বৎস! সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥৪৮

শ্রীসর্ব্বানন্দদেব বলিলেন।

হে পরমেশ্বর! আমার নাম সর্ব্বানন্দ, আমি বাসুদেবেরই পৌত্র, শম্ভুনাথের পুত্র, হে আর্য্য! আমি অতি মূর্খ। একদা রাজসভাতে অজ্ঞতাবশতঃ আমি অমাবস্যাতিথিতে পূর্ণমাসী বলিয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইলে, রাজার ক্রোধোদ্দীপ্ত বাক্যের দ্বারা মর্ম্মাহত ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া লেখাপড়া শিখিবার সঙ্কল্পে পত্র সংগ্রহের জন্য বৃক্ষারোহণ করিয়াছি ॥৪৫॥৪৬॥৪৭॥

অবধূত বলিলেন।

হেবৎস! বিদ্যোপার্জ্জন বা লেখা পড়া শিক্ষার প্রয়োজন কি! আমি তোমাকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক মন্ত্র প্রদান করিতেছি ॥৪৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রমুক্ত্বা শ্রুতৌ তস্য, সন্ন্যাসী ভক্তবৎসলঃ।
অন্তর্দ্ধানং বভূবাসৌ লিখিত্বা বক্ষসীপ্সিতম্ ।৪৯।

মেহারে জীনমূলে বিবিধ তম-যুতে
পৌষমাসস্য চান্তে।
শুক্রে রাত্র্যর্দ্ধভাগে ত্রিভুবনজননী
চাপ্রকাশা প্রকাশা।
ধ্যায়ন্ তাং যোগগম্যাং শবহৃদি প্রবিশ-
ন্নুক্তমন্ত্র-প্রজাপাৎ।
সর্ব্বাশা-পূর্ণকামা, মনইত বরদা,
সুপ্রসন্না ভবেৎ সা ॥৫০॥

তখন ভক্তবৎসল অবধূত সর্ব্বানন্দের কর্ণে মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক বক্ষোপরি পশ্চাৎ কথিত বাক্য লিখিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥৪৯॥

সেই বাক্য এই "মেহার নামক স্থানে জীনবৃক্ষমূলে নানাকারণে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন পৌষমাসের শেষভাগে (অর্থাৎ উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে) শুক্রবারে নিশার্দ্ধভাগে শবারোহণে সেই যোগগম্যা দেবীকে ধ্যানপূর্ব্বক উক্ত মন্ত্র জপ করিলে, সাধারণের অপ্রকাশ্যা ত্রিভুবনজননী বর প্রদান করিবেন" ॥৫০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্য ব্রহ্মমনুং, তপোঽন্বিততনু-
হর্ষাৎ প্রফুল্লাননো-
ব্যস্তন্যস্ত-সমস্ত-ধীন্দ্রিয়গণা-
নন্দাসব-ব্যাকুলঃ।
সর্ব্বানন্দবরো ব্রজেন্নিজপুরে,
সানন্দমান্দোলয়ন্।
উক্ত্বা ভৃত্যবরেঽপঠৎ সুকবিতাং
হৃষ্টঃ পুনঃ কিঙ্করে ॥৩১॥

শ্রুত্বা হৃষ্টমনাঃ সোঽপি গোপয়ংস্তৎ প্রযত্নতঃ।
সদ্যস্তৎ কাননং প্রাপ্য, মাতঙ্গেশোপরিস্থিতঃ ॥৩২
সর্ব্বানন্দায় বিধিবৎ দত্ত্বা সাহসমুত্তমম্।
উক্তবান্ শৃণু হে বৎস! মা ভীরুর্ভব সুব্রত! ॥৩৩

ব্রহ্মমন্ত্র প্রাপ্তির পর তপোযুক্ততনু দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বানন্দদেব আনন্দে প্রফুল্লানন হইলেন এবং তাঁহার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ আনন্দরসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সানন্দে উহা আলোচনা করিতে করিতে নিজগৃহে গমন করিয়া স্বকীয় ভৃত্য পূর্ণানন্দকে সমস্তবিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং বক্ষোলিখিত সুন্দর কবিতা পুনর্ব্বার তাহার সমীপে পাঠ করিলেন ॥৫১॥

ভৃত্য সেই সমস্ত বাক্য শুনিয়া, প্রফুল্লচিত্তে তৎসমস্ত বিষয় যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া, সত্বর বনে গিয়া, মাতঙ্গেশ শিব যে স্থানে নিহিত আছেন তদুপরি অবস্থান করিল ॥৫২॥

পূর্ণানন্দ সর্ব্বানন্দকে বিধিবৎ সাহস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে বৎস! তুমি ভীত হইওনা ॥৫৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মম পৃষ্ঠে চোপবিশ্য স্বমনোস্তং জপং কুরু।
যতো দেব্যা বরং প্রাপ্য বিদ্যাপূর্ণো ভবিষ্যসি ॥৫৪
বরং বরয় হীত্যুক্তে, বদেঃ সুবরদাং প্রতি।
ন জানে কিং বরং গ্রাহ্যং যতো ভৃত্যবশীহ্যহং ॥৫৫
উক্ত্বেতং কিঙ্করশ্রেষ্ঠো মহাযোগবলেন চ।
দেহাৎ প্রাণং পৃথক্ কৃত্বা, নিরালম্বমবস্থিতঃ ॥৫৬
লিঙ্গোপরি শবারূঢ়ঃ সর্ব্বানন্দো মহামতিঃ।
প্রজপেৎ স্বমনুং ভক্ত্যা নিশ্চিন্তোনির্ভয়ো যতঃ ॥৫৭
অথ তন্নিশীথে কালে, স্বকীয়-হৃদয়াম্বুজাৎ।
নিঃসৃত্য তেজঃ পরমং, চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভিঃপ্লুতম্ ॥৫৮

তুমি আমার পৃষ্ঠোপরি উপবেশন করিয়া সেই স্বকীয় মূল মন্ত্র জপ করিতে থাক; যাহা জপ করিলে দেবীর বরলাভ করিয়া তুমি সর্ব্ববিদ্যায় পরিপূর্ণ হইবে ॥৫৪॥

দেবী যখন তোমাকে বরগ্রহণ করিতে বলিবেন, তখন তুমি বর-দায়িনী দেবীকে বলিবে, কি বর গ্রহণ করিব আমি জানি না, যেহেতু আমি ভৃত্যের অনুগত ॥৫৫॥

এইরূপ উপদেশ দিয়া কিঙ্কর শ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দ মহাযোগবলে দেহ হইতে প্রাণকে পৃথক্ করিয়া নিরালম্ব অবস্থায় অবস্থিত রহিল ॥৫৬॥

সাধক প্রবর মহামতি সর্ব্বানন্দ লিঙ্গের উপর শবারূঢ় হইয়া নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তমনে ভক্তির সহিত নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥

অনন্তর, নিশীথ সময়ে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিবদুজ্জ্বল এক পরম জ্যোতিঃ, সর্ব্বানন্দের হৃৎপদ্ম হইতে বহির্গত হইল ॥৫৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপিতং তদ্বনং সর্ব্বময়ঃপিণ্ডাগ্নিবত্তদা।
অপশ্যত্তেজসোগাঢ়ং স্বেষ্টবিম্বং সুনির্ম্মলম্ ॥৫৯॥
শনৈরালোকনাত্তত্র প্রাপশ্যদ্দৃষ্টিগোচরে।
গুরূপদিষ্টং যদ্ধ্যানং চিন্তিতং চেতসা মুদা ॥৬০॥
তন্মূর্ত্তিঃ পরমারূপা, মহতী ভক্তবৎসলা।
ঈষদ্ধাস্যাম্বুজমুখী নীলেন্দীবরলোচনা ॥৬১॥
সদা দয়ার্দ্র হৃদয়া, সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদা।
ভক্তানাং কুশলাকাঙ্ক্ষী শান্তানাং শান্তিদায়িনী ৬২
জবাকুসুম-সঙ্কাশা, চন্দ্রকোটী সুশীতলা।
পদ্মাননা পদ্মহস্তা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিলোচনা ॥৬৩॥

ঐ জ্যোতিঃ লৌহপিণ্ডাগ্নিবৎ সমস্ত বন উদ্ভাসিত করিল এবং ঐ প্রগাঢ় তেজোমধ্যে তিনি নিজ ইষ্টদেবের এক সুনির্ম্মল প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর করিলেন ॥৫৯॥

ধীরে ধীরে সেই অলোকসামান্য জ্যোতিঃর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পরমানন্দে যে মূর্ত্তির ধ্যান করিতেছিলেন, সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন ॥৬০॥

সেই মূর্ত্তি পরমাসুন্দরী, অনির্ব্বাচ্যরূপা, প্রধানা, ভক্তবৎসলা, ঈষদ্ধাস্যযুক্তা, পদ্মমুখী ও নীলোৎপলনয়না ॥৬১॥

সেই মূর্ত্তি দয়ার্দ্রহৃদয়া, সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদায়িকা, ভক্তের কুশলাকাঙ্ক্ষিণী এবং শান্তদিগের শান্তিদায়িনী ॥৬২॥

সেই মূর্ত্তি জবাকুসুম সদৃশ দীপ্তিমতী, কোটী চন্দ্রের ন্যায় সুশীতলা, পদ্মাননা পদ্মহস্তা এবং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নির ন্যায় তেজোদীপ্তলোচনা ॥৬৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রৈলোক্যজননী নিত্যা, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদা।
সর্ব্বানন্দকরী সা তু, সর্ব্বানন্দমুবাচ হ ॥৬৪॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বৎস! ত্বং ব্রূণু বাঞ্ছিতং ঝটিতি ভো,
রাত্রিঃ ক্ষয়ং গচ্ছতি,
শ্রীমদ্ভূতপতেঃ প্রধাননগরী শূন্যাবভূবাধুনা।
অদ্যারভ্য মম ত্বমেব নিয়তঃ পুত্রঃ প্রতিজ্ঞা কৃতা
যস্মিন্‌যন্মনসি ত্বমেব কুরুষে সম্পাদনীয়ং ময়া ৬৫
ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বানন্দো মহামতিঃ।
শবাসনাৎ সমুত্থায়, স্তুতিং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥৬৬॥

সেই ত্রৈলোক্যপ্রসবিনী, নিত্যা চতুর্ব্বর্গফলদায়িনী ও সর্ব্বানন্দময়ী সাধক সর্ব্বানন্দকে বলিলেন ॥৬৪॥

দেবী বলিলেন।

হে বৎস। তুমি স্বীয় অভিলষিত বর শীঘ্র প্রার্থনা কর, রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, ভূতপতি মহাদেবের প্রধান নগরী এখন শূন্য রহিয়াছে। অদ্য হইতে "তুমি আমার নিয়তপুত্র" ইহা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। তুমি যখনই যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমি সম্পন্ন করিব ॥৬৫॥

দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি সর্ব্বানন্দ শবাসন হইতে উঠিয়া দেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ।

যা ভূতান্‌বিনিপাত্য মোহজলধৌ সংনর্ত্তয়ন্তীস্বয়ম্‌
যন্মায়া পরিমোহিতা হরিহরব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ।
যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ করগতং যদ্‌ যোগিগম্যং ফলম্‌
তুচ্ছং যৎপদসেবিনাং হরিহরব্রহ্মাত্বমস্যৈ নমঃ ৬৭

বেদো ন যৎপারমুপৈতি মাত-
নৈ বাগমো ন প্রমথাধিপশ্চ।
কস্মান্নরঃ ক্ষীণ মতিস্তবাম্ব!
তদ্রূপসম্ভাবন তৎপরঃ স্যাম্‌ ॥৬৮॥

সর্ব্বানন্দ বলিলেন।

যিনি মোহজলধিতে প্রাণিগণকে নিমগ্ন করিয়া স্বয়ং নাচাইতেছেন, হরি, হর, ব্রহ্মাদি জ্ঞানিগণ যাঁহার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া আছেন, যাঁহার ঈষদনুগ্রহে যোগিগম্য ফল করতলগত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব পদ লাভ হয় এবং যাঁহার পদসেবিগণের নিকট হরিহর ব্রহ্মত্বপদ তুচ্ছ, সেই তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥৬৭॥

মা! বেদ, যাঁর পারগামী হয় নাই, আগমও যাঁর উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এমনকি, প্রমথাধিপতি মহাদেবও যাঁহার সীমা নিরূপণ করিতে অক্ষম; তোমার সেই অবর্ণনীয় স্বরূপের বর্ণনা করা মাদৃশ হীনমতি মানবের পক্ষে কিরূপে সম্ভবিতে পারে? ॥৬৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্তেজসো মণ্ডল মধ্য সংস্থা-
হরাদয়ঃ কোটিদিবাকরাভাঃ।
বিভান্তি পূর্ণেন্দু সমীপ সংস্থা-
স্তারা যথা ব্যোমতলেঽপ্যজস্রাঃ ।৬৯।
যা জীবরূপা পরমাত্মরূপা
যা পুং স্বরূপা চ কলত্ররূপা।
যা কামমগ্না পরিভগ্নকামা
তস্যৈ নমস্তুভ্যমনন্তমূর্ত্ত্যৈ ॥৭০॥
ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্ত্বং
ত্বমেব সর্ব্বঃ পবনস্ত্বমেব ;
ত্বমেব সূর্য্যঃ শশলঞ্ছনস্ত্বং
ত্বমেব সৌরিস্ত্রিদশাস্ত্বমেব ॥৭১॥

যাঁহার তেজোময় মণ্ডল মধ্যস্থ হইলে, কোটী সূর্য্য সমপ্রভ মহাদেব প্রভৃতি দেবাদিদেবগণ সেই প্রকার হীনপ্রভ হইয়া শোভিত হন; যেই প্রকার পূর্ণচন্দ্র সমীপস্থ অসংখ্য নক্ষত্র সমূহ গগনতলে হীনপ্রভ হইয়া শোভিত হয় ।।৬৯।।

যিনি জীবরূপা, যিনি পরমাত্ম স্বরূপা, যিনি পুরুষ, যিনি স্ত্রী, যিনি কামমগ্না, ও যিনি কামবিনাশিনী সেই অনন্তমূর্ত্তি ধারিণী তোমাকে প্রণাম করিতেছি ॥৭০॥

তুমি বিষ্ণু, তুমি চতুরানন ব্রহ্মা, তুমি মহেশ্বর, তুমি পবন, তুমি সূর্য্য, তুমি শশধর,তুমি যম এবং তুমিই দেবগণ ॥৭১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্বং ভূতলস্থাখিল যজ্ঞকর্ত্রী
ত্বং নাকসংস্থাখিল যজ্ঞভোক্ত্রী।
ত্বমেব তুষ্টাখিল মুক্তিদাত্রী
ত্বমেব রুষ্টা ত্রিজগন্নিহন্ত্রী ॥৭২॥

সংসারোঽয়মসার এব সততং দুঃখপ্রদো দেহিনাম্
কিন্তু জ্ঞানভৃতাঞ্চ মাতরনিশং জ্ঞানাগ্নিসন্তানকৃৎ।
সোঽয়ং ত্বচ্চরণাম্বুজদ্বয়কৃপা যস্মিন্ পশৌ জায়তে
সারাৎসারতরঃ সমস্তসুখদো জ্ঞানাগ্নি সংবর্দ্ধনঃ ৭৩

নহি স্বেচ্ছাসাধ্যে জননি! সুখদুঃখে খলু নৃণাং।
ভবেতাং যদ্দুর্গে পততি নর ইচ্ছা বিরহিতে।
অতো নাহং কর্ত্তা হরিরপি জগৎ পালনপরো-
মহেশো ব্রহ্মাপি ত্রিগুণ-জননি! ত্বংহি নিতরাম্ ৭৪

তুমি ভূতলে সকল যজ্ঞকর্ত্রী এবং তুমিই স্বর্গে সমস্ত যজ্ঞফল-ভোক্ত্রী। তুমি তুষ্টা হইলে, আসল মুক্তিদাত্রী হও এবং রুষ্টা হইলে ত্রিজগৎ ধ্বংশকারিণী হও ॥৭২॥

হে মাতঃ! এই সংসার অসারই এবং দেহিগণের ক্লেশদায়ক কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের জ্ঞানাগ্নি বৃদ্ধিকারী। এমনকি যে পশুতে তোমার চরণদ্বয়ের কৃপা জন্মে, এই সংসারে সেই সার হইতে সারতর, সমস্ত সুখদায়ক এবং জ্ঞানাগ্নি সম্বর্দ্ধক হয় ॥৭৩॥

হে মাতঃ! সুখ দুঃখ মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে। অতএব আমি কর্ত্তা নহি, জগৎ পালন-পর হরিও কর্ত্তা নহেন। মহেশ্বর এবং ব্রহ্মাও কর্ত্তা নহেন। ত্রিগুণ উৎপাদনে একমাত্র তুমিই কর্ত্রী ॥৭৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্বং সর্ব্বশক্তির্জ্জগতাং দুহিত্রী,
ত্বং সর্ব্বমাতা সকলস্য ধাত্রী।
ত্বং বেদরূপাখিল বেদবাচ্যা,
ত্বং সর্ব্বগোপ্যা সকল-প্রকাশ্যা ॥৭৫॥
ত্বমেব হংসঃ পরমো যতীনাম্
ত্বং বৈষ্ণবানাং পুরুষঃ পুরাণম্।
ত্বং কৌলিকানাং পরমা হি শক্তি-
স্ত্বমেব তেষামপি দিব্যভক্তিঃ ॥৭৬॥
যে যোগিনো মুনিগণাঃ পরিহৃত্য সর্ব্বম্,
ধ্যায়ন্তি মাতরনিশং তব পাদপদ্মম্।
তেঽপি ত্বদীয় চরণং যুগকোটিকল্পা-
ন্নালোকয়ন্তি কিমহো লঘুজীবিনস্তৎ! ॥৭৭॥

তুমিই সর্ববশক্তি, তুমিই জগতের দুহিতা স্বরূপা, সকলের জননী এবং জগদ্ধাত্রী। তুমিই বেদরূপা, অখিল বেদ প্রতিপাদ্যা, তুমিই সকলের গোপনীয়, আবার তুমিই সকলের প্রকাশ্যা ॥৭৫॥

তুমিই যতিগণের মধ্যে পরমহংস এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে পুরাণ পুরুষ. তুমিই কৌলিকদিগের পরমা শক্তি, আবার তুমিই তাঁহাদের দিব্যা ভক্তি ॥৭৬॥

যে যোগিগণ মুনিগণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর তোমার পাদ-পদ্ম ধ্যান করেন, তাঁহারাও কোটিকল্পযুগে তোমার শ্রীচরণ দর্শন করেন না। হে মাতঃ! ক্ষীণজীবী মানবগণের কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে? ॥৭৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞাত্বাপি তত্ত্বব পদাম্বুজ-সেবনার্থ-
মুদ্বেগিনঃ পরিজনস্য চ মুক্তিরেব।
সংসার-সাগর-তরিস্তব পাদপদ্মম্
নান্যদ্বদন্তি গুরবঃ শ্রুতয়স্তথান্যে ॥৭৮॥
বাধন্তে খলু তাবদেব রিপবঃ পাপানি দুষ্টগ্রহাঃ।
যাবন্ন ব্রজতি ক্ষণঞ্চ হৃদয়ং মাতস্ত্বদীয়ে পদে॥
যাতে তত্র হৃদি প্রয়ান্তি সখিতামেতে সমস্তাঃ পুনঃ
তস্মাত্তেঽপি ন দুঃখদা ন সুখদা মাহাত্ম্যমেতত্তব ৭৯

তোমার পাদপদ্ম সেবার মাহাত্ম্য অবগত হইয়া যাঁহারা তোমার পাদপদ্মসেবনার্থ উদ্বেগী হন, তাঁহারা নিশ্চিতই মুক্ত হন। এই সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তোমার পাদপদ্মই একমাত্র তরণী, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাই গুরু, বেদ, শ্রুতি ও অন্যান্য জ্ঞানিগণ বলিতেছেন ॥৭৮॥

হে মাতঃ! যে পর্য্যন্ত জীবের চিত্ত তোমার চরণে ক্ষণকালের জন্যও বিচরণ না করে, তাবৎ কাল পর্য্যন্তই রিপুসকল, পাপ কর্ম্মসমূহ, দুষ্টগ্রহ সকল, নানা বিঘ্ন জন্মায়। কিন্তু একবার তোমার পাদপদ্মে মন সংলগ্ন হইলে, তাহারা পুনঃ সকলেই বন্ধু হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তাহারা প্রকৃত পক্ষে সুখদ কি দুঃখদ নহে; ইহাই তোমার মাহাত্ম্য ॥৭৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিংবা রত্ন-সহস্রমণ্ডিত-গবী-লক্ষাশ্বদানোদ্ভবৈঃ
পুণ্যৈশ্চাপি তথাশ্বমেধনিবহৈঃ কাম্যাদি-বাসৈরপি
কিংবাকোটি-সহস্র-কল্পকলিতৈর্ধ্যানৈস্তথাযোগতো
মাতস্ত্বৎ পদপঙ্কজে যদি মনঃ স্বল্পক্ষণবিশ্রাম্যতি ৮০
ব্যর্থং ত্বৎপদসেবিনোঽতুল-মহৈশ্বর্য্যার্থমুদ্বেগিনঃ
তেষাং তত্তু বিনিন্দিতং যত ইতি ত্বং রাজরাজেশ্বরী
কিন্ত্বেতন্নহি দূষণং খলু নৃণাং ত্বন্মায়য়া মোহিতা।
ব্রহ্মশ্রীহরি-শঙ্কর-প্রভৃতয়ো ব্যর্থং সমুদ্বেগিনঃ ।৮১

হে মাতঃ! যদি তোমার পাদপদ্মে মন ক্ষণকালও সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে, সহস্র রত্নমণ্ডিত গোদান, লক্ষ অশ্বদান, বহু ধ্যানের, অশ্বমেধজনিত পুণ্য, কাশ্যাদিবাস কিংবা যোগাবলম্বন, কোটি সহস্রকল্প ধ্যানের কি প্রয়োজন? ॥৮০॥

তোমার পদসেবাকারিগণের অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া নিষ্প্রয়োজন, বরং তাহা নিন্দনীয়, কারণ তুমি যে রাজেশ্বরী। কিন্তু এই উদ্বেগ মনুষ্যগণের পক্ষে দোষাবহ নহে। যেহেতু হরিহর প্রভৃতিও তোমার মায়াতে বৃথাই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন ॥৮১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব্যং নেদৃশমুত্তমং তনুভৃতাং যদ্বাঙ্ মনো দুর্গমম্
মত্বাত্মা নমিতঃ স্বয়ং পরিমিতং তদ্রূপমাসাদ্দিতম্
তচ্চ শ্রীহরি-পদ্মজ-ত্রিনয়নৈরগ্রাহ্য তেজোঽভবৎ
কস্মাত্তৎপরমং পরাৎপরতরং সম্ভাবয়ামোবয়ম্ ৮২
ঈশাদ্যাঃ পরিচারকাঃ সুবিমলং পাদ্যঞ্চ মূলং জলম্
চার্ঘ্যং তন্মনসঃ সুধাচমনকে গন্ধশ্চ তত্ত্বং পরম্।
পুষ্পাণীন্দ্রিয়রাশয়ো বহুবিধো ধূপশ্চ বায়ুস্তথা,
তেজো দীপইদং পরান্নমদনে ব্রহ্মাণ্ডপূর্ণন্তথা ।৮৩।

হে মাতঃ! তোমার এ উত্তম রূপ, চিন্তার বিষয় নহে। তুমি দেহিদিগের বাক্য ও মনের অগোচর, একারণ সাধকগণ একাগ্রমনা হইয়া মানসোপচারে তোমাকে অর্চ্চনা করিবারও অনুপযুক্ত; যেহেতু পরম পুরুষ ব্রহ্মাদিদেবগণও বাহ্য পূজোপচারে তোমার সেই অপরিমিত তেজোরূপ গ্রহণে সমর্থ হন না অতএব আমরা শ্রেষ্ঠাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেই পরম তেজোরূপ চিন্তা করিতেছি। (অর্থাৎ) হরিহর ব্রহ্মাদি যখন পরিমিত, (সসীম) পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে অক্ষম, তখন জন্ম মরণশীল দেহধারী জীবের পক্ষে সেই পরাৎপর ব্রহ্মের সাধন অসম্ভব ॥৮২॥

হে মাতঃ মহাদেবাদি দেবগণ তোমার পরিচারক স্বরূপ, সুনির্ম্মল মূল জল অর্থাৎ সহস্রদল কমলচ্যুত অমৃত পাদ্য, মন অর্ঘ্য, সহস্রদলগত সুধারস আচমনীয়, পৃথিবীতত্ত্ব গন্ধ, ইন্দ্রিয় সমূহ পুষ্প, বায়ুস্তত্ত্ব ধূপ, তেজস্তত্ত্ব দীপ, ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ পরমান্ন নৈবেদ্য,—॥৮৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেয়শ্চামৃত-সাগরঃ সুললিতং মাংসঞ্চ তুল্যং গিরে-
শ্ছত্রং চামরদর্পণেশশিমরুত্তীক্ষ্ণাংশবঃ শোভিতাঃ
ঘণ্টানাহতজ-ধ্বনর্ব্বিরচিতান্যন্যানি চান্যৈস্তথা,
তাম্বুলং পরিচারিকাবিরচিতং গন্ধাক্তমণ্ডলম্ ৮৪
বাদ্যঞ্চামৃতমুত্তমং বহুবিধং যোগীন্দ্রচেতোহরম্,
নৃত্যং গীতমপীদৃশং সুললিতং গন্ধর্ব্বকন্যাদিভিঃ
মঞ্চাধঃ স্থিত-পদ্মজ-ত্রিনয়নস্তোত্রং বিভিন্নাধ্বগম্
উচ্ছিষ্টাংশকভৈরবাদি কৃতিনামানন্দকোলাহলঃ ৮৫

—অমৃত সাগর পানীয়, গিরিতুল্য সুললিত মাংস সেবনীয়, চন্দ্রমণ্ডল ছত্র, বায়ুমণ্ডল চামর, সূর্য্যমণ্ডল দর্পণ, অনাহত ধ্বনি ঘণ্টা, ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণ কর্ত্তৃক বিরচিত পূজার অন্যান্য উপকরণ সমূহ এবং দেব গন্ধর্ব্ব কন্যাদি বিরচিত তাম্বুল ও আসন গ্রহণ কর ॥৮৩।৮৪॥

যাঁহার অগ্রে যোগীন্দ্রগণের চিত্তহারী বহুবিধ মধুর নৃত্য গীত গন্ধর্ব্ব কন্যাগণ কর্ত্তৃক গীত ; যাঁহার মঞ্চের নীচে ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতি অবস্থান করিয়া স্বকীয় অভিপ্রায়ানুসারে স্তব করিতেছেন, প্রসাদ গ্রহণকারী ভৈরবাদি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা আনন্দ কোলাহল হইতেছে ॥৮৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊর্দ্ধ্বাৎ সংস্রবদুত্তমামৃতরসৈঃ সংসিচ্যমানামুহু-
র্ব্বিদ্যাভির্দ্দশভিঃ করস্থকলসৈরানন্দকোলাহলৈঃ
পূজাদ্রব্য-সমগ্র-শীঘ্রনয়ন-ব্যগ্রা সমস্তা সখী,
দৃষ্টা .কৌতুকপূর্ণিতামভয়দাংতন্মণ্ডলে সংস্থিতাম্ ৮৬
ইত্যাদ্যৈঃ পরিশোভিতাং স্মিতমুখী-
মালোকয়ন্তীং পরাম্,
তন্মূর্ত্তিং কিয়দীক্ষণেন সহসা শশ্বজ্জ্বলন্তীং পরাম্
ধ্যাতুং কিংক্ষমতামুপৈতিবিধিবদ্দেবঃস যোগীশ্বরো
হপ্যস্মাকং সুতরাং তথা পুরুষতাং
নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব চ ॥৮৭॥

হে মাতঃ! তুমি আনন্দ-কোলাহল-নিরতা দশমহাবিদ্যাগণ কর্ত্তৃক করধৃত কলসীর ঊর্দ্ধভাগ হইতে ধারা কারে আপতিত অমৃত বারি দ্বারা মুহুর্মুহু অভিসিঞ্চিতা হইতেছ। দেবগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক হইতে পরিবৃত মণ্ডলমধ্যে সংস্থিতা তোমাকে আনন্দে পরিপূর্ণা অভয়দা অব-লোকন করতঃ তোমার সখিগণ পূজার দ্রব্য সম্ভার শীঘ্র আনয়ন নিমিত্ত ব্যগ্রতা সহকারে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন ॥৮৬॥

এবম্বিধ পরিশোভিতা ঈষদ্ধাস্য বদনা শ্রেষ্ঠমূর্ত্তিকে কিয়ৎক্ষণ দর্শনের দ্বারা সেই যোগীশ্বর দেবাদিদেবও সহসা সনাতনী দীপ্তিশালিনীকে বিধিবৎ ধ্যান করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন কি? (অর্থাৎ প্রাপ্ত হন নাই) সুতরাং আমাদের সেই প্রকার পুরুষকার কোথায়? অর্থাৎ নাই নাই নাই ॥৮৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদ্যেতেনচ তেনচ ত্রিনয়নি
ধ্যেয়ং ন রূপং তথা।
তস্মত্বা বিরমো ভবেন্ন জগতাং
কেনাপি দুঃখক্ষয়ঃ
কিন্তু ত্বৎপদসেবনায় চ সদা
যেষাং দৃঢ়ং মানসং
তে মুক্তা নিগমাগমশ্রুতিগণৈ
গীতস্ত্বিদং মে দৃঢ়ম্ ॥৮৮॥

হে মাতঃ ত্রিনয়নি! তোমার সেপ্রকার ধ্যান করা এইরূপে অসম্ভব মনে করিয়া যদি তাহা হইতে বিরত হওয়া যায়, তবে কি ত্রিজগতে কোনও জীবের দুঃখ ক্ষয় হইবে? কিন্তু তোমার পদসেবায় যাঁহাদের মন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করেন, আমার বিশ্বাস, বেদাদি তন্ত্র শাস্ত্র সমূহ ইহাই ঘোষণা করিতেছে ॥৮৮॥

ইতি সর্ব্বানন্দকৃত দেবীর স্তোত্র সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীদেব্যুবাচ।

বৎস! ত্বং পরিমুঞ্চ মুঞ্চ মধুরং
স্তোত্রং চিদানন্দজং,
পুণ্যাপুণ্যহরা বরাভয়করা নিষ্কামদা কামদা।
ব্যস্তাহং নিজনাথ সঙ্গবিরহাৎ পূর্ণা নিশীথাধুনা,
নব্যং বাঞ্ছসি তৎ বরং সুকুশলং
দেয়ং শুভং নিশ্চিতং ॥৮৯॥

শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ।

মাতঃ কিং বরমপরং যাচে,
সর্ব্বং সম্পাদিতমিতি সত্যং
যত্ত্বচ্চরণাম্বুজ মতি গুহ্যং,
দৃষ্টং বিধি হরমুরহর জুষ্টং ॥ ৯০॥

দেবী বলিলেন।

হে বৎস! হৃদয়ের আনন্দ দায়ক সুমধুর স্তব ত্যাগ কর। এখন রাত্রি শেষ হইয়াছে, আমি নিজ নাথের সঙ্গ লাভার্থ ব্যস্ত হইয়াছি, আমি পুণ্যহরা বরাভয়দায়িনী, কাম্য এবং নিষ্কাম বাঞ্ছিত ফলদাত্রী। অতএব তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী শুভবর প্রার্থনা কর, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাহা দিব ॥৮৯॥

সর্ব্বানন্দ বলিলেন।

মাতঃ! আমি তোমার নিকট অন্য আর কি বর প্রার্থনা করিব? আমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, যেহেতু হরিহর ব্রহ্মাদি বাঞ্ছিত তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছি ॥৯০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি বরমপরং মাতর্দ্দেয়ম্ (দেয়ং মাতঃ)
তন্নহি জানে পরহৃদয়স্থম্
যোঽয়ং পুরতঃ সুপ্তোদাসঃ,
তস্য তমপরং বরমভিধেয়ম্ ॥৯১॥

শ্রীদেব্যুবাচ

উত্তিষ্ঠ বৎস! মুক্তোঽসি যোগনিদ্রাং পরিত্যজ।
পশ্য মে পরমং রূপং যথেপ্সিতং বরং বৃণু ।৯২।
উক্ত্বা শিরসি পাদাব্জস্পর্শাৎপূর্ণঃ সচেতনঃ
দৃষ্ট্বা দেবীপদাম্ভোজং স্তোত্রং কুর্য্যাদ যথেপ্সিতম্ ৯৩

সর্ব্বানন্দ বলিলেন।

যদি অপর কোন বর দেওয়া তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে এই সুনিদ্র ভৃত্যের বাঞ্ছিত বর প্রদান কর। আমি তাহার অন্তরের ইচ্ছা অবগত নহি, যেহেতু উহা পরহৃদয়স্থ ॥৯১॥

শ্রীশ্রীদেবী বলিলেন।

হে বৎস! উঠ, তুমি মুক্ত হইয়াছ, যোগনিদ্রা পরিত্যাগ কর। আমার পরম রূপ দর্শন করিয়া তোমার ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর ॥৯২॥

দেবী পূর্ণানন্দের শিরে চরণ কমল অর্পণ করিয়া তাহাকে জাগ্রত করিলেন। দেবীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া পূর্ণানন্দ যথেপ্সিত স্তব করিতে লাগিল ॥৯৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণানন্দ উবাচ।

উদ্যচ্ছারদপূর্ণচন্দ্র-নখরে মঞ্জীর সংশিঞ্জিতে।
ব্রহ্মাদ্যঞ্জলিতর্পিতৈঃ সুকুসুমৈরাক্তেঽতিরক্তে পদে
যন্নেত্রালিমধুব্রতৈ র্নিপতিতং তেনৈব সিদ্ধং বরং
কিংনস্যাদপরং বরং ত্রিনয়নে! প্রার্থ্যং ত্বদীয়ে পদে ৯৪
যাং পশ্যন্তিন যোগিনশ্চিরতরং তপ্ত্বা পরাণাং পরাম্
সূক্ষ্মাং ব্রহ্মময়ীং সদাশিবতনুং ব্রহ্মেশ বিষ্ণুস্তুতাম্
তাং ত্বাং সেবক-বৎসলাং যদি পুনঃপশ্যামি সাক্ষাদহম্
মন্যে প্রাক্তনমুৎকটেন তপসা সম্পাদিতং পাদয়োঃ ৯৫

পূর্ণানন্দ বলিলেন।

শারদপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল নখর নিকরে ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক অঞ্জলি তর্পিত কুসুম সমূহ দ্বারা আলক্তরক্তিম মঞ্জীরস শিঞ্জিত তোমার পাদপদ্মে, ভ্রমর সদৃশ আমার নেত্রদ্বয় পতিত হওয়াতে আমি সিদ্ধবর হইয়াছি। অতঃপর তোমার পাদপদ্মে আর কি বর প্রার্থনা করিব ॥৯৪॥

মাতঃ! যোগিগণ চিরকাল তপস্যা করিয়াও তোমার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই, ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মময়ী, পরাৎপর সদাশিব তনুর স্তব করিয়া থাকেন, হে মাতঃ! আমি যদি সেই সেবক বৎসলা জননীর পাদপদ্ম পুনঃ দর্শন করিতে সমর্থ হই, তবে প্রাক্তনের উৎকট তপস্যা দ্বারা তাহা করিলাম বলিয়া মনে করিব ॥৯৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপোভূর্জ্জ্বলনো নভশ্চ পবনঃসত্ত্বাদয়স্তেগুণা-
উৎপন্নাস্ত্বয়ি বিশ্বমাতরি পুনঃ সাক্ষাদ্দগতায়াংসতি
সূক্ষ্মায়াং ত্বয়ি সূক্ষ্মতা বিধিমতে গচ্ছন্তি চেন্নিত্যশ
স্ত্বংব্রহ্মপ্রকৃতির্গিরীশ-চরণ-প্রামাণ্যমভ্যুৎকটম্ ৯৬

ত্বদ্ধ্যানার্পিত চেতসা তবপদদ্বন্দ্বার্চ্চনে যে রতাঃ
ত্বন্নামস্মরণে পরাৎপরতরে নির্ম্মাল্য-পাদোদকে।
নির্ধূতাখিল কল্মষাঃ কলিযুগে ভুক্তেহ
ভোগান্ পরান্,
যান্ত্যন্তে পরমাং গতিং মুনিগণৈ-
র্যল্লভ্যতে সাত্ত্বিকৈঃ ।৯৭।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমাদি পঞ্চভূত ও সত্ত্বরজতম এই গুণত্রয় সর্ব্বদা সূক্ষ্মরূপে তোমাতেই উৎপন্ন এবং তোমাতেই লয় হয়। মা! তুমি যে বিশ্বপ্রসবিনী ব্রহ্মপ্রকৃতি, শিব তোমার চরণতলে পতিত আছেন বলিয়াই বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইতেছে। ৯৬॥

যাঁহারা তোমার ধ্যানে চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন, সর্ব্বদা তোমার পাদ-দ্বয় অর্চ্চনা করিতেন; যাঁহারা তোমার নির্ম্মাল্য ও পাদোদক গ্রহণে এবং তোমার নাম স্মরণে পাপমুক্ত হইতেছেন। তাঁহারা এ কলিযুগে পরম সৌভাগ্য লাভ পূর্ব্বক অবশেষে সাত্ত্বিক মুনিগণ লভ্য পরম পদ লাভ করিবেন ॥৯৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলাং ত্বাং প্রকৃতিং বদন্তি মুনয়শ্চাত্মানমন্যে জনাঃ
কেচিত্তদ্দ্বয়মেব মূলমিতিতান্ ধীরান্ন মন্যামহে।
আত্মা নিত্যগুণোদয়োঽপি ভগবান্
জীবো যয়া মোহিতঃ
সংসার ভ্রম সঙ্কুলে নিপতিতাঃ
পশ্যন্তি কিন্তেন তৎ ॥৯৮॥

রূপন্তে বিমলং মুনীন্দ্র সকলৈ-র্ধ্যেয়ং পরং নিষ্কলম্,
মাতর্মাং প্রতিদর্শ্যতেস্ব কৃপয়া ধন্যোঽস্মি মন্যেঽপ্যহম্
কিন্তু ত্বৎ পদপঙ্কজে সুবিমলে চৈকং বরং প্রার্থিতম্
যদ্যাস্তে করুণাবয়োর্দ্দশবিধং রূপং বরং দর্শয় ৯৯

মুনিগণ তোমাকে মূলা প্রকৃতি বলিয়া থাকেন, অন্যেরা তোমাকে আত্মা বলেন। কেহ কেহ তোমাকে আত্মা ও মূল প্রকৃতি উভয় মিলিত বলেন, এ কারণে মুনিগণ ভিন্ন অন্যান্য মত প্রকাশক দিগকে ধীর বলিয়া মনে করি না; কেননা, তোমার মায়ায় নিত্য গুণ সম্পন্ন ভগবান আত্মাও মোহিত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হন, অতএব ভ্রমসঙ্কুল সংসারে নিপতিত মানবগণ কি তাহা জানিতে পারেন ॥৯৮॥

মাতঃ! মুনীন্দ্রগণ বাঞ্ছিত তোমার যে বিমল নিষ্কলঙ্ক রূপ কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন করাইলে, তজ্জন্য আমি ধন্য হইয়াছি। কিন্তু জননি! তোমার বিমল চরণে আর একটীবার প্রার্থনা করিতেছি, যদি আমাদের প্রতি তোমার দয়া থাকে তবে তোমার দশবিধ শ্রেষ্ঠ রূপগুলি দর্শন করাও ॥৯৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজোবাচ।

ততশ্চ পরমা বিদ্যা ভক্তায়ানুগ্রহায় বৈ।
স্বরূপং দর্শয়ামাস কাল্যাদি-দশরূপকম্ ॥১০০॥

আদ্যা স্তোত্রং

শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ।

ঘনাকারাকারা রিপুরুধিরধারাঞ্চিত-মুখী
গলদ্বেণীভারা গলললিতহারা হর-বধূঃ।
উদারা দুর্ব্বারা সুরগণবিহারা সুরসমা,
ময়া মেহারে সা ভুবনজননী দর্শনমিতা ॥১০১॥

তারপর রাজা দণ্ডীকে বলিলেন।

তখন সেই পরমাবিদ্যা ভগবতী ভক্তের প্রতি কৃপা পরবশা হইয়া কালিকাদি দশমহাবিদ্যা রূপ দর্শন করাইলেন ॥১০০॥

শ্রীসর্ব্বানন্দ দেব বলিলেন।

মাতঃ! তুমি নীরদবরণী, রিপুকুলের রুধির ধারায় তোমার বদন রঞ্জিত, তোমার কেশ সমূহ গলদেশে লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, তোমার গলে হার দুলিতেছে। তুমি হরবধূ উদার চরিত্রা আবার দুর্দ্ধর্ষ আসুরগণে বিহারশীলা, দেবগণে কৃপাকারিণী তুমি লোলজিহ্বা। মেহারে আমি সেই তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি ॥১০১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণানন্দ উবাচ।

বিধাত্রাদেরম্বা সুরতরুলিতম্বাম্বুজমুখী,
সুরম্ভা স্তম্ভোরু স্তনতুলিত কুম্ভাঞ্জননিভা।
জগত্তারা সারা রবিতনয়কারা ভয়হরা,
ময়া মেহারে সা ভুবনজননী দর্শনমিতা ॥১০২॥

সর্ব্বানন্দ উবাচ।

অসুররক্ত-গলিতবক্ত্র-চলদলক্ত-রাগিণী,
ধরণীলিপ্ত-কুটিলমুক্ত-চিকুরনক্ত-কারিণী।
কলিতখণ্ড-বিকৃতচণ্ড-দনুজমুণ্ড-মালিনী,
বিগতবস্ত্র-নিশিতশস্ত্র-কুণপমস্ত-ধারিণী ॥১০৩॥

পূর্ণানন্দের স্তব।

তুমি ব্রহ্মাদির জননী, দেবদারু বৃক্ষসদৃশ নিবিড় নিতম্ব শালিনী কমল বদনা, সুগোল কদলীবৃক্ষের ন্যায় তোমার উরু, তোমার উন্নত পয়োধর যুগল কুম্ভ সদৃশ, তুমি অঞ্জনরক্তা, জগতের ত্রাণকারিণী সারভূতা, কালভয় নিবারিণী, ভূবন জননী মৎকর্ত্তৃক মেহারে দৃষ্ট হইয়াছ ॥১০২॥

সর্ব্বানন্দ দেবের স্তব।

অসুর রুধির তোমার মুখ হইতে বিগলিত হইতেছে। তুমি অনন্ত রাগে রঞ্জিত. তোমার ধরণী বিলুণ্ঠিত ঘনকৃষ্ণ মুক্ত বেণী। তুমি খণ্ডীকৃত চণ্ড প্রভৃতি বিকট দৈত্যের মুণ্ডমালা পরিধান করিয়াছ এবং উলঙ্গিনী তীক্ষ্ণ অস্ত্র ও অসুর মুণ্ড ধারণ করিয়াছ ॥১০৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণানন্দ উবাচ।

সুরতকর্ম্ম-বিদিতমর্ম্ম-গিরিশশর্ম্ম-দায়িনী
অখিলসব্য-মনন লভ্য-ভুবনভব্য-কারিণী
অমৃতবৃষ্টি-ভুবিকরিষ্টি-পরমসৃষ্টি-দায়িনী।
প্রণত বিষ্ণু-গিরিশ জিষ্ণু-ভবিকরিষ্ণু-তারিণী ১০৪

সর্ব্বানন্দ উবাচ।

নত-শুভঙ্করী শব-শিরোধরী,
রিপু-ভয়ঙ্করী রণ-দিগম্বরী,
জলদ-রূপিণী সমর-নাদিনী,
মদ-বিমোহিনী দ্বিরদ-গামিনী ॥১০৫॥

পূর্ণানন্দ উবাচ।

নিশিত-শায়কাসুর-বিদারিণী,
হিমগিরি ধ্বজাচল নিবাসিনী।
ভবসরিত্তরি গিরিশ-কামিনী
চরণনূপুরধ্বনি-বিনোদিনী ॥১০৬॥

পূর্ণানন্দ—তুমি কর্ম্মতৎপরা, অন্তর্যামিণী, শিবমঙ্গলদায়িনী, বিশ্বের জ্ঞানিগণের জ্ঞানলভ্যা, জগতের মঙ্গলবিধায়িনী, অমৃতবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর অরিষ্ট নাশ করিয়া সুফল উৎপাদন করিতেছ এবং প্রণত ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বরাদির ত্রাণকারিণী ॥১০৪॥

সর্বানন্দদেব—তুমি অনুগতপালিনী, নরমুণ্ডধারিণী, শত্রুভয়দায়িনী, রণে উলঙ্গিনী, নীরদবরণী, সমরে হুহুঙ্কারকারিণী এবং মদমত্তা গজেন্দ্র গামিনী ১০৫

পূর্ণানন্দ—তুমি তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা অসুরঘাতিনী, তুমি হিমালয় ধ্বজাচল অর্থাৎ গৌরী শঙ্কর নিবাসিনী, ভবনদী পারের তরী, শিব সিমন্তিনী চরণ নূপুরের ধ্বনি দ্বারা আনন্দদায়িনী ॥১০৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দ উবাচ ।

জগদুপদ্রব ব্রজ-বিভাবরী,
শতদিবাকর পরম-সুন্দরী ।
অনিভৃত-জ্বলৎ-কুটিল-কুন্তলা,
শবকরাবলি-ধৃত কটিস্থলা ॥১০৭॥

পূর্ণানন্দঃ ।

দেবদনুজাদি-রণভীম রসনোজ্জ্বলা,
ভীমতর-দৈত্যকর-বদ্ধ-কটিমেখলা ।
কণ্ঠ গলদস্র নরমুণ্ডচয়-মালিনী,
সৈব মম চেতসি বিভাতি কুল কামিনী ॥১০৮॥

সর্ব্বানন্দ উবাচ ।

সব্য কর শায়ক সুরারি কুল ঘাতিনী,
কল্পঘন-রাবরব ঘোরতর নাদিনী ।
দেব পশুনাথ শব বক্ষসি বিরাজিতে,
দেহি তব পাদ যুগং ভক্তি মতি হীনকে ।১০৯।

সর্ব্বানন্দদেব—মাতঃ ! জগতের অশান্তি সদৃশা তমোময়ী নিশাও তুমি আবার শত সূর্য্য সদৃশা উজ্জ্বলা পরমা সুন্দরীও তুমি, যিনি নিত্য দীপ্তিমতি কুটিলকুন্তলা, শবকর মেখলা পরিহিতা সেও তুমি ॥১০৭॥

পূর্ণানন্দ—মাতঃ ! তুমি দেবদানব দিগের যুদ্ধে ভীতিপ্রদ উজ্জ্বল রসনাযুক্তা, অত্যন্ত ভীতিপ্রদ দৈত্যগণের করাবলিরচিত কটিবন্ধধারিণী নৃমুণ্ডমালা শোভিতা কুলকামিনী আমার চিত্তে উদ্ভাসিতা হইতেছ । ১০৮

সর্ব্বানন্দ—মাতঃ । তুমি বামকরধৃত অস্ত্র দ্বারা দেবারিকুল বিনাসিনী প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন কারিণী । শবরূপী-শিববক্ষ বিহারিণী, মা তোমার পদযুগল এই ভক্তি মতি হীনকে দান কর ॥১০৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ তারা স্তোত্রং।

সর্ব্বানন্দ উবাচ।

শতকোটি দিবাকর কান্তিযুতম্,
বিধিবিষ্ণু শিরোমণি রত্নধৃতম্।
চলদুজ্জ্বল নূপুর গানযুতম্,
জগদীশ্বরি! তারিণি! তে চরণম্ ॥১১০॥

পূর্ণানন্দ উবাচ।

বিষয়ানল তাপিত তাপহরম্,
বিধিশৌরি মহেশ বিধান করম্।
শিব শক্তিময়ং ভয়নাশ করম্,
জগদীশ্বরি! তারিণি! তে চরণম্ ॥১১১॥

সর্ব্বানন্দ—হে জগদীশ্বরি! তারিণি! তোমার চরণ যুগল, শতকোটী, দিবাকরের উজ্জ্বল দীপ্তি সমন্বিত, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরোমণির রত্ন বিনির্ম্মিত মধুর ধ্বনিযুক্ত নূপুর পরিহিত ॥১১০॥

পূর্ণানন্দ—হে জগদীশ্বরি! হে তারিণি! তোমার চরণ যুগল, বিষম বিষয়ানল সন্তপ্ত প্রাণীদিগের তাপহারী, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরের নিয়ামক শিবশক্ত্যাত্মক ও ভীতিনাশক ॥১১১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দ উবাচ।

কুসুমাকর শেখর ধূসরিতম্,
মদমত্ত মধুব্রত গুঞ্জরিতম্।
জগদুদ্ভব পালন নাশকরম্,
জগদীশ্বরি তারিণি! তে চরণম্ ॥১১২॥

পূর্ণানন্দ উবাচ।

মাতস্ত্বন্নিজদাস দাস তনয়ঃ শূদ্রঃ পুনা যাচতে।
সর্ব্বানন্দ-কুলস্য ভক্তিরচলা ত্বৎপাদপদ্মে সদা
মন্ত্রোঽয়ং চিরমস্তু মাস্তু রিপুতা চক্রে জগত্তারিণি
ব্রহ্মা ত্বচ্চরণারবিন্দযুগলং পশ্যামি যৎ সেবয়া ১১৩

সর্ব্বানন্দ—হে মাতঃ! জগত্তারিণি! জগদীশ্বরি! তোমার চরণ যুগল, বসন্ত কালীয় পর্ব্বত চূড়ার ন্যায় ধূসরবর্ণ মদমত্ত মধুকর সমূহের গুঞ্জন শব্দযুক্ত, উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশক ॥১১২॥

পূর্ণানন্দ—হে মাতঃ! তোমার নিজ দাসানুদাস তনয় আমি শূদ্র পুনা, এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যাহার সেবা করিয়া আমি তোমার ব্রহ্মপদসদৃশ চরণ যুগল দর্শন লাভ করিলাম; সেই সর্ব্বানন্দ বংশের ভক্তি যেন তোমার পাদপদ্মে অচলা থাকে এবং এই সিদ্ধমন্ত্র যেন তাহাদের পক্ষে কখনও অরিচক্র দূষিত না হয় ॥১১৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতস্ত্বন্নিজদাসশম্ভুতনয়ঃ
সর্ব্বোঽতি খর্ব্বোঽভবদ্,
বিদ্যাভিঃ সকলাভিরেব তনয়ো
দুর্গে সমাসাদ্যতাম্
যদ্বা ভূপতি-সংসদি প্রণিহিতা
কুহ্বামহো পূর্ণিমা।
তত্তাদৃক্ কুরু পূর্ণচন্দ্র-নখরৈ-
রাচ্ছাদ্য সর্ব্বং জগৎ ॥১১৪॥
বংশেঽস্মিন্ ত্রিজগন্নিবাস জননি
ত্বৎপাদসন্দর্শিনঃ
ক্রোধাহঙ্কৃতিদর্জ্জরেণ মনসা
নিন্দন্তি হিংসন্তি যে
তেষামৃদ্ধি কুলক্ষয়ো ভবতু তে
শিষ্যাঃ সমৃদ্ধা ভব-
ন্তস্তেষাং বিপদাং কদাচিদপি তে
দৃষ্টির্ন ভূয়াৎ পুনঃ ॥১১৫॥

হে মাতর্দুর্গে! তোমার নিজদাস, শম্ভুতনয়, সর্ব্বানন্দ বিদ্যাহীনত্ব প্রযুক্ত খর্ব্বঅর্থাৎ অতিমূর্খ পাগল বলিয়া রাজসভায় প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাহাকে সকলবিদ্যাসম্পন্ন করাও এবং তিনি রাজ সভাতে অদ্য অমাবস্যা স্থলে পূর্ণিমা তিথি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব মাতঃ! রজনীর অবশিষ্টাংশ পূর্ণ চন্দ্ররূপ নখর দ্বারা সমগ্রজগৎ আচ্ছাদন কর। ॥১১৪॥

হে মাত র্জগজ্জননি! তোমার পাদপদ্ম দর্শন কারীকে যাহারা ক্রোধ বা অহঙ্কার বশতঃ প্রকাশ্য বা মনের দ্বারা হিংসা বা নিন্দা করে, তাহাদের ধন ও বংশ যেন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সর্ব্বানন্দ বংশের শিষ্য সকল সমৃদ্ধি শালী ও তাহাদের কোনও বিপদ্ যেন কোনদিন দৃষ্ট না হয় ॥১১৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানন্দবিনির্ম্মিতং স্তববরং যৈঃ পঠ্যতে শ্রূয়তে
ভক্ত্যা ভক্তিরপি ত্বদীয়চরণে তেষাং বিধেয়া পরা
এতন্মে বরমুত্তমং যদিবরং মাতস্ত্বদীয়ে পদে
ব্রহ্মাদি প্রণতি প্রণম্র মুকুটাগ্রাচ্ছাদিতাগ্র স্থলে ১১৬

রাজোবাচ।

স্তোত্রে ভগবতী তুষ্টা তাভ্যাং দত্ত্বা বরং তদা।
নখেন্দুং দর্শয়িত্বা সা গতা শ্রীশিবসন্নিধৌ ॥১১৭॥
ইতুক্তং সিদ্ধিবৃত্তান্তং সর্ব্বানন্দেন যৎ কৃতম্।
নিন্দনাচ্ছিব-নিন্দাস্যাদতো মা নিন্দ তং বুধ ! ।১১৮
ভূয়োঽপৃচ্ছত্ততো দণ্ডী রাজানং কুলনন্দনম্।
নির্জ্জনে যৎকৃতা সিদ্ধিঃ কথং তদ্‌জ্ঞায়তে বদ ১১৯

হে ত্রিজগজ্জননি ! ব্রহ্মাদির মুকুট যে চরণে অবলুণ্ঠিত হয়, আমি সেই চরণে এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, সর্ব্বানন্দ কৃত এই স্তব, যে ভক্তির সহিত পাঠ এবং শ্রবণ করিবে, তোমার পাদপদ্মে যেন তাহার পরা ভক্তির উদয় হয় ॥১১৬॥

স্তবে ভগবতী পরিতুষ্টা হইয়া প্রার্থিত বর প্রদান পূর্ব্বক নখচন্দ্র প্রদর্শন করিয়া শিব সন্নিধানে গমন করিলেন ॥১১৭॥

এই সর্ব্বানন্দদেবকৃত সিদ্ধিরহস্য বর্ণনা করিলাম। সর্ব্বানন্দ দেবের নিন্দা করিলেই তাহা শিবনিন্দাতুল্য হয়। অতএব হে প্রভু তাহার নিন্দা করিবেন না ॥১১৮॥

অতঃপর দণ্ডী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্ব্বানন্দ দেব নির্জ্জনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে অবগত হইলে ? তৎসমস্ত প্রকাশ করিয়া বল ॥১১৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৎ পুরস্থা জনাঃ সর্ব্বেঽপশ্যংস্তং তৎ ত্রিযামকে
শশ-হীনং পূর্ণচন্দ্রং বিস্মিতাঃ পুরবাসিনঃ ॥১২০॥
শুভং বাপ্যশুভং বাপি হ্যেতদাশ্চর্য্য বীক্ষণম্।
ন জানে দৈব কর্ম্মেদং নিশ্চিতং পণ্ডিতৈর্দ্বিজৈঃ ১২১
শ্রীসর্ব্বানন্দ নাথোঽপি সদানন্দঃ স্থিরঃ সদা।
মূকবদ্বিহরেদত্র নিস্পৃহঃ শান্ত চিত্তকঃ ॥১২২॥
প্রালেয়-বারণার্থায় চান্তে কতিপয়ে দিনে।
দত্তং তস্মৈ পটৈকন্তু বহুমূল্যঞ্চ রাঙ্কবম্ ॥১২৩॥
সর্ব্বানন্দোঽপি বেশ্যায়ৈ দুকূলং হর্ষতোঽদদৎ।
কুকর্ম্মাণন্তু তং জ্ঞাত্বা নিন্দন্তি মিত্রকাদয়ঃ ॥১২৪॥

রাজা বলিলেন আমার পুরবাসিগণ সেই রাত্রের তৃতীয় প্রহরে কলঙ্কহীন পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল ॥১২০॥

এই প্রকার চন্দ্রমা দর্শন শুভ কি অশুভ লক্ষণ তদ্বিষয় জানিতে ইচ্ছুক হইলে, পণ্ডিতগণ ইহা দৈব ঘটনা বলিয়া স্থির করিলেন ॥১২১॥

শ্রীসর্ব্বানন্দদেবও সেই সময় হইতে সদানন্দ, স্থির, স্পৃহাশূন্য শান্ত এবং মূকবৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১২২॥

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, আমি তাহাকে শীত নিবারণার্থে একখানা শীতবস্ত্র-শাল-প্রদান করিয়াছিলাম ॥১২৩॥

তিনি ঐ বস্ত্রখানা প্রীতি বশতঃ কোন বারবণিতাকে দান করেন, এই জন্য তাঁহার বন্ধুগণ এই গর্হিত কার্য্যের জন্য নিন্দা করেন ॥১২৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুত্বৈতৎ পরমানন্দঃ কোপাদ্রুণ-লোচনঃ।
গৃহিণ্যাস্তৎস্বরূপং হি দুকূলং তূর্ণমানয় ॥১২৫॥
ভাগিনেয়ঃ ষড়ানন্দস্তচ্ছ্রুত্বা প্রযযৌ গৃহম্।
পুনঃ পুনর্ম্মাতুলানীত্যুক্ত্বাবস্ত্রং প্রদেহি তৎ ॥১২৬॥
কার্য্যান্তর-গতা সাপি প্রত্যুত্তরবিবর্জ্জিতা।
রোষাদ্ভীতো মাতুলস্য দেহি বস্ত্রং পুনঃ পুনঃ ॥১২৭॥
আগতা তারিণী তত্র বরদা ভক্তবৎসলা।
গৃহাদ্ধস্তং বিনিঃসার্য্য তৎস্বরূপং পটংদদৌ ॥১২৮॥
কোটি-সূর্য্যাগ্নি-চন্দ্রভা দীপ্যতে নখচন্দ্রকে।
হেম-রত্নাদি-ঘটিতং কঙ্কণং কর-শোভিতম্ ॥১২৯॥

ঐ নিন্দা বাক্য শ্রবণ করিয়া সদানন্দময় সর্ব্বানন্দদেব ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া, গৃহিণী হইতে ঐরূপ বস্ত্র আনয়ন করিবার জন্য (আদেশ) ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন ॥১২৫॥

ভাগিনেয় ষড়ানন্দ তাহা জানিয়া গৃহে গমন করিয়া মাতুল পরিত্যক্ত ঐ বস্ত্র দেওয়ার জন্য মাতুলানীকে বারংবার বলিতে লাগিলেন ॥১২৬॥

মাতুলানী সেইসময় কার্য্যান্তরে গৃহে অনুপস্থিত থাকা হেতু উত্তর না দেওয়াতে, মাতুলের ক্রোধের ভয়ে বস্ত্র দেওয়ার জন্য পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন ॥১২৭॥

সেই স্থানে ভক্ত বৎসলা, বরদায়িনী, জগন্মাতা, আবির্ভূতা হইয়া গৃহ হইতে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ঐরূপ প্রার্থিত বস্ত্র প্রদান করিলেন ॥১২৮॥

জগন্মাতার নখচন্দ্র কোটি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইল এবং তাহার কর শোভিত হেমরত্নাদি খচিত কঙ্কণ শোভা পাইতে লাগিল ১২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তং বিলোক্য ষড়ানন্দো বিস্মিতোঽপ্যত্ততাং গতঃ।
স্তোত্রং কুর্য্যাদ্বহুবিধং ভক্তিভাবেন ভাবিতঃ ১৩০

ষড়ানন্দ উবাচ।

ত্বমীশ্বরী পূর্ণ-শশাঙ্করূপা।
মেহারদেশে কিল সংপ্রতিষ্ঠা।
রাজ্ঞঃ সুভাগ্যাতিশয় প্রকাশা,
ধন্যাঃ সমস্তাঃ পুরবাসিলোকাঃ ॥১৩১॥

কুহ্বাং প্রকাশং নখরস্য তেজ-
স্ততেজসীন্দুরহিতঃ কলঙ্কৈঃ
অহঞ্চ ধন্যঃ করমীক্ষিতঃ সন্,
যত্তৎকৃপয়া ময়ি চিৎপ্রসন্না ॥১৩২॥

ধ্যাত্বা তু তদ্রূপমহর্নিশন্তে;
ব্রহ্মাদি-যোগীন্দ্রগণাঃ সুশক্তাঃ।
শক্তা অশক্তাস্তবরূপমানে,
কিং স্তৌমি নিত্যে! জড়ধীর্যতোঽহম্ ১৩৩

তাহা দর্শন করিয়া ষড়ানন্দ বিস্মিত ও মত্ত হইয়া, ভক্তিভাবে বহুবিধ স্তোত্র করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৩০॥

ষড়ানন্দ বলিলেন।

হে মাতঃ! তুমি ঈশ্বরী, পূর্ণচন্দ্র সদৃশী, রাজার অতিশয় সৌভাগ্য হেতু তুমি আজ মেহারে আবির্ভূতা, এজন্য পুরবাসিগণও ধন্য হইয়াছে ॥১৩১॥

তোমার নখের জ্যোতিঃ অমাবস্যা রাত্রিতে নিষ্কলঙ্ক শশধরের ন্যায় প্রকাশ পাইয়াছে এবং তুমি চিৎস্বরূপা হইয়াও যে কৃপাবশে আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া তোমার শ্রীকর দর্শন করাইয়াছ এজন্য আমি ধন্য হইয়াছি ১৩২

সুশক্ত ব্রহ্মাদি-যোগীন্দ্রগণ অহর্নিশ তোমার ধ্যান পরায়ণ হইয়াও তোমাররূপ চিন্তনে অক্ষম হন, এইরূপ অবস্থায় আমার ন্যায় স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি তোমার কি স্তব করিবে ॥১৩৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্বং বিশ্বমাতা জগতঃ প্রসূতা,
ত্বং বিশ্বকর্ত্রী বহুধৈক ধাত্রী।
ত্বং বিশ্বমূলা করুণা নিধানা,
ত্বং বিশ্বমিত্রা চ বিধের্ব্বিধাত্রী ॥১৩৪॥
ত্বং সর্ব্বকর্ত্রী সকলস্য হর্ত্রী,
ত্বং সর্ব্বভর্ত্রী পরমা পরাত্মা।
ত্বং সর্ব্ববুদ্ধিঃ কিল চিত্তশুদ্ধিঃ,
ত্বং সর্ব্বমুক্তা সকলেষু যুক্তা ॥১৩৫॥

রাজোবাচ।

তত্রাগত্যাগমাচার্য্যঃ সর্ব্বানন্দস্য সোদরঃ
অপৃচ্ছদ্বৃত্তং কিং বৎস স্তুতিং কস্য করোষিবা ১৩৬

তুমি বিশ্বের মাতা ও প্রসূতি, তুমি বিশ্বের কর্ত্রী ও বহুরূপিণীএবং অদ্বিতীয়ধাত্রী। তুমি জগতের মূলাধারা, তুমি করুণানিধানা, তুমিই বিশ্বের হিতকারিণী এবং তুমিই বিধির বিধানকারিণী ॥১৩৪॥

তুমিই এই বিশ্বের কর্ত্রী এবং সকলের বিধানকারিণী, তুমিই সকলের পালনকারিণী, পরমাত্মা, তুমি সর্ব্বঘটে বুদ্ধিরূপিণী এবং জীবের চিত্ত বিশুদ্ধকারিণী তুমি সকল হইতে নির্লিপ্তা হইয়াও সকলের মধ্যে বিরাজিতা ॥ ১৩৫ ॥

রাজা বলিলেন।

তখন সেই স্থানে সর্ব্বানন্দের সহোদর আগমাচার্য্য উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিষয় কি? তুমি কাহার স্তব করিতেছ? ॥১৩৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শূন্যাগারে পটং কেন দত্তং তে পুরতঃ স্থিতম্।
তব্বদস্ব ষড়ানন্দ কথমুন্মত্ত ভাষসে ॥১৩৭॥

ষড়ানন্দ উবাচ।

যোনীলাচল-বিন্ধ্যশৈল-বদরী গঙ্গাব্ধি-বারাণসী-
কামাখ্যা সুবপুর্জ্জহৌ ভগবতী পাদাম্বুজ-প্রাপ্তয়ে।
সোহয়ং শম্ভুমহাত্মনস্তনুভবো মেহারে পীঠস্থলে,
দেবীং মানুষচক্ষুষা দশবিধামীক্ষাম্প্রচক্রেকলৌ ১৩৮
যস্যাঃ পাদনখাগ্রসোমকিরণৈঃ কুহ্বামভূৎ পূর্ণিমা,
দৃষ্ট্বা তৎকরমুত্তমং নরপতি র্যন্মায়য়া মোহিতঃ॥
যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ করতলং পশ্যামি বস্ত্রাবৃতম্,
তস্যা অঙ্ঘ্রিযুগস্য বীক্ষণবিধৌ মদ্বুদ্ধিরুন্মত্ততাম্১৩৯

হে ষড়ানন্দ! এই শূন্যাগারে তোমার সম্মুখে এই বস্ত্র কে তোমাকে দিল এবং তুমি উন্মত্তের ন্যায় কথা বলিতেছ কেন? ॥১৩৭॥

ষড়ানন্দ বলিলেন।

যিনি নীলাচল, বিন্ধ্যগিরি সিন্ধু, শৈল, বদরিকাশ্রম, গঙ্গাসাগর, বারাণসী এবং কামাখ্যাতে ভগবতীর সাক্ষাৎ প্রাপ্তির জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই শম্ভুনাথের আত্মজ এই মেহারে পীঠস্থানে কলিযুগে মানুষ চক্ষু দ্বারা দেবীকে দশবিধরূপে দর্শন করিয়াছেন ॥১৩৮॥

যাঁহার পাদ-পদ্মের নখরূপ চন্দ্র কিরণ প্রভাবে অমাবস্যা পূর্ণিমাতে পরিণত হইয়াছিল, যাঁহার সেই সুন্দর কিরণ দর্শন করিয়া নরপতি মায়া মোহিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহার ঈষদনুগ্রহে এই বস্ত্রাবৃত কর আমি দর্শন করিলাম, তাঁহারই পাদপদ্ম দর্শনার্থ আমার বুদ্ধি উন্মত্ততা প্রাপ্ত হইয়াছে ।।১৩৯।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজোবাচ।

ইত্যাদি বহুলং ব্যক্তং ষড়ানন্দেন যৎকৃতম্।
অস্মাভির্জ্জাপিতং সর্ব্বং ময়া প্রোক্তং বিশেষকম্ ১৪০
পট্টৌ দ্বৌ বীক্ষিতাঃ সর্ব্বে বিস্মিতা ভ্রমসঙ্কুলাঃ।
মদ্দত্তং নৈব জানামি বস্ত্রযুগ্মং সমং যতঃ ॥১৪১॥
সর্ব্বানন্দস্তদন্তেঽপি পূর্ণানন্দেন সংযুতঃ।
ভাগিনেয়-ষড়ানন্দ সহিতো গন্তুমুদ্যতঃ ॥১৪২॥
শাপন্দত্বা দাসবংশং বাণচন্দ্র-প্রমাণকে।
মদ্বংশে যুগ্ম যুগ্মেচ মানে বংশলয়ো ভবেৎ ১৪৩
শ্রুত্বা তু বল্লভা দেবী কাতরা বহুদুঃখিতা।
রক্ষ রক্ষ মহাদেব দাসীং প্রতি কৃপাঙ্কুরু ।১৪৪।

ষড়ানন্দ এইরূপ যে সমস্ত বিষয় আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন তৎ সমুদয়ের কীর্ত্তন করিলাম ॥১৪০॥

সেই বস্ত্র দুইখানা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত এবং বিভ্রান্ত হইল, বস্ত্র যুগল একই রকম বলিয়া আমার প্রদত্ত কোনখানা স্থির করিতে পারিলাম না।১৪১

অতঃপর সর্ব্বানন্দ দেব ভাগিনেয় ষড়ানন্দ এবং পূর্ণানন্দের সহিত গমনোদ্যত হইলেন ॥১৪২॥

দাসবংশের পঞ্চদশ পুরুষে এবং নিজবংশের দ্বাবিংশপুরুষে বংশলোপ হইবে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন ॥১৪৩॥

তৎ শ্রবণে বল্লভাদেবী সর্ব্বানন্দের পত্নী দুঃখে কাতরা হইয়া বলিলেন, হে মহাদেব! রক্ষা কর রক্ষা কর দাসীর প্রতি কৃপা কর ॥১৪৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তোত্রং ধ্যানং ন জানামি বামাহং প্রাণবল্লভ।
দয়ালুস্ত্বং কৃপাযুক্তো মাং পাহি ভব-সঙ্কটাৎ ।১৪৫।
শিবনাথায় তন্মন্ত্রং যন্মন্ত্রং শিবভাষিতম্।
দত্ত্বাতু পরমেশান মাং পাহি ভব-সঙ্কটাৎ ।১৪৬।
তদন্তে শিবনাথস্য কর্ণে মন্ত্রং দদেন্মুদা।
বল্লভায়ৈ বরং দত্ত্বা অচিরান্মুক্তি ভাবিনী ।১৪৭।
শিবনাথস্তদন্তেঽপি শ্রীগুরোশ্চরণাম্বুজে।
স্তুতিঞ্চক্রে বহুবিধাং স্বেষ্টবিদ্যা প্রসিদ্ধয়ে ১৪৮

আমি বামা স্ত্রীলোক হে প্রাণবল্লভ! আমি স্তব স্তুতি জানি না। তুমি দয়ালু, কৃপাযুক্ত, আমাকে ভব সঙ্কট হইতে উদ্ধার কর ॥১৪৫॥

হে পরমেশান! মহাদেব কর্ত্তৃক যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা শিবনাথকে প্রদান করিয়া আমাকে ভব সঙ্কট হইতে পার কর ॥১৪৬॥

তৎপর সন্তুষ্ট চিত্তে "অচিরাৎ তুমি মুক্ত হইবে" এই বলিয়া পত্নী বল্লভাদেবীকে বর দিয়া আনন্দের সহিত শিবনাথের কর্ণে সেই সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করিলেন ॥১৪৭॥

অতঃপর শিবনাথ স্বীয় ইষ্ট বিদ্যা সিদ্ধিলাভার্থে শ্রীগুরু চরণে বহু প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন ॥১৪৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তোত্রং।

ত্বমেকং নমামি ত্বমেকং স্মরামি,
ত্বমেকং পরংব্রহ্মরূপং ভজামি।
নমস্তে পরংব্রহ্ম হৃৎপদ্মবাসী,
নমস্তে পরংব্রহ্ম চিদ্বিম্বকাশী,
নমস্তে পরংব্রহ্ম রূপৈকভাসী,
নমস্তে কৃপাক্তো গুরুত্ব প্রকাশী ॥১৪৯॥

নিরাকারায় নিত্যায় সগুণায় চিদাত্মনে।
সাধকাভীষ্টদানায় পাহি মাং ভব-সাগরাৎ ॥১৫০॥
স্বাত্মজস্য স্তবেনাপি তুষ্টোঽভূৎ পরমেশ্বরঃ।
বরং দদামি তে বৎস! শৃণু সুস্থির-মানসঃ ॥১৫১॥

স্তোত্র

তুমিই এক তোমাকে নমস্কার করি, তুমিই এক তোমাকে স্মরণ করি, তুমি পরমব্রহ্ম হৃৎপদ্মবাসী তোমাকে নমস্কার, তুমিই একমাত্র পরব্রহ্ম তোমাকে ভজনা করি, তুমি চিত্তবিম্বে প্রকাশ-মান পরব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার, তুমি একমাত্র পরমব্রহ্ম স্বরূপ, তুমি কৃপাময় এবং গুরুবাক্য প্রকাশক তোমাকে নমস্কার ॥১৪৯॥

তুমি নিত্য নিরাকার, সগুণ, চিদাত্মা, সাধকের অভীষ্টপ্রদ, তোমাকে নমস্কার। তুমি দয়া করিয়া আমাকে ভবসাগর হইতে ত্রাণ কর ॥১৫০॥

আত্মজের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্বানন্দ দেব বলিলেন, হে বৎস। স্থির চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। আমি তোমাকে বর দিতেছি ॥১৫১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাত্মবিদ্যা মন্ত্ররূপা গুরুরূপেণ ভাষিতাঃ।
পুরুষৈকাদশং যাবৎ হৃৎপদ্মেষু ব্যবস্থিতাঃ ১৫২
বীরাচার-রতো যোহি শক্তি-মার্গানুসারতঃ।
স্বেষ্ট-বিদ্যা হৃদম্ভোজে প্রত্যক্ষা ভবতি ধ্রুবম্ ১৫৩
তদন্তে ভক্তি-মার্গেণ স্বপ্নে সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
বীরাচারং বিনা বিদ্যা প্রসন্না নৈব জায়তে।১৫৪
দ্বাবিংশতৌ তু পূর্ণে তু পুরুষে শৃণু মৎসুত।
নিগূঢ়া পরমা বিদ্যা পুনর্ব্ব্যক্ত্বা নিবর্ত্তিতা ॥১৫৫॥
উক্ত্বেত্থং কুলনাথোঽসৌ সেনহট্টং যযৌ মুদা।
অসৃজৎ সৎসুতং তত্র কৃত্বা দারপরিগ্রহম্ ॥১৫৬
চিরং স্থিত্বা তু পঞ্চাশদ্বর্ষোঽব্দে পরমেশ্বরঃ।
সন্ত্যজ্য স্বাশ্রমাচারং গত্বা বারাণসীং পুরীম্ ॥১৫৭॥

গুরুরূপে শিবকর্ত্তৃক কথিত মন্ত্ররূপ আত্ম বিদ্যা একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত হৃৎপদ্মে অবস্থিত থাকিবে ॥১৫২॥

যে, শক্তি মার্গানুযায়ী বীরাচার পরায়ণ হইবে, নিশ্চয়ই তাহারই হৃৎপদ্মে ইষ্টবিদ্যা প্রত্যক্ষা হইবে ॥১৫৩॥

তৎপর ভক্তিমার্গে তাহা স্বপ্নে সিদ্ধ হইবে। কিন্তু বীরাচার ব্যতীত বিদ্যা কখনও প্রসন্না হইবে না ॥১৫৪॥

হে মৎপুত্র! দ্বাবিংশ পুরুষে সেই নিগূঢ়া পরমাবিদ্যা একবার প্রকাশ হইয়া পুনরায় নিবর্ত্তিত হইবে ॥১৫৫॥

এইরূপ বলিয়া কুলনাথ সর্ব্বানন্দদেব সেনহাটী চলিয়াগেলেন তথায় দার পরিগ্রহ করিয়া সৎপুত্র উৎপাদন করিলেন ॥১৫৬॥

পঞ্চাশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া স্বীয় আশ্রম আচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারাণসী গমন করিলেন ॥১৫৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবধূতবদাচারমাচরত্যধুনা মুদা।
পূর্ণানন্দ ষড়ানন্দৌ ভৃত্যৌ দ্বৌ সাবধুতকৌ ॥১৫৮॥

দণ্ড্যুবাচ।

বেদাদি-নিন্দিতং মদ্যং কথং পিবন্তি পণ্ডিতঃ।
তদ্বদস্ব মহারাজ! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১৫৯॥

রাজোবাচ।

জ্ঞানার্ণবে শিবোক্তং যৎ তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে।
বৃথাপানং যঃ কুরুতে, সুরাপানং তদুচ্যতে ॥১৬০॥
স মহাপাতকী চৈব বেদাদিষু নিরূপিতঃ।
অতএব হি বিপ্রেন্দ্র বৃথা পানং নচাচরেৎ ॥১৬১॥

এখন তিনি পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দ ভৃত্যদ্বয়সহ, তথায় অবধুতবৎ আচার অবলম্বন করিয়াছেন ॥ ১৫৮ ॥

দণ্ডী বলিলেন।

যে মদ্য বেদাদি নিন্দিত, তাহা পণ্ডিত লোক কিরূপে পান করেন, তদ্বিষয়, হে মহারাজ আমাকে বলুন, আমি উত্তম রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৫৯ ॥

রাজা বলিলেন।

হে মহামতে! জ্ঞানার্ণবে শিব যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। শিব বলিয়াছেন যে, বৃথাপান করিলেই সুরাপান করা হয় ॥ ১৬০ ॥

যে ব্যক্তি বৃথাপান করে, সে মহাপাতকী বলিয়া বেদাদিতে নিরূপিত হইয়াছে। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! কখনও বৃথাপান করিবে না ॥ ১৬১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃথাপানং মহাপাপং সর্ব্বশাস্ত্রস্য সম্মতম্।
জ্ঞানস্য কারণং মদ্যং মদ্যং জ্ঞানস্য নাশনম্ ॥১৬২॥
বায়ুনা জ্বলিতোঽগ্নিশ্চ বায়ুনা লয়বান্ ভবেৎ।
দেবতার্থে পিবেন্মদ্যং স্বানন্দার্থে পিবেদ্‌ যদি
তৎপানং কারণং পানং তদন্যদ্বিষভক্ষণম্ ॥১৬৩॥
যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তেনৈব বিষখণ্ডেন বিষং নাশয়তে ভিষক্ ॥১৬৪॥
জ্ঞানস্য কারণং মদ্যং জ্ঞানং মুক্তেশ্চ কারণং।
মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষী পিবেন্মদ্যং তদন্যং পাতকীভবেৎ ১৬৫

"বৃথাপান মহাপাপ" ইহা সর্ব্বানন্দের মত। যে মদ্য জ্ঞানের কারণ সেই মদ্য জ্ঞানের নাশক ॥১৬২॥

অভীষ্ট দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় সাধনানন্দ লাভার্থ যে মদ্য বিধিবোধিত ভাবে পান করা হয়, তাহা কারণ পান হয়, তৎ অন্যথায় বিষপান হয়। যেমন বায়ুদ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, আবার সেই বায়ুতেই তাহার বিলোপ হয় ॥১৬৩॥

যেই বিষখণ্ডের দ্বারা প্রাণীমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, চিকিৎসক সেই বিষ দ্বারাই বিষ দোষ নষ্ট করে ॥১৬৪॥

মদ্য জ্ঞানের কারণ এবং জ্ঞানই মুক্তির কারণ। অতএব মুক্তির আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্র যথাবিধি বোধিত, যথাশাস্ত্র শোধিত জ্ঞান কারণ মদ্য পান করিবে। অন্যথা কেহ পান করিলে পাতকী হইবে ॥ ১৬৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবধূতবদাচারমাচরত্যধুনা মুদা।
পূর্ণানন্দ ষড়ানন্দৌ ভৃত্যৌ দ্বৌ সাবধূতকৌ ॥১৫৮॥

দণ্ড্যুবাচ।

বেদাদি-নিন্দিতং মদ্যং কথং পিবন্তি পণ্ডিতঃ।
তদ্বদস্ব মহারাজ! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১৫৯॥

রাজোবাচ।

জ্ঞানার্ণবে শিবোক্তং যৎ তচ্ছৃণুষ মহামতে।
বৃথাপানং যঃ কুরুতে, সুরাপানং তদুচ্যতে ॥১৬০॥
স মহাপাতকী চৈব বেদাদিষু নিরূপিতঃ।
অতএব হি বিপ্রেন্দ্র বৃথা পানং নচাচরেৎ ॥১৬১॥

এখন তিনি পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দ ভৃত্যদ্বয়সহ, তথায় অবধুতবৎ আচার অবলম্বন করিয়াছেন ॥ ১৫৮ ॥

দণ্ডী বলিলেন।

যে মদ্য বেদাদি নিন্দিত, তাহা পণ্ডিত লোক কিরূপে পান করেন, তদ্বিষয়, হে মহারাজ আমাকে বলুন, আমি উত্তম রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৫৯ ॥

রাজা বলিলেন।

হে মহামতে! জ্ঞানার্ণবে শিব যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। শিব বলিয়াছেন যে, বৃথাপান করিলেই সুরাপান করা হয় ॥ ১৬০ ॥

যে ব্যক্তি বৃথাপান করে, সে মহাপাতকী বলিয়া বেদাদিতে নিরূপিত হইয়াছে। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! কখনও বৃথাপান করিবে না ॥ ১৬১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃথাপানং মহাপাপং সর্ব্বশাস্ত্রস্য সম্মতম্।
জ্ঞানস্য কারণং মদ্যং মদ্যং জ্ঞানস্য নাশনম্ ॥১৬২॥
বায়ুনা জ্বলিতোঽগ্নিশ্চ বায়ুনা লয়বান্ ভবেৎ।
দেবতার্থে পিবেন্মদ্যং স্বানন্দার্থে পিবেদ্‌, যদি
তৎপানং কারণং পানং তদন্যদ্বিষভক্ষণম্ ॥১৬৩॥
যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তেনৈব বিষখণ্ডেন বিষং নাশয়তে ভিষক্ ॥১৬৪॥
জ্ঞানস্য কারণং মদ্যং জ্ঞানং মুক্তেশ্চ কারণং।
মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষী পিবেন্মদ্যং তদন্যং পাতকীভবেৎ ১৬৫

"বৃথাপান মহাপাপ" ইহা সর্ববানন্দের মত। যে মদ্য জ্ঞানের কারণ সেই মদ্য জ্ঞানের নাশক ॥১৬২॥

অভীষ্ট দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় সাধনানন্দ লাভার্থ যে মদ্য বিধিবোধিত ভাবে পান করা হয়, তাহা কারণ পান হয়, তৎ অন্যথায় বিষপান হয়। যেমন বায়ুদ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, আবার সেই বায়ুতেই তাহার বিলোপ হয় ॥১৬৩॥

যেই বিষখণ্ডের দ্বারা প্রাণীমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, চিকিৎসক সেই বিষ দ্বারাই বিষ দোষ নষ্ট করে ॥১৬৪॥

মদ্য জ্ঞানের কারণ এবং জ্ঞানই মুক্তির কারণ। অতএব মুক্তির আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্র যথাবিধি বোধিত, যথাশাস্ত্র শোধিত জ্ঞান কারণ মদ্য পান করিবে। অন্যথা কেহ পান করিলে পাতকী হইবে ॥ ১৬৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হংস মাহেশ্বরে।

গঙ্গাতু কারণং বারি মদ্যং পরমকারণম্।
শোধিতঞ্চেন্দশুদ্ধঞ্চেৎ স্বর্গ্যং নরকদায়কম্ ॥১৬৬॥
জন্মাদৌ পরমেশানি বহুপুণ্যার্জ্জিতেন চ।
মুক্ত্যর্থে কারণং পানং জ্ঞানার্থেঽপি মহেশ্বরি ॥১৬৭॥
ভাবাচার বিশেষেণ চাধিকারী প্রজায়তে।
নাধিকারি পিবেন্মদ্যং, দুঃখং নরকদায়কম্ ॥১৬৮॥

দণ্ডুবাচ।

ভাবং কিঞ্চ কিমাচার মধিকারি নিরূপণম্।
তদ্বদস্ব মহারাজ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১৬৯॥

হংস মাহেশ্বর তন্ত্রে মহাদেব দেবীকে বলিয়াছেন, গঙ্গাই কারণ বারি, এবং মদ্য পরমকারণ, তাহা শোধিত হইলে স্বর্গ এবং অশোধিত অবস্থায় নরকদায়ক হয় ॥১৬৬॥

হে পরমেশ্বরি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহু পুণ্য প্রভাবে জ্ঞানার্থে তথা মুক্ত্যর্থে যথাবিধিবোধিত জ্ঞান-কারণ পান হয় ॥১৬৭॥

ভাবাচার বিশেষ দ্বারাই পানাধিকার জন্মে। অনধিকারীর পক্ষে মদ্য পান দুঃখ এবং নরকদায়ক হয় ॥১৬৮॥

দণ্ডী বলিলেন।

ভাব কি, আচার কি? অধিকারী নিরূপণে তাহা আমি তত্ত্বতঃ শুনিতে ইচ্ছা করি। অতএব হে মহারাজ! আমাকে বলুন ॥১৬৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজোবাচ।
তন্ত্রান্তরে শ্রীদেবী বলিলেন।
দেবেশ প্রাণনাথেশ পার্ব্বতীপ্রাণবল্লভে।
ষড়াচারং চতুর্ভাবং কৌলজ্ঞানঞ্চ কিংবদ ॥১৭০॥
শ্রীশিব উবাচ।
পশ্বাচারস্ত্রিধা জ্ঞেয়ো বীরাচারস্ত্রিধা শিবে।
পৌরুষস্য চ শাক্তস্য চতুর্ধা, ভাব সংযুতা ॥১৭১॥
পশুভাবযুতাঃ কৌলা বৈদ্যবৈষ্ণবশৈবকাঃ।
বীরাচারযুতাঃ কৌলাঃ সিদ্ধান্তৌ বামদক্ষিণৌ ॥১৭২॥
পশুশ্চ দ্বিবিধো দেবি স্বভাবশ্চ বিভাবকঃ।
বীরশ্চ দ্বিবিধো দেবি স্বভাবশ্চ বিভাবকঃ ॥১৭৩
এবং চতুর্ব্বিধাভাবাঃ পঞ্চমো দিব্যভাবকঃ।
সর্ব্বে কৌলপথালম্ব্যা নদ্যাদীনাং সমুদ্রবৎ ॥১৭৪॥

রাজা বলিলেন।—তন্ত্রান্তরে শ্রী দেবী বলিয়াছেন:—

হে দেবেশ! প্রাণনাথেশ! পার্ব্বতী প্রাণবল্লভে! ষড়াচার চতুর্ভাব এবং কৌলজ্ঞান কি আমাকে বলুন ॥ ১৭০ ॥

শ্রীশিব বলিলেন।—পশ্বাচার ত্রিবিধ, বীরাচারও ত্রিবিধ। আর শক্তি দেবতা এবং পুরুষ দেবতার উপাসকও চতুর্ভাবযুক্ত ॥১৭১॥

বেদাচারী, বৈষ্ণব ও শৈব ইহারা পশ্বাচারী কৌলসংজ্ঞক। আর বীরাচারী কৌলসংজ্ঞকদের মধ্যে বামাচারী দক্ষিণাচারী এবং সিদ্ধান্তাচারী এই তিন কৌল ॥ ১৭২ ॥

পশ্বাচার দ্বিবিধ, স্বভাব এবং বিভাব। বীরাচারও স্বভাব এবং বিভাব ভেদে দ্বিবিধ ॥ ১৭৩ ॥

এই চতুর্ব্বিধ ভাব, ভাবের নাম পঞ্চমা দিব্যভাব। নদী সকলের যেমন সমুদ্রই গতি, সেইরূপ সকল ভাবই কৌল পথাবলম্বী ॥ ১৭৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দণ্ড্যুবাচ।

লক্ষণং ভাবসংযুক্তং ষড়াচারঞ্চ তদ্বদ।
বিশেষেণ মহারাজ! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১৭৫॥

রাজোবাচ।

বহুতন্ত্রে বহুবিধিং বিবিধং শিবভাষিতম্।
তেষামুদ্ধৃত্য যত্নেনশ্রীনাথেন যথোদিতম্ ॥১৭৬॥
শ্রীসর্ব্বোল্লাসকে গ্রন্থে, তস্মাদুদ্ধৃত্য যত্নতঃ।
কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি যৎসারং সাবধানোঽবধারয় ॥১৭৭॥

অথ স্বভাব পশুঃ।

সাধকাঃ পুংসদেবানাং স্বভাব পশবঃ স্মৃতাঃ।
সাধকাঃ শক্তিদেব্যাশ্চ, ভাবত্রয়যুতাঃ স্মৃতাঃ ॥১৭৮॥

দণ্ডী বলিলেন।—

মহারাজ! লক্ষণ এবং ভাবসংযুক্ত ষড়াচার কি, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। আমি তাহা তত্ত্বতঃ জানিতে ইচ্ছুক ॥ ১৭৫ ॥

রাজা বলিলেন।—

শিব, বহুতন্ত্রে বহুপ্রকার বিবিধ কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীনাথ কর্ত্তৃক যত্ন পূর্ব্বক উদ্ধৃত উপদেশাবলি কথিত হইতেছে ॥ ১৭৬ ॥

তাহাই "সর্ব্বোল্লাসক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহার সার আমি নিবেদন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ১৭৭ ॥

অথ স্বভাব পশু।

যে ব্যক্তি দেবোপাসক সেই স্বভাব পশু। আর যিনি শক্তি সাধক তিনি ভাবত্রয় যুক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ১৭৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ বেদাচারঃ।

সময়াচারে শ্রীশিবউবাচ।

বেদোক্তেন যজেদ্দেবং, কামসঙ্কল্প পূর্ব্বকম্।
য এব বৈদিকাচারঃ পশ্বাচারঃ স এবহি ॥১৭৯॥
ন মৎস্য ভোজনং দেবি, ন স্ত্রিয়ং মনসা স্মরেৎ।
পরদ্রব্যে ন লোভঃস্যান্ন ভোগং মনসা স্মরেৎ।১৮০

অথ বৈষ্ণবাচারঃ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য স্বেষ্ট ভক্তিং সমাচরেৎ।
স এব বৈষ্ণবাচারঃ কাম-সঙ্কল্প-বর্জ্জিতঃ।১৮১।

সময়াচারে।

বৈষ্ণবঃ পশুভাবেন, পূজয়েৎ পরমেশ্বরং ॥১৮২॥

সময়াচারে শ্রীশিব বলিয়াছেন।

বেদোক্তমতে কাম সঙ্কল্প পূর্ব্বক যাঁহারা দেবতার উপাসনা করেন তাঁহারাই বৈদিক আচারী এবং তাঁহাদিগকে পশ্বাচারীও বলে ॥১৭৯॥

তাঁহারা কখনও মৎস্য ভোজন করিবেন না এবং মনের দ্বারাও স্ত্রী কিম্বা ভোগ্য বস্তুর স্মরণ বা পরদ্রব্যে লোভ করিবেন না ॥১৮০॥

অথ বৈষ্ণবাচার।

সকল ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় ইষ্টভক্তিকে আশ্রয় করিবে। তাহা যদি কামসঙ্কল্প পাপার্জ্জিত হয়, সেটীই বৈষ্ণবাচার বলিয়া কথিত হয় ॥১৮১॥

সময়াচারে।

বৈষ্ণবগণ পশ্বাচার দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করিবে॥ ১৮২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিচ্ছিলায়াম্‌।

গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ।
স্বেষ্টদেবঃ স্তুবন্ ভাব্যমন্যদ্দেবং ন পূজয়েৎ ১৮৩

অস্য সমাধিঃ।

অন্যদ্দেবং স্বেষ্টরূপং জ্ঞাত্বা ধীরঃ ক্রিয়াশ্চরেৎ।
দর্পণেন যথা বিম্বং তথান্যদ্দেবরূপকম্ ॥১৮৪॥
একদ্দেবং বিনা দেবি! নাস্তি দেবোমহীতলে।
একসূর্য্যং বিনা সূর্য্যো নাস্তীহ জগতি যথা ॥১৮৫॥
বহুপাত্রে স্থিতে তোয়ে বহুসূর্য্যং যথা প্রিয়ে।
বহুভাবে তথা দেবো বহুরূপেণ দৃশ্যতে ১৮৬॥

পিচ্ছিল তন্ত্রে।

গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া শুদ্ধান্তঃকরণে নিজ ইষ্ট দেবকে পূজা করিবে। অন্য দেবতার পূজা করিবে না ॥১৮৩॥

ইহার সমাধি।

দর্পণে যে প্রকার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ স্থিরবুদ্ধি সাধক নিজ ইষ্টরূপ, অন্যদেবতাতে আরোপ করিয়া পূজাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে ॥১৮৪॥

এক সূর্য্য ব্যতীত যেমন ভুবনে অন্য সূর্য্য নাই, তদ্রূপ এই ইষ্ট দেব ব্যতীত দ্বিতীয় দেব নাই ॥১৮৫॥

বহুজল পাত্রে যেমন এক সূর্য্যকে বহুভাগে দেখা যায়, তদ্রূপ এক দেবতাই বহু ভাবে বহু প্রতিভাত হয় ॥১৮৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবো বিষ্ণুভক্তশ্চ বিষ্ণ্বাত্মা যদা ভবেৎ।
তদাধ্যানং সদা কার্য্যং বৈষ্ণবীং পরমাং শিবাম্ ১৮৭

অথ শৈবাচারঃ।

পশ্বাচারস্য যচ্ছেষং শাক্তাচারস্য পূর্ব্বকম্।
শৈবাচারমিদং প্রোক্তং, পশ্বাচারেণ পূজয়েৎ ১৮৮
প্রসাদং ত্র্যম্বকাদিঞ্চ তান্ত্রিকং হি মহেশ্বরি।
বীরাচারেণ সংপূজ্য পঞ্চতত্ত্বেন শঙ্করি॥ ১৮৯

সময়াচারে।

অষ্টাঙ্গযোগ সংযুক্তো যজেদ্দেবং বিধানতঃ।
যাবজ্জ্ঞানং সমাধিঃস্যাৎ তাবচ্ছৈবং প্রচক্ষতে ১৯০
শৈবোঽপি শিবভক্তশ্চ, শিবাত্মা যদাভবেৎ।
তদা ধ্যানং সদাকার্য্যং শিবং শান্তং জগন্ময়ম্॥১৯১

ইতি স্বভাব পশুঃ।

বৈষ্ণব আর বিষ্ণুভক্ত যখন বৈষ্ণবাত্ম অর্থাৎ বিষ্ণুময় হইবেন তখন তিনি বৈষ্ণবী পরমা শিবাকেই ধ্যান করিবেন, ॥১৮৭॥

শৈবাচার। পশ্বাচারের শেষ এবং শাক্তাচারের পূর্ব্বাবস্থাকে শৈবাচার কহে। তাহাতেও পশ্বাচার মতে পূজা করিবে ॥১৮৮॥

হে শঙ্করি! মহেশ্বরি! আর ত্র্যম্বকাদি তান্ত্রিক দেবতাও বীরাচার মতে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজিত হইবে ॥১৮৯॥

সময়াচারে। অষ্টাঙ্গ-যোগ-সংযুক্ত হইয়া বিধানমত দেবপূজা করিবে। যে পর্য্যন্ত জ্ঞান-সমাধি লাভ না হয়, সেপর্য্যন্তই দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিবে। ইহাকে শৈব বলে ॥১৯০॥

শৈব এবং শিবভক্ত শিবাত্ম (শিবময়) হইয়া সর্ব্বদা জগন্ময় শান্ত শিবের ধ্যান করিবে ॥১৯১॥ ইতি স্বভাব পশু ॥১৯১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ বিভাব পশুঃ ।

শাক্তাচারে ।

অনুকল্পৈর্যজেদ্দেবীং বেদমার্গেণ সাধকঃ ।
পশ্বাচারমিদং প্রোক্তং বিভাবস্য মতং শিবে ১৯২

ভাবচূড়ামণৌ ।।

গোক্ষীরং বহ্নিনা পাচ্যং খর্জ্জুরস্য রসং প্রিয়ে ।
গুড়ন্তস্য মদ্যতুল্যং, তাম্বুলং চূর্ণ সংযুতম্ ।।১৯৩।।
ব্যঞ্জনং লবণৈর্যুক্ত মামান্নং ঘৃতসংযুতম্ ।
মদ্যানু কল্পং পরমং শর্করা গব্য সংযুতম্ ।।১৯৪।।
খর্জ্জুরস্য রসশ্চৈব শর্করাং পরমেশ্বরি ।
মাহিষ্যং মদ্যতুলং স্যাদ্ বিভাবস্য মতং শিবে ।।১৯৫

শাক্তাচারে ।

হে দেবি ! বেদমার্গানুযায়ী যে সাধক অনুকল্প দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করে, তাহাকেই বিভাবমতে পশ্বাচার কহে ।।১৯২।।

ভাবচূড়ামণিতে—

অগ্নিপাচ্য গোক্ষীর, খর্জ্জুররস ও গুড় এবং চূর্ণ সংযুক্ত তাম্বুল মদ্যের অনুকল্প ।।১৯৩।।

লবণযুক্ত ব্যঞ্জন, ঘৃতযুক্ত তণ্ডুল, চিনিসংযুক্ত গব্য মদ্যের অনুকল্প ।।১৯৪

হে পরমেশ্বরি ! খর্জ্জুর রস ও শর্করা, মহিষোদ্ভব ক্ষীরাদি, বিভাবের মতে মদ্যতুল্য ।।১৯৫।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাংসানুকল্পং

গোধূমং লোহিতশ্চার্দ্রং তিলং শ্বেতং মহেশ্বরি।
শরৎপক্বো ব্রীহিশ্চৈব মাংসতুল্যং প্রকীর্ত্তিতং
কুষ্মাণ্ডং মাংসবজ্জ্ঞেয়ং বিভাবস্য মতং পশোঃ
মৎস্যানুকল্পং॥ ॥১৯৬॥
নারিকেলং শ্রীফলঞ্চ, ধাত্রীফলং হরীতকী।
দগ্ধঞ্চৈং পরমেশানি, পশোর্ম্মৎস্যং হি কল্পনম্ ১৯৭
বিভাবস্য তু গ্রাহ্যন্তং, স্বভাবস্য কদাচন।
পশূনাং মৈথুনং নাস্তি চিন্তনং পরিকল্পিতম্ ১৯৮
সহস্রারে মহাপদ্মে, শিবশক্তি সমন্বিতম্
পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি! দেবী মন্ত্রে বৃথা ভবেৎ।
বেদোক্তেন যজেদ্দেবীং বিভাবস্য মতং পশোঃ ১৯৯

মাংসানুকল্প

গম, লাল আদা, শ্বেতবর্ণ তিল, শরৎপক্ক ধান্য, কুষ্মাণ্ড এই সকল দ্রব্য বিভাবের মতে মাংস তুল্য॥ ১৯৬॥

মৎস্যানুকল্প

নারিকেল, শ্রীফল, আমলকী, হরীতকী দগ্ধ করিলে, পশ্বাচার মতে মৎস্য তূল্য হয়॥১৯৭॥

এই সকল বিভাবের মতে গ্রাহ্য, এবং ক্বচিৎ স্বভাবের মতেও গ্রাহ্য হয়। পশ্বাচারীর মতে মৈথুন নাই। চিন্তাই পরিকল্পনা করা হয়॥১৯৮॥

সহস্রারে মহাপদ্মে শিবভক্তির যে অর্চ্চনা, তাহা পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত অনুষ্ঠিত হইলে দেবীমন্ত্র বৃথা হয়। এবং বিভাব পশুর মতে বেদোক্ত বিধানেই দেবীর অর্চ্চনা করিবে॥১৯৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ বিভাব বীরঃ । পিচ্ছিলায়াং ।

ন করোতি মহাদ্দেবি, প্রকৃত্যাচার সংশয়াৎ ।
মানসৈক বিভাবেন, পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েৎ ॥২০০॥
অথবা চানুকল্পৈর্ব্বা, পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
অনুকল্পৈর্যজেদ্দ, দেবীং তন্ত্রমার্গানুসারতঃ ।
বীরাচারমিদং প্রোক্তং, বিভাবস্য মতং শিবে ২০১
মানসৈঃ পঞ্চতত্ত্বৈশ্চ, পূজাং কুর্য্যাচ্চ মানসৈঃ ।
পঞ্চতত্ত্বস্যানুকল্পৈর্ব্বাহ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥২০২

পঞ্চতত্ত্বং বীরতন্ত্রে ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যোমুদ্রা মৈথুনমেবচ ।
পঞ্চতত্ত্বমিদং প্রোক্তং শাক্তানাং সুখমোক্ষদং ২০৩

পিচ্ছিলাতে বিভাব বীর ।

হে মহাদেবি ! সংশয় বশতঃ যে প্রকৃতি আচার মতে অর্চ্চনা না করে, সে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা বিভাব মতে মানস পূজা করিবে ॥২০০॥

অথবা তন্ত্রমার্গানুসারে অনুকল্পদ্বারা দেবীর মানস পূজা করিবে । ইহাকেই বিভাবের মতে বীরাচার কহে ॥২০১॥

মানসিক পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা দেবীর মানস পূজা করিবে এবং পঞ্চতত্ত্বানুকল্প দ্বারা দেবীর বাহ্য পূজা করিবে ॥২০২॥

বীরতন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব ।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, আদ্রক, মুদ্রা, মিথুন এই পঞ্চ তত্ত্বই শাক্তের সুখ মোক্ষ প্রদ ॥২০৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদ্যানুকল্পং পিচ্ছিলায়াং।

নারিকেলোদকং কাংস্যে তক্রং গুড় সমন্বিতম।
আর্দ্রকং গুড়সংযুক্তং সিদ্ধান্নং দগ্ধদুগ্ধকম॥
মদ্যানুকল্পং পরমে, চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদম্‌ ॥২০৪।

নিরুত্তরে।

ব্রাহ্মণো বীরভাবেন সুরাং পীত্বা জপেন্মনুম।
তদভাবেঽপি গোক্ষীরং দ্বিজোদদ্যাদ যুগে যুগে ২০৫
তাম্বুলং তাম্রকূটঞ্চ ত্বরিতা তাড়িতা তথা।
অহিফেনং খর্জ্জুরসো ধুস্তুরং সম্বিদা তথা
এতে চাষ্ট সুরাঃ প্রোক্তাঃ সাধকানন্দদায়কাঃ।২০৬।
লবণার্দ্রক পিন্নাকং তিল গোধুম মাসকাঃ।
লসূনঞ্চ মহেশানি মাংস-প্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ।২০৭।

পিচ্ছিলাতে মদ্যানুকল্প।

হে পরমাদেবি! কাংস্য পাত্রে নারিকেলোদক, গুড় সংযুক্ত তক্র (মাঠা) আর্দ্রক, সিদ্ধান্ন এবং দগ্ধদুগ্ধ এই সমস্ত দ্রব্য চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ মদ্যানুকল্প ॥২০৪॥

নিরুত্তরে।

ব্রাহ্মণ বীরভাবে সুরাপান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে, তাহার অভাবে যুগে যুগে ব্রাহ্মণ গোক্ষীর দান করিবে ॥২০৫॥

তাম্বুল, তামাক, গাঁজা, তাড়ি, আফিং, খর্জ্জুররস ধুস্তুর এবং সম্বিদা (ভাং) এই অষ্টদ্রব্য সাধকের আনন্দদায়ক সুরা ॥২০৬॥

লবণ, আর্দ্রক, পিন্নাক (হিং) তিল, গম, মাসকলাই ও লসূন এই সকল দ্রব্য মাংসানুকল্প ॥২০৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৎস্যানুকল্পং।

মৎস্যাভাবে চানুকল্পং দগ্ধদ্রব্যং যুগে যুগে।২০৮।
আর্দ্রানুকল্পং চণকং ভর্জ্জিতং পরমেশ্বরি॥
সাধকঃ কুলনিষ্ঠশ্চ যদি যোনিং ন পূজয়েৎ॥
ক্রুদ্ধা ভবতি সা তস্য নিষ্ফলং জপ-পূজনম্।২০৯
যোনভাবে মহেশানি যোনিরূপাপরাজিতা।
হয়ারি পুষ্প মধ্যস্থ শিবলিঙ্গেন পার্ব্বতি!।
মৈথুনং জায়তে তেন শাক্ত ভাবেন পার্ব্বতি ২১০
করবীরে ক্ষিপেদ্ গন্ধং কুসিহং যোনি পুষ্পকে।
তস্মাদুদ্ধৃত্য তত্ত্বঞ্চ তর্পয়েৎ পরদেবতাম্।২১১।

মৎস্যাভাবে দগ্ধ দ্রব্যই যুগে যুগে মৎস্যানুকল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ॥২০৮॥

হে পরমেশ্বরি! ভর্জ্জিত চণক (চনাছোলা) আর্দ্রানুকল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলকনিষ্ঠ সাধক যদি যোনি পূজা না করে তবে (দেবী) তাঁহার উপর ক্রুদ্ধা হন এবং তাঁহার জপ পূজা নিষ্ফল হয়।২০৯॥

হে পার্ব্বতি! যোনি অভাবে যোনিরূপা অপরাজিতা পুষ্পই যোনি মুদ্রা; তৎসহ হয়ারি পুষ্প মধ্যস্থ শিবলিঙ্গের শাক্ত ভাবে মৈথুন হয়।২১০

করবী নামক যোনি পুষ্প কুসিদগন্ধ অর্থাৎ চন্দন নিঃক্ষেপ করিয়া তত্ত্বোদ্ধার পূর্ব্বক দেবীকে তর্পণ করিবে॥২১১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ স্বভাববীরঃ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাঞ্চ মৈথুনং প্রিয়ে।
পঞ্চতত্ত্বেন সংপূজ্য চাত্মানং দেবতাং শিবে।২১২
পঞ্চমীং পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েজ্জগদম্বিকাম্।
বীরাচারমিদং প্রোক্তং সাধনস্যাপি বীজকম্।২১৩
বীরশ্চ দ্বিবিধো দেবি বাম-দক্ষিণ-ভেদতঃ।২১৪।

দক্ষিণাচারস্য ভাবঃ।

স্বধর্ম্ম নিরতোবীরঃ শিবোভূত্বা যজেৎ পরাম্।
স এব দক্ষিণাচারঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ।২১৫।

অথ স্বভাববীর।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, (আদ্র্ক) মুদ্রা এবং মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা দেবতা এবং আত্মাকে পূজা করিবে। পঞ্চমী (পঞ্চভাবময়ী) জগদম্বিকাকে এই পঞ্চ তত্ত্ব দ্বারা পূজা করিবে। ইহাই বীরাচার এবং ইহাই সাধনের বীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২১২—২১৩ ॥

বাম ও দক্ষিণ ভেদে বীর দ্বিবিধ ॥ ২১৪ ॥

দক্ষিণাচারের ভাব।

স্বধর্ম্মে নিরত বীর আত্মাকে শিবজ্ঞান করিয়া অর্থাৎ নিজে শিব হইয়া, দেবীকে পূজা করিবে। সেই সর্ব্বতন্ত্রে গুপ্ত দক্ষিণাচার ॥২১৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ বামাচার বীরঃ।

স্ব-পুষ্পৈঃ পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েৎ কুল-যোষিতাম্।
বামাচারঃ স বিজ্ঞেয়ো বামাভূত্বা যজেৎপরাম্ ২১৬
সর্ব্বজাত্যধমো দেবী শ্বপচো নাত্র সংশয়ঃ।
শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী দ্বিজস্যাপ্যধিকো ভবেৎ ।২১৭

সময়াচার সিদ্ধান্তাচারঃ।

আত্মানং দেবতাং মত্বা যজেদ্দেবং বিধানতঃ।
সদানন্দঃ সদাশান্তঃ সিদ্ধান্তাচার-লক্ষণঃ ॥২১৮॥
মন্যন্তে যে স্বমাত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ।
ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ ॥২১৯॥

বামাচার বীর।

আর আত্মাকে বামাজ্ঞানে (অর্থাৎ নিজ কুলস্ত্রী জ্ঞানে) পুষ্প সহ পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা যে পরমদেবীকে পূজা করা হয় তাহাকেই বামাচার বলা হয় ॥২১৬॥

হে দেবি! এইরূপে সকল জাতির অধম যে চণ্ডাল, সেও কুলজ্ঞানী (তন্ত্রাচার সম্পন্ন) হইলে, ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ হয় ॥২১৭॥

সময়াচার অনুসারে সিদ্ধান্তাচার।

সদানন্দ, সদাশান্ত হইয়া আত্মাকে দেবতাজ্ঞানে বিধিমত পূজা করাকে সিদ্ধান্তাচার কহে ॥২১৮॥

যে সাধক পরমেশ্বর হইতে নিজ আত্মাকে পৃথক্ জ্ঞান করে, তাহার কখনও দেবদর্শন লাভ হয় না, পরন্তু তাহার সাধন শ্রম বিফল হয় ॥২১৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবং বিচিন্তয়েৎ
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা, ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া ॥২২০॥
আত্মশক্তির্বরারোহে দেহেঽস্মিন্ জড়িতা স্থিতা
বশীকর্ত্তুং ন শক্নোতি বাহ্য শক্তেস্তু কা কথা ॥২২১॥

অথ দিব্যাচারঃ।

যন্মার্গিণা ভবেৎ কৌলো দিব্যোঽভূত্তেন মার্গিণা।
উভয়োরেকভাবেন, ভাবাতীতময়ো ভবেৎ ২২২
দিব্যানাঞ্চ জগদ্দিব্যং কৌলানাং দিব্যবর্জ্জিতং
দিব্যস্তু দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধত মানসঃ ॥ ২২৩ ॥
দিব্যো দেবগত প্রাণো, বীরো মুদ্রা সমন্বিতঃ।
কৌলানাং নিয়মোনাস্তি নিষেধস্য বিধেঃ শিবে ২২৪

যেমন কোন ব্যক্তি হস্তস্থিত কৌস্তুভ মণিকে ভ্রম বশতঃ কাচের আশায় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ নিজ আত্মস্থিত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া বহির্দ্দেবতাকে উপাসনা করে॥ ২২০ ॥

(শিব পার্ব্বতীকে আরও বলিয়াছেন) হে বরারোহে! এই দেহের মধ্যে যে আত্মশক্তি অবস্থিত আছে, তাহাকেই বশীভূত করিবার শক্তি নাই, বাহ্য শক্তিকে কি রূপে বশ করিবে ॥ ২২১ ॥

যে দিব্যাচারের লক্ষণাবলম্বনে সাধক কৌল হয়, সেই মার্গাবলম্বাই দিব্যাচার সম্পন্ন হয়; সাধক দুই, একই ভাবাপন্ন। তাহারা উভয় ভাবাতীত হয় ॥ ২২২ ॥

দিব্যমার্গাবলম্বী জগৎকে দিব্য মনে করে। আর কৌল দিব্যজ্ঞান বিবর্জ্জিত, দিব্য প্রায় দেববৎ হয় এবং বীরগণ উদ্ধত মানস হয় ॥২২৩॥

দিব্য দেবগতপ্রাণ হয়, বীর মুদ্রাযুক্ত হয়, কৌলের কোন বিধি নিষেধ নিয়ম নাই॥ ২২৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যানাঞ্চ তথা জ্ঞেয়ং মুক্তিমাত্রং বিভেদকম্।
দিব্যানাং তেজসি ভাবেভাবাতীতং প্রকাশিতম্ ২২৫
তেজঃ স্যাৎ পরমাণুশ্চ সর্ব্বব্যাপি নিরঞ্জনম্।
যদ্বর্ণা দেবতাঃ সর্ব্বাস্তত্তেজঃ পুঞ্জপূরিতাঃ।
তেজোময়ং জগৎসর্ব্বং বিভাব্য মূর্ত্তিকল্পনম্ ॥২২৬॥

অথ কৌলাচারঃ।

নির্দ্বন্দ্বো মানুষো ভূত্বা, যদা কাম কলা তনুঃ।
ইদং বীরকুলং দেবি জ্ঞেয়ং রম্যং মনোহরম্ ॥২২৭
দ্বন্দ্বাতীতোভবেদেক একো ভাবাতীতঃ শিবে।
প্রকাশবাক্যং নির্দ্বন্দ্বমেকং হ্রস্বোহি দীর্ঘকম্ ॥২২৮
সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবোত্তমঃ*
বৈষ্ণবাদুত্তমঃ শৈবঃ শৈবাচ্চ শাক্ত উত্তমঃ ॥২২৯

দিব্যেরও সেইরূপ জ্ঞান, কেবল মুক্তিমাত্র প্রভেদ। দিব্যের তেজোময় ভাবে ভাবাতীতত্ব প্রকাশ হয় ॥ ২২৫ ॥

তেজের পরমাণুই সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন, দেবতাসকল সেই তেজেই পরিপূর্ণ। সর্ব্বজগৎ তেজোময় মনে করিয়া (সাধনা সুবিধার্থ) মূর্ত্তি কল্পনা মাত্র ॥ ২২৬ ॥

কৌলাচার।

(মহাদেব দেবীকে বলিয়াছেন) হে দেবি! মানুষ নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় যে কামনা শূন্য তনু হয়, ইহাই মনোহর বীরকুল লক্ষণ জানিবে ॥২২৭

হে দেবি! দ্বন্দ্বাতীত একভাবাপন্ন, ভাবাতীত একভাব। প্রকাশ বাক্য নির্দ্বন্দ্ব, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এক ॥২২৮॥ * সাধু প্রয়োগ।

সকল হইতে বেদাচার উত্তম, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার উত্তম। বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার উত্তম, শৈব হইতে শাক্ত উত্তম ॥২২৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাক্তশ্চ দ্বিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ।
দক্ষিণাদুত্তমোবামো বামাৎ সিদ্ধান্ত উত্তমঃ'॥২৩০
সিদ্ধান্তাদুত্তমঃ কৌলঃ কৌলাৎ পরতরো নহি ॥২৩১
কৌলাচারং সর্ব্ববীজং কৌলাচার মিদং জগৎ।
কৌলাচার ভাবমাত্রং কৌলং হি ভাববর্জ্জিতম্ ॥২৩২
ভাবাতীতং হি কৌলংস্যাৎ তদন্যৎ ভাবসংযুতম্
পশুভাবে শক্তিমন্ত্রং রোগশোক ভয়ানকম্ ॥ ২৩৩ ॥
বীরভাবেঽপি তন্মন্ত্রং সুখমোক্ষ প্রদং নৃণাম্।
অতএব হি শাক্তানাং সুরাপানং প্রশস্তকম্।
কথং নিন্দসি ত্বং দণ্ডিন্ বিচার্য্য শরণং ব্রজ ॥ ২৩৪

ইতি শ্রীসর্ব্বানন্দাত্মজ শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য বিরচিতা
সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী সমাপ্তা।
॥ ওঁ তৎসৎ ॥

হে দেবি! বাম দক্ষিণ ভেদে শাক্ত দ্বিবিধ। দক্ষিণ হইতে বাম এবং বাম হইতে সিদ্ধান্ত উত্তম ॥২৩০॥

সিদ্ধান্ত হইতে কৌল উত্তম কৌল হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।২৩১॥

কৌলাচার সর্ব্ববীজ, কৌলাচারই জগৎ, কৌলাচার ভাবমাত্র আবার কৌলাচার ভাববর্জ্জিত ॥ ২৩ ॥ কৌল ভাবাতীত, আবার ভাবযুক্তই কৌল। পশুভাবে শক্তিমন্ত্র রোগ শোককর হয় ॥২৩৩॥

আবার বীরভাবে সেই মন্ত্র নরের সুখ মোক্ষপ্রদ হয়। অতএব শাক্তের সুরাপান প্রশস্ত। অতএব হে দণ্ডিন্! কেন বৃথা নিন্দা করিতেছেন। ইহা বিচার করিয়া শরণ লন, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুন ॥২৩৪

ইতি শ্রীসর্ব্বানন্দাত্মজ শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য বিরচিতা সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী সমাপ্তা

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

অথ দণ্ডাষ্টকং।

সদা শুদ্ধবুদ্ধং পরজ্ঞানারাধ্যং গুণাধার মাদ্যং গুরুং বিশ্ববন্দ্যং।
জলদ্ধেমবর্ণং শরচ্চন্দ্র-বক্ত্রং পরানন্দমগ্নং ভজে সর্ব্ববিদ্যং ॥ ১॥
সরোজাক্ষিজালং মহাশঙ্খমালং ভবান্যংশজাতং স্বশক্ত্যা সমেতং।
সমন্তাদ্যতীনাঃ স্তুতং স্মেরবক্ত্রং মহাদেবতুল্যং ভজে সর্ব্ববিদ্যং ॥ ২॥
যদজ্ঞানতো জ্ঞানমজ্ঞানতুল্যং যতীনাং যতোঽভূন্মনোগ্রন্থি ভেদঃ।
যদালোকনাল্লোচনং স্যাৎ পবিত্রং ভজে তং সদানন্দিতং সর্ব্ববিদ্যং ॥ ৩॥
বদম্ভোজবক্ত্রাচ্চ্যুতাং সাধুবাণীং বদন্নাবিকে প্রাদুরাসীদ্ভবানী।
তমেকং মহাপুরুষং শুদ্ধরূপং চিদানন্দমগ্নং ভজে সর্ব্ববিদ্যং ॥ ৪॥
সমুদ্ধৃত্য বাহু বদন্ বারবারং বদামি ত্বমীশ ত্বমীশঃ ত্বমীশঃ।
কলৌ মুক্তিমার্গ প্রবোধার্থ এষ তদীয়াবতারঃ প্রদীপ্ত প্রচারঃ ॥ ৫॥
ভবন্তং ভজন্তো জনা ভাগ্যবন্তঃ স্বকর্ম্মক্ষমাঃ স্বঃপদং প্রাপ্নুবন্তঃ।
অহং মানুষ ত্বাং ন জানামি তত্ত্বং ত্বমস্মান্ ভবদ্ভক্তি যুক্তান্ কুরুষ্ব ॥ ৬॥
প্রতিষ্ঠা গরিষ্ঠা শ্রুতা সর্ব্বলোকে মৃতো জীবিতা দাস এষোঽপ্যযত্নাৎ।
অমায়াং যদা প্রাদুরাসীচ্ছশাঙ্ক ত্বদান্যন্যাভূতং ন তে সাধ্যমস্তি ॥ ৭॥
ইতি সর্ব্ববিদ্যাষ্টকং সম্মুখোক্তং পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শুদ্ধান্তরাত্মা।
ভবেত্তস্য তুষ্টো গুরুঃ সর্ব্বদর্শী সদাপাদপদ্মাগ্রতত্ত্বপ্রকাশী ॥ ৮॥

ইতি দণ্ডাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং॥

সমাপ্ত

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(পরিশিষ্ট)

চান্দসী ও গাবুয়া বসু বংশের

এবং

মিত্র বংশের

বীজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চান্দশী ও গাবুয়া বসু বংশ বীজী

১। পুষণ বসুর পুত্র

২ দিবাকরবসু, তৎ পুত্র, ৩ বাবটবসু, তৎ পুত্র, ৪ তমপহবসু তৎ পুত্র, ৫ অহর্পতিবসু

৬। সঞ্জয় বসু ৬। রাঘব বসু। ৬। পুর বসু। ৬। বনমালী বসু

৭। হংশ বসু ৭। ভাই বসু ৭। শ্রীকণ্ঠ বসু ৭। গোপাল বসু ৭। বিনশাইক বসু

৮। থাক বসু, তৎ পুত্র ৯। চক্রপাণি বসু, তৎপুত্র ১০। যুধিষ্ঠির বসু

১১। জন বসু ১১। নিলাম্বর বসু ১১। শ্রীনিবাস বসু ১১। স্থির বসু

১২। প্রভাকর বসু ১২। দৈত্যারি বসু। ১২। ষষ্ঠীবর বসু

১৩। ঈশ্বর বসু ১৩। জন্মেজয় বসু ১৩। কৃষ্ণ বসু ১৩। মীনকেতন বসু

১৪। গোবিন্দ বসু ১৪। নয়নানন্দ বসু ১৪। বিত্থানন্দ বসু ১৪। শিবানন্দ বসু

১৫। বাসুদেব বসু ১৫। বৈকুণ্ঠ বসু

১৬ মুকুন্দ বসু ১৬ রামবল্লভ বসু ১৬ কমলনারায়ণ বসু ১৬ কৃষ্ণবল্লভ বসু ১৬ রামনিধি বসু

১৭। শ্রীরাম বসু ১৭। রামকৃষ্ণ বসু ১৭। ধরণীধর বসু (নোয়াখালী গাবুয়া)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরণীধর বসু (১)

- ১৮। জয়ানন্দ বসু
  - ১৯ রাজবল্লভ বসু
    - ২০নীলমনী বসু
      - কন্যা উমাতারা পতি চন্দ্রশেখর মিত্র
    - ২০রামদুলাল বসু
      - ঈশানচন্দ্র বসু
        - চন্দ্রমোহন বসু স্ত্রী আনন্দময়ী
  - ১৯ পঞ্চানন্দ বসু
- ১৮। রামজীবন বসু
  - ১৯ জানকীনাথ
    - ২০মায়ারাম বসু
    - ২০উত্তমরাম বসু
      - ২১ সদানন্দ বসু
        - ২২ গৌরমোহন বসু, তৎপুত্র ২৩ নন্দকুমার বসু (২)
          - ২৪ রাজকুমার
            - ২৫জ্যোতিরিন্দ্র
              - ২৬ পিযুষ কুমার
            - ২৫ হেমকুমার
              - ২৬ প্রণবকুমার
          - ২৪ কালীকুমার
          - ২৪ রামকুমার
            - ২৫অজিৎকুমার
          - ২৪ চন্দ্রকুমার
            - ২৫ সুশীল
            - ২৫পরিমল
          - ২৪ বসন্তকুমার
            - ২৫পুলিন
            - ২৫ ননি
            - ২৫ হারাধন
    - ২০পরশুরাম বসু
      - ২১রামসুন্দর বসু
- ১৮। রামগোবিন্দ বসু
  - ১৯ দেবীপ্রসাদ বসু
    - ২০রামরতন বসু
      - ২১ অভয়াচর বসু

---

(১) ধরণীধর বসু হইতে বংশ তালিকা এবং বংশের ইতিহাস গাবুয়া বাটীতে বসুদের ও মিত্রদের পুরাতন কাগজ হইতে সংগৃহিত। তদূর্দ্ধ বংশতালিকা চন্দ্রদ্বীপ পরগণার রহমৎপুর পোষ্টাফিসের অধীন পাংসাগ্রাম নিবাসী কুলাচার্য্য গোপালচন্দ্র ঘটক মহাশয় হইতে সংগৃহিত। বসুদের গৌতমগোত্র (গৌতমাপসার নধ্রুপ প্রবরস্থ) চক্রপাণি বসুর সন্তান। যুধিষ্ঠির বসুর ধারা।

(২) নন্দকুমার বসুর তিন কন্যা।

১। দিগম্বরী পতি গগণচন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সাং খিলপাড়া।

২। দুর্গাসুন্দরী পতি জগদ্বন্ধু রায় সাং সামচড় (উকিল)

৩। শিবসুন্দরী পতি চন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী সাং কল্যাণপুর (মোক্তার)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিত্র বংশাবলী

- রামগোপাল মিত্র
  - জয়রাম মিত্র
    - রামশঙ্কর মিত্র
      - প্রাণনাথ
        - চন্দ্রশেখর (স্ত্রী উমাতারা)
          - চণ্ডিচরণ
          - দুর্গাচরণ
          - লক্ষ্মীচরণ
            - কালীপ্রসাদ
              - ললিত
                - যোগেশ
                - মহেন্দ্র
              - উমেশ
                - সুখময়
            - তারিণীপ্রসাদ
            - যোগেন্দ্রপ্রসাদ
              - কুমুদিনীকান্ত
              - রাধাকান্ত
            - গিরীন্দ্রপ্রসাদ
      - নবকিশোর
        - উমাকান্ত মিত্র
          - রজনী মিত্র
          - কালীকান্ত মিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

সর্ব্ববিদ্যা বংশের শিষ্য গাবুয়ার বসু ও মিত্র বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ঢাকার নবাবের কর্ম্মচারী, বরিশাল জিলার চান্দসী গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ বসু বংশের অন্যতম ৺ধরণীধর বসু মহাশয় নবাব সরকার হইতে দেবীপুর, নয়ানপুর প্রভৃতি কয়েটী গ্রাম সমন্বিত একটী চর বন্দোবস্ত লইয়া, ঐ স্থানের নাম "গাবুয়া" প্রদান করতঃ তাহাতে নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। উক্ত বসুর পৌত্র রাজতুর্ল্লভ বসু উক্ত নবাব সরকারে ওয়াদ্দাদার উপাধি বিশিষ্ট বিচারকের কার্য্য করিতেন এবং তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর পঞ্চানন্দ বসু মহাশয় নবাব দরবারে "সরকার" উপাধিধারী ওকালতী ব্যবসায় করিতেন। উভয়েরই নবাব সরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

আসাম বেঙ্গল রেল লাইনের চৌমোহনী ও মাইজদি ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গাবুয়াগ্রাম অবস্থিত। রেল হইতে পশ্চিমমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে উচ্চতট বিশিষ্ট যে একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা পরিদৃষ্ট হয়, তাহাই পঞ্চানন্দ বসুর খনিত "পঞ্চানন্দ বসুর দীঘী" বলিয়া খ্যাত। তন্নিকটেই দ্বিতীয় আর একটী দীঘী "রাজতুর্ল্লভ বসুর দীঘী" বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ্যাত। পঞ্চানন্দ বসুর দীঘীর পশ্চিম তীরেই বসুদের বাড়ী এবং দক্ষিণ তীরে বাড়ীর পূর্ব্বাংশে পঞ্চানন্দ বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বামীসহ-মরণে গিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই স্থানটী এখনও ১৫।২০ হাত দীর্ঘপ্রস্থ একটী পবিত্র উচ্চ বেদীর আকারে বর্ত্তমান আছে। গ্রামের স্ত্রীলোকগণ এখনও সে স্থানে সন্ধ্যা ধূপ দীপ দিয়া থাকে এবং সধবা স্ত্রীগণ সিন্দুর দিয়া থাকে। এই ঢিভার উপর একটী অতি প্রাচীন কাঠাল বৃক্ষ আছে। তাহা এখনও ফল ধারণ করে। পঞ্চানন্দ বসু মহাশয় নিঃসন্তান ছিলেন। এই সময় মুসলমান রাজত্ব ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিল। ধরণীধর বসু যে সকল ভূমি বন্দোবস্ত নিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী উত্তরাধীকারিগণ খণ্ড খণ্ড ভাগ করিয়া অংশমত আপন আপন নামে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে খারিজা তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তালুক পঞ্চানন্দ বসু, তালুক দেবীপ্রসাদ বসু, তালুক রামসুন্দর বসু, তালুক রামজয় বসু, তালুক মুক্তারাম সিকদার, তালুক মায়ারাম বসু, তালুক রাজদুর্ল্লভ বসু ও কাম সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি তালুক সকল এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রাচীন কীর্ত্তি সূচনা করিতেছে। বসুদের আরও তালুক ছিল, কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পঞ্চানন্দ বসু রামজয় বসু মুক্তারাম সিকদার তালুকের আংশিক মালিক এখনও এই গ্রন্থ প্রকাশক ও তদীয় ভ্রাতাগণ আছে। তালুক রামসুন্দর বসুর মালিক চন্দ্রমোহন বসু ছিলেন, তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আনন্দময়ীর লোকান্তরে তাহা তদীয় ভাগিনা দ্বারিকা ঘোষ উত্তরাধিকার সত্বে মালিক হইয়াছে। তালুক মায়ারাম বসু ও তালুক কামসর্ব্বানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমানে হরিনারায়ণপুরের রায় রাজকুমার দত্ত বাহাতুরের মালিক দখলে আছে। তালুক দেবীপ্রসাদ, মনোরঞ্জন দত্ত ও অন্যান্যের মালিক দখলে আছে। তালুক রাজছল্লভ বস্থর বর্ত্তমান মালিক কে তাহা জানা নাই। সম্ভবতঃ বজরার জমিদারগণই হইবে। বস্থ-গণের অবস্থা, ক্রমেই মন্দ হইতে থাকে এবং বংশও ক্রমে সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই বিস্তৃত বস্থ বংশ ক্রমে এত সঙ্কীর্ণ হইল যে রাজছল্লভের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ চন্দ্রমোহন এবং জানকীনাথের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ গৌরমোহন মাত্র জীবিত ছিলেন। ইহারা কুল পর্য্যায় উভয়েই ২২। চন্দ্রমোহন বস্থর অবস্থা মন্দ ছিলনা। রামসুন্দর বস্থ তালুকের তিনিই ষোলআনা মালিক ছিলেন। তাহা ব্যতীত খাস দখলেও কিছু ভূমি এবং অন্যান্য জমিদারের অধীন কিছু ভূসম্পত্তি তাহার ছিল। তদ্দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন করিয়া কোনমতে একপ্রকার স্বচ্ছন্দে তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তিনি কৃষ্ণরাম পুরের চন্দ্রকুমার রায়ের ভগিনী আনন্দময়ীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমোহন নিঃসন্তান অবস্থায় অল্প বয়সে মারা যান। এই ভাবেই বস্থ বংশ ক্রমে লোপ হইয়াছে। চন্দ্রমোহন বস্থর সহধর্ম্মিণী আনন্দময়ী কিছুকাল নিজ বাটীতে থাকিয়া পরে চন্দ্রমোহনের ভগ্নীপতি ভবানী প্রসাদ ঘোষকে বাটীতে রাখিয়া তিনি কৃষ্ণরাম পুর পিত্রালয়ে চলিয়া যান। তথায় ভ্রাতার আশ্রয়ে নিজ সম্পত্তির উপসত্ত্ব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বে দত্তপাড়া ভগ্নীর বাটীতে গিয়া দেহত্যাগ করেন। রাজ-কুমার বস্থ ১৩৩৭ সনের ১০ই অগ্রহায়ণ স্বপিণ্ড জ্ঞাতি বলিয়া কাশীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিল! তাহার পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি ভাগিনা দ্বারিকা ঘোষ ও তাহার ভ্রাতা দখল করিতেছে। আনন্দময়ীর সঙ্গে গাবুয়া বাটীতে বসু বংশ লয়প্রাপ্ত হইল।

রাজদুর্ল্লভ বসুর খুল্লতাতভ্রাতা জানকীনাথ বসুর অধস্তম চতুর্থ পুরুষ গৌরমোহন বসুর অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। তিনি একেবারে নিঃসম্বল হইয়া পড়েন। তিনি সাধারণ বাঙ্গালা লিখা-পড়া জানিতেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। তিনি নানাস্থানে জমিদারের মধ্যে কার্য্য করিয়া পরে চট্টগ্রামে কলেক্টরীতে ডেপুটী কৃষ্ণকান্ত রায়ের অধীনে কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি খুব গৌরকান্তি ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। পুকুরদিয়ার তদানীন্তন ধনী ভূম্যাধিকারী কালীচরণ মজুমদারের কন্যা অন্নপূর্ণার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহজামাতা রূপে তৎ কর্ত্তৃক গৃহীত হন। কালীচরণ মজুমদারের ইচ্ছা ছিল গৌরমোহনকে সসম্মানে তাহার পৈতৃক বাটীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে। এজন্য তিনি গাবুয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী অনন্তপুর ও মাইজদি প্রভৃতি মৌজতে অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন। বসুদের "পঞ্চানন্দ বসু, রামজয় বসু, মুক্তারাম সিকদার" তালুকও খরিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্য প্রকার হইল। বিবাহের কিছুকাল পরে তাঁহার এক পুত্র (নন্দকুমার বসু) জন্মিলে তদীয় সহ ধর্ম্মিণী দেহত্যাগ করিলেন। স্ত্রী বিয়োগের পর গতে পৌত্র মোহন সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তিনি তখন তীর্থ ভ্রমণ ও শোম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাড়া গুরু গৃহে অবস্থান করিয়া তান্ত্রিক সাধনাতে রত হইলেন। তিনি প্রত্যহ স্বীয় বক্ষ হইতে রুধির লইয়া ইষ্টদেবীকে পূজার সময় নিবেদন করিতেন। গুরুদেবের মুখে জানা গিয়াছে তিনি তান্ত্রিক সাধনাতে এতদূর উন্নত হইয়াছিলেন যে মৃত টিকটিকীকে আসনের নীচে রাখিয়া ক্রিয়া করিলে উহার পুনর্জীবন লাভ হইত। গৌরমোহন আর পুনঃ সংসারী হইলেন না। তিনি পৈত্রিক গ্রাম গাবুয়া দর্শনে আসিয়া কুলপুরোহিত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটীতে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন। পুত্র নন্দকুমার তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমারোহে সম্পন্ন করেন। পৌত্র রাজকুমার কর্ত্তৃক গৌরমোহনের শ্মশানে একটী মঠ স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক যে পুরোহিত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বপুরুষ রমানাথ চক্রবর্ত্তী বরিশাল জিলার বাইসারি পোষ্টাফিসের অধীন কচুয়া গ্রাম হইতে বসুদের সঙ্গে আসিয়া গাবুয়াতে স্থাপিত হয়। ইহারা ডিংসাই বংশ। বর্ত্তমানে ভৈরব চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও হরচন্দ্র জীবিত আছে।

গৌরমোহনকে পৈত্রিক ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া এবং স্বীয় কন্যার অকাল মৃত্যুতে বিশেষ শোকাচ্ছন্ন হইয়া কালীচরণ মাতৃ-হীন শিশু নন্দকুমারের প্রতিপালনে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। নন্দকুমার পিতার ন্যায় সুদর্শন ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলা লেখাপড়া বেশ শিখিলেম। নন্দকুমারের স্বভাব চরিত্র অতি উত্তম ছিল। ক্রমে তিনি মাতামহের হৃদয়ের সম্পূর্ণ স্নেহের অধিকারী হইলেন। কালীচরণের তিন পুত্র ছিল। কিন্তু প্রায় সকলগুলিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশিষ্ট ও দুর্ব্বিনীত ছিল। এজন্যেও দৌহীত্র নন্দকুমারকে অধিক স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। নন্দকুমার বয়োপ্রাপ্ত হইলে চরসাই নিবাসী কালীশঙ্কর শূরের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা মাধব প্রিয়ার সহিত কালী চরণ তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অসৎ কার্য্য নিরন্ধন এক নরহত্যা ঘটিত মোকর্দ্দনাতে কালীচরণ জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয়সহ কারাগারে আবদ্ধ হন। কালীচরণের তৃতীয় পুত্র এই মোকর্দ্দমা প্রমাণের নিস্ফল চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোকর্দ্দমা বিচারাধীন থাকা সময়ে কারাকক্ষে কালীচরণের দেহ ত্যাগ হয়। জনশ্রুতি তিনি বিষ পাণে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কারাগারে থাকিয়া এক উইল সম্পাদন করেন। তাছাতে তাহার সম্পত্তির শোল আনার প্রথম ও তৃতীয় পুত্রকে ।০ আনা করিয়া, মধ্যম পুত্রকে ।/০ আনা, দৌহিত্র নন্দকুমারকে /১০ দেড় আনা এবং বাটীস্থ স্থাপিত লক্ষ্মী নারায়ণ বিগ্রহের সেবার জন্য /১০ দেড় আনা সম্পত্তি দান করিয়া যান। কালীচরণের শ্রাদ্ধে দানসাগর ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রাচীন লোকের মুখে প্রকাশ এরূপ দানসাগর ক্রিয়া পূর্ব্বে নোয়াখালিতে আর দৃষ্ট হয় নাই। মাতামহের মৃত্যুর পর নন্দকুমার অপুত্রক মধ্যম মাতুলের স্নেহভাজন হইয়া তৎকর্ত্তৃক যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। নন্দকুমারের প্রথম পুত্র ১২৬৮ সনের ১৬ চৈত্র জন্ম ধারণ করেন। তাহার ২১ দিন পরে স্নেহপরায়ণ মধ্যম মাতুলের মৃত্যু হয়। মধ্যম মাতুল পিতৃদত্ত ।/০ আনা সম্পত্তির ৭/১৬ ভাগ জ্যেষ্ঠ ভাতুষ্পুত্র গঙ্গাচরণকে এবং অবশিষ্ট ৯/১৬ ভাগ ভাগিনেয় নন্দকুমারকে দান করিয়া যান। নন্দকুমার এখন কালীচরণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির ।১৫ অংশের মালিক হইল। নন্দকুমার এখন হইতে নিজেই স্বাধীন ভাবে আপন বিষয় কর্ম্ম দেখিতে ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও বিচক্ষণতা হেতু নিজে বহু বিত্ত অর্জ্জন করিয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ও দেবদ্বিজে ভক্তিমান ছিলেন। নিষ্ঠার সহিত ত্রিসন্ধ্যা পালন করিতেন। কথিত আছে একদা তিনি তাঁহার চরের কাচারিতে অবস্থানকালে স্বপ্নে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ উপস্থিত হইয়া বলেন আমার পূজাতে আম্র দুগ্ধ দেওয়া হয় না। রাত্র প্রভাত হইলে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া এবিষয়ে স্ত্রীকে খুব ভৎর্সনা করেন এবং আম্র দুগ্ধ ভোগের ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে ঠাকুর মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণ বালক-রূপী ভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন। অত্যন্ত দানশীল এবং প্রজা-বৎসল ছিলেন। কদাচিৎ প্রজার নামে বাকি খাজনার নালিস করিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাগণকে ধান ঋণ দিয়া প্রতিপালন করিতেন। ভূসম্পত্তি বৃদ্ধির মানসে সময় সময় ঋণ গ্রহণ করিতেন। তাহা শোধের জন্য তেমন যত্ন নিতেন না। এই ভাবে ঋণ ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। মৃত্যুকালে তাঁহার বহু টাকার ঋণ পুত্রগণ দ্বারা শোধের জন্য রাখিয়া যান। তাঁহার পাঁচ পুত্র (রাজকুমার, কালী-কুমার, রামকুমার, চন্দ্রকুমার এবং বসন্তকুমার) এবং তিন কন্যা (দিগম্বরী, দুর্গাসুন্দরী এবং শিবসুন্দরী) ছিল। পুত্র কালীকুমার বিবাহের অব্যবাহত পরে চটগ্রামে শিক্ষালাভার্থে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাজকুমার নোয়াখালী গবর্ণমেণ্টস্কুল হইতে ১০ টাকার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া কলিকাতা পড়িতে যায়। এন্‌ট্রেনস পরীক্ষা দিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব বৎসর রাজকুমার পুকরদিয়ার অদূরবর্ত্তী কল্যাণ পুরের বিখ্যাত দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম রাজা লক্ষণ মাণিক্যের স্থাপিত বসু বংশ সম্ভূত মহেশচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরির দৌহিত্রী ও ইদিলপুর পরগণার মূলগাঁ নিবাসী গুহ বংশজ চন্দ্রমোহন গুহর কন্যার পাণিগ্রহণ করে। পরীক্ষাতে অকৃতকার্য্য হইয়া রাজকুমার কিছুকাল বেগমগঞ্জে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট সার্ব্বিসে প্রবেশ করার জন্য চাকরির চেষ্টা করিয়া প্রথমে বেগমগঞ্জে সবরেজিষ্টরের পদে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হয়। তৎপর ফেণী ও অন্যান্য স্থানে অস্থায়ী ভাবে কাজ করিয়া ১৮৯৪ সনের জানুয়ারি মাসে নূতন প্রতিষ্ঠিত রায়পুর আফিসে সব-রেজেষ্টরের পদে বহাল হইয়া নিযুক্ত হন। এখানে এক বৎসরকাল কার্য্য করিয়া নূতন বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ১৩০২ সনের আশ্বিন মাসে মাতাকে সহ পরিবার নিয়া যায়। দাম্পত্য সুখ রাজকুমারের অদৃষ্টে বিধাতা লিখেন নাই। ঐ সনের ফাল্গুন মাসে ২৬ শে তারিখে রায়-পুরের বাসাতে অকস্মাৎ তাহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। তখন তাহার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছে। ছোট ছেলের বয়স তখন দুই বৎসরের কিছু অধিক। পত্নী বিয়োগে বিশেষ শোকাতুর হইয়া রাজকুমার দুই মাসের বিদায় গ্রহণে কিছুকাল স্থানান্তরে গিয়া অবস্থান করে। বিদায়ান্তে সন্তানগণের লালন পালনের ভার বাটীস্থ পরিবারবর্গের উপর ন্যস্ত করিয়া রাজকুমার কার্য্যে হাজির হইল। কিন্তু যেস্থানে এবং যে গৃহে সস্ত্রিক বাস করিয়াছে সেখানে এখন একাকী স্ত্রীবিয়োগ শোকাকুল হৃদয়ে বাস করিতে অতি অসহ্য বোধ করিতে লাগিল। রাজ কার্য্যে নিরুৎসাহ সংসার তমসাচ্ছন্ন বোধ করিতেছিল। মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ অবস্থাতে চিত্ত স্থির করার জন্য একটী অবলম্বন আবশ্যক মনে হইল। দ্বিতীয় দ্বার গ্রহণের দ্বারা সেই অবলম্বন কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু তাহা বহুবিপদসঙ্কুল। ভগবানে চিত্ত স্থাপন করাই এই অবস্থায় শান্তি পাওয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। রাজকুমারের বয়স তখন মাত্র ৩২ বৎসর। বিবাহের জন্য আত্মীয় বন্ধু সকলেই বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকুমারের মন বিবাহের দিকে মাত্রও আকৃষ্ট না হইয়া অতি সত্বর দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইল। দেশীয় কুলগুরুদের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় শিষ্যও ভাগ বণ্টন হয়। রাজকুমারের গুরুপরিবারে দুই হিস্যা। খুল্লতাত ও ভ্রাতষ্পুত্র। রাজকুমার বাল্যকাল হইতে ভ্রাতষ্পুত্রের উপর ভক্তিমান ও শ্রদ্ধান্বিত। কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া খুল্লতাতের ভাগেই সে পড়িয়াছে। তবে কিরূপে ভ্রাতষ্পুত্র হইতে দীক্ষালাভ করা যায়? দেশে দীক্ষা গ্রহণ করিলে খুল্লতাতই দীক্ষা দিতে উপস্থিত হইবেন। তখন কি বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা যায়? এজন্য রাজকুমার দীক্ষার কথা প্রচার না করিয়া মাতাকে নিয়া গঙ্গা স্নান করার উদ্দেশ্যে কলিকাতা রওনা হইল। সঙ্গে ভ্রাতা রামকুমার বসু, বন্ধু চন্দ্রকুমার চৌধুরী এবং ভাবী গুরু সোমপাড়া নিবাসী ৺চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ছিলেন। স্ত্রীর জন্য গয়াতে পিণ্ডদানার্থ বন্ধু চন্দ্রকুমারকে সঙ্গে লওয়া হইল। কলিকাতা পৌঁছিয়া কালীঘাটে গঙ্গাতীরে এক শিবমন্দিরে মহাষ্টমী দিন দীক্ষা গ্রহণ করা হইল। কয়েক দিন দীক্ষা অভ্যাস জন্য কলিকাতা অবস্থান করিয়া এবং মাতা প্রভৃতিকে তথায় রাখিয়া গুরুদেব ও বন্ধু চন্দ্রকুমারকে সঙ্গে করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজকুমার গয়া গিয়া তথায় স্ত্রীর গয়াশ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, কাশী গিয়াছিল। তথায় গুরুদেবের বংশশিষ্য কালীকুমার দত্ত মহাশয়ের বাসায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়া কলিকাতা আসিয়া সকলকে নিয়া দেশে ফিরিল এবং কার্য্যে যোগ দিল। দীক্ষা গ্রহণান্তর রাজকুমার খুব শান্তি প্রাপ্ত হইল এবং কাজ কর্ম্মে মনোযোগ দিতে লাগিল। নন্দকুমার বসু তখন রুগ্ন হইয়া একপ্রকার শয্যাগত হইয়াছেন। ১৩০৪ সনে আর একটী ঘটনাতে রাজকুমার বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অফিসে এক ধূর্ত্ত মুসলমান ভূম্যাধিকারী তাহার মাতার বরাবরে এক মিথ্যা জাল দলিল সৃষ্টি করিয়া জাল ব্যক্তি দ্বারা তাহা রেজেষ্টারি করিয়া লইয়াছিল। যাহার সম্পত্তি এই ভাবে হস্তান্তরিত করিয়াছিল, তাহার ভ্রাতা অফিসে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিল প্রকৃত প্রস্তাবে কবলা হইয়াছে এবং তাহা গৃহিতার পক্ষ অফিস হইতে নিয়া গিয়াছে। সংবাদ জানিয়া তাহারা ফৌজদারিতে মোকর্দ্দমা দায়ের করিল। বিচারক মোকর্দ্দমা তদন্তের জন্য রায়পুরের সবরেজেষ্টরের নিকট পাঠাইল। রাজকুমারের তখন নূতন উদ্যম ও উৎসাহ। বিশেষতঃ তাহার অফিসে এই প্রকার জাল দলিল রেজেষ্টরি হইয়া থাকে এরূপ একটী দুর্ণাম প্রচার হইলে তাহার সুনামের হানি হয় মনে করিয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়া জাল মনুষ্যকে হস্তরেখা পরীক্ষার দ্বারা বাহির করিয়া ফেলিল। তাহার ও গৃহিতার পুত্রের পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। তদন্ত সময় রাজকুমারকে বহু টাকার প্রলোভনে বাধ্য করিতে চাহিয়াছিল। ১৩০৫ সনের ১৫ই অগ্রহায়ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরাহ্নে রায়পুরাতে সংবাদ আসিল, নন্দকুমার বসু মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য। বাস্তবিক পক্ষে তিনি সেই দিন প্রত্যুষে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া অস্থির হইয়া রাজকুমার ২০ মাইল ব্যবধান পুকুরদিয়া অভিমুখে ছুটিল। রাত্র ১২ টাতে বাটীতে পৌছিয়াই শ্মশান বহ্নি দেখিতে পাইয়া রাজকুমারের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। শ্মশানে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া বাটীতে গিয়া ভ্রাতা, ভগ্নী, ভগ্নীপাত সকলকে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মনে আরো দ্বিগুণতর বেগে শোকানল প্রজ্বলিত হইল। শেষ সময়ে পিতাকে দেখিতে পাইলে না এবং মৃত্যুকালে পিতৃ সেবাতে বঞ্চিত হইল এজন্যই তাহার শোক বেগ বৃদ্ধি হইল। কিছুকাল পরিবারস্থ লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ ও মৃত্যুকালে পিতার অবস্থা ও বাণীর বিষয় অবগত হইয়া তখনই পুনঃ কার্য্যস্থলে রওনা হইল। বিদায় গ্রহণে বাটীতে আসিয়া সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিল। রাজকুমারের কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতাই অবিবাহিত। এখন সে তাহাদের বিবাহের জন্য মনোযোগী হইল। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যপ্রকার। পিতৃবিয়োগের এক বৎসর অতিবাহিত হইতেই মাতৃবিয়োগ ঘটিল। মাতৃশ্রাদ্ধও যথা সম্ভব সমারোহে পঞ্চাঙ্গ বৃষোৎসর্গ কার্য্য সম্পন্ন করিল। ভ্রাতাদের বিবাহে এজন্য কালবিলম্ব ঘটিল। পিতা বিস্তর ঋণ রাখিয়া গেলেও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে গয়া গিয়া পিতার সপিণ্ডকরণাদি কার্য্যে এবং পিতার শ্মশানে মঠ নির্ম্মাণ করিতে রাজকুমারকে কোন বেগ পাইতে হইল না। কারণ মহালে বিস্তর টাকা প্রজার নিকট বাকি ছিল। তাহা এই সময় আদায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সুচারুমতে নির্ব্বাহ করিল। কিছুদিন পরে ভ্রাতাদের বিবাহ হইল। রামকুমার বসুর বিবাহ শ্রীরামপুরের রাজা লক্ষীনারায়ণের কন্যার সহিত এবং চন্দ্রকুমার বসুর বিবাহ মাইজদির তারাকুমার ঘোষের কন্যার সঙ্গে সম্পন্ন হইল। এক বৎসর পর রামকুমারের স্ত্রীবিয়োগ ঘটিল। বসন্তকুমারের বিবাহ সাহাপুরের হরমোহন রাজার কন্যার সঙ্গে, রাজকুমারের কন্যা সৌদামিনীর বিবাহ রাধাপুরের উকিল উদয়চন্দ্র মিত্রের পুত্র উকিল শ্রীমান রজনীচন্দ্র মিত্রের সহিত এবং রামকুমার বসুর দ্বিতীয় পরিণয় লক্ষীনারায়ণের অন্য এক কন্যার সঙ্গে এক সঙ্গে সম্পন্ন হইল। এই তিন বিবাহেও বিস্তর টাকা ব্যয় হইল কিন্তু পিতৃঋণ শোধের দিগে রাজকুমার তখনও মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। বিশেষতঃ এই ঋণ শোধ সম্বন্ধে রাজকুমারের সম্মুখে পর্ব্বতপ্রমাণ এক জটিল সমস্যা দণ্ডায়মান হইয়াছিল। নন্দকুমার বসু কোন এক জমিদার হইতে প্রথম ঋণ গ্রহণ করেন। তাহার মহাজনি ব্যবসায় তদীয় স্ত্রীর নামে করা হইত। সুতরাং স্ত্রীর নামেই খত সম্পাদনে কর্জ্জ করিয়াছিলেন। জমিদারের মৃত্যুর পর প্রথম যে খত পরিবর্ত্তন হয় তাহা জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে সম্পাদিত হয় এই খত পুরাণ হইলে দ্বিতীয় পুত্রের স্ত্রীর বরাবরে পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু শেষোক্ত দুই খত একই পরিমাণ টাকার জন্য হইয়াছিল। কোন নূতন টাকা বা বাকি পড়া সুদের জন্য নহে। উভয় খতেরই আসল টাকা ১৫০০০৲ হাজার ছিল। ইতি মধ্যে মহাজন পরিবারে আত্ম কলহ উপস্থিত হইলে এক পক্ষ এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খতের টাকা এজমালি, অপর পক্ষ খতের টাকা খত গৃহিতার নিজস্ব বলিয়া দাবি করিল। ইতি মধ্যে কোন এক মোকর্দ্দমাতে নন্দকুমার বসুকে মহাজন পরিবারের এক পক্ষ, ষড়যন্ত্র মূলে সাক্ষী মান্য করিয়াছিল। নন্দকুমার বসু তখন রুগ্নাবস্থায় শায়িত। তিনি জবানবন্দীতে বলিয়াছিলেন বৃদ্ধ জমিদারের পত্নীর তহবিল হইতেই টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী দুই খতই পরিবর্ত্তিত খত। তখন সমস্যা হইল, এই টাকা কাহাকে দেওয়া যায়। নন্দকুমার বসু বর্ত্তমানে সুদের বাবত অনেক টাকা শোধ দিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর যখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইল, তখন স্থানীয় বারের উকিলগণও টাকা দেওয়া বন্ধ রাখিতে উপদেশ দিলেন। তদনন্তর রাজকুমার কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রধান ব্যারিষ্টার সার গ্রিফিথ ইভান্‌স সাহেবের লিখিত অপিনিয়ম গ্রহণ করে। তিনি কোন পক্ষকে টাকা না দিয়া আদালতে টাকা গচ্ছিত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু ঐ পরামর্শ মতে কাজ করিতেও বিশেষ বাধা উপস্থিত হইল। আদালতে টাকা গচ্ছিত করিতে হইলে চক্রবৃদ্ধি সুদ সহ সমস্ত টাকা দাখিল করিতে হয়। এতাধিক টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব হইল। বিশেষত এরূপ তর্কিত স্থলে কোন মহাজন টাকা কর্জ্জ দিতে স্বীকৃত হইল না। রাজকুমার অনন্যোপায় হইয়া তখন নিশ্চেষ্ট রহিল। এদিকে খতের ছয় বৎসর ম্যাদ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন রাজকুমার মনে করিল পিতৃঋণের জন্য অগত্যা রেহেনি সম্পত্তিগুলি গিয়াও যদি অবশিষ্ট সম্পত্তি রক্ষাপায় তাহাও মঙ্গল। এই ভাবে ঋণ শোধের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া ভগবানের চরণে আত্মসম্পর্পণ করিয়া নীরব রহিল। কিন্তু খত গ্রহিতার পক্ষ তামাদি রক্ষার জন্য একটী অভিনব উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইল না। তাহারা খতের পৃষ্ঠে মিথ্যা একশত টাকা উশুল দিয়া রাজকুমারের ইংরাজী সহি লিপি করিয়া তমাদি রক্ষা করিল। রাজকুমার মহাজন পক্ষের এই দুরভিসন্ধির বিষয় জানিতে পারিলেও তন্নিবারণ করিতে বা বাধা জন্মাইতে কিছুতেই সক্ষম হইল না। তাহারা এইভাবে তমাদি রক্ষা করিয়া ৫০ হাজার টাকা দাবি করিয়া নোয়াখালীর সবজজ আদালতে আরজি দাখিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল। বসুদের বিরুদ্ধে এই বৃহৎ দাবির মোকর্দ্দমা দায়ের হইলে, বসুদের আত্মীয় অনাত্মীয় দেশের সকল লোকেরই এই ধারণা হইয়াছিল যে বসুদের ঘর এইবার কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। বাস্তবিক ভগবানের অপার করুণা ব্যতীত রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বসুদের প্রজাগণ এইসময় বসুদের মঙ্গল কামনা করিয়া নানাস্থানে শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, নামাজ, মুলুদসরিপ পাঠ ইত্যাদি কার্য্য করিয়াছিল। সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইয়া সত্য ঘটনা সকল লিপি করিয়া বর্ণনাপত্র দাখিল করিল। পিতার জবানবন্দী বাক্যদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া, মহাজনের পরিবারের আত্মকলহ হেতু ব্যবহার জীবীগণের বিশেষতঃ বিখ্যাত বারিষ্টার ইভান্‌সের নিষেধে খাতক পক্ষ খতের টাকা আপোষে দিতে অপারগ হইয়া তাহাদের পিতৃ বিয়োগের পর সুদ বা আসল কোন টাকা মহাজনকে দিতে বিরত রহিয়াছে। তমাদি রক্ষার জন্য এক শত টাকা দেওয়া প্রতি পক্ষের কোন প্রয়োজন ছিল না। এই ভাবে বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়া রাজকুমার সত্য বিষয়ে ভগবানের কৃপাদৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে বাধ্য হইল। মহাজন পক্ষ বরিশালের প্রসিদ্ধ একজন উকিলকে দৈনিক ২০০৲ দুই শত টাকা দিবার চুক্তিতে মোকর্দ্দমা চালাইতে আনিয়াছিল। খাতকগণের পক্ষে কেবল স্থ [illegible] কিলগণ ছিলেন। ভগবানের এমনই অপার করুণা বিপক্ষের উকিল [illegible] নথিপত্র দেখিয়া মহাজন পক্ষকে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পরামর্শ [illegible]। বিবাদির যুক্তিসঙ্গত উক্তি যদি বিচারক বিশ্বাস করেন তবে মোকর্দ্দমা সম্পূর্ণ দাবি সহ ডিসমিস করিবেন। এরূপ অবস্থায় নিষ্পত্তি করা সঙ্গত। উকিল বাবু নিজের অর্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও বাদি পক্ষকে সৎ যুক্তি দিলেন। বাদিগণের সুমতি হইল। মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে স্বীকৃত হইল। ৫০ হাজার টাকার দাবির মধ্যে ৩৪০০০ হাজার টাকাতে নিষ্পত্তি হইল। খাতক পক্ষ সেই দিনই ৯০০০ হাজার টাকা নগদ দিয়াছিল। অবশিষ্ট ২৫০০০ হাজার টাকা বিনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুদে ছয় বৎসরে পরিশোধের মর্ম্মে নিষ্পত্তি হইল। ভগবান খাতকগণের সম্পত্তি রক্ষা করিয়া দিলেন। সত্যের জয় হইল। খাতকগণও সহজে পিতৃঋণ শোধ করিতে সক্ষম হইল। মহাজনগণ তাহাদের ন্যায্য টাকা পাইয়া গেল। বসুগণ মহাজন পরিবারের মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করিতেছে। মহাজন পক্ষ নিষ্পত্তিতে স্বীকৃত না হইলে বসু পরিবারের পরিণাম কি হইত তাহা অনিশ্চিত ছিল।

এই মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত রাজকুমার রায়পুরাতেই ছিল। ১৯০৯ সনের অক্টোবর মাসে সে বেগমগঞ্জে বদলি হইল। এই স্থানে আসিয়া রাজকুমার পিতৃ-ঋণ কিস্তি মতে শোধ করিতে সুবিধা পাইলও এখানে কতগুলি অশান্তিকর ঘটনার উদ্ভব হইল। দেয় পাড়ার ঠাকুর মহাশয়গণের সহিত বসুদের মালিকি দখীলয় একটী বাড়ীর কিয়দংশ লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। এই ঘটনা মূলে ফৌজদারিতে ও আদালতে অনেক মোকর্দ্দমা হইল। অবশেষ বসুগণ সমস্ত মোকর্দ্দমাতে জয়লাভ করিল এবং আদালতের মোকর্দ্দমাও আপোষে নিষ্পত্তি হইল। কিন্তু বসুদের উপর ঠাকুরদের আক্রোশ তিরোহিত হইল না। বৃদ্ধ ঠাকুর দ্বয়ের তিরোধানের পরও বসুদের সহিত মোকর্দ্দমা করিতে ঠাকুরগণ পশ্চাৎপদ হন নাই। ভগবানের কৃপায় জয়লাভ করিতে পারেন নাই। নব দীক্ষিত শিষ্য গিরীন্দ্র মজুমদারের পক্ষ অবলম্বন করিয়াও বসুদের পিছু ছাড়েন নাই। বসুগণ পুরুষানু-ক্রমে দেব দ্বিজে শ্রদ্ধাবান। কখনও ব্রাহ্মণের অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই। বর্ত্তমানেও করেন না। বসুগণ গলবস্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে ঠাকুর মহাশয়দের চরণে সদিচ্ছা, কৃপা এবং আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে।

রাজকুমার বেগমগঞ্জে ছয় বৎসর অবস্থান করিয়া অফিসের জন্য জমি একোয়ার আফিসের পাকা ঘর, বেগমগঞ্জ হাইস্কুলের জন্য জমি একোয়ার এবং স্কুলের ঘর নির্ম্মাণাদি কার্য্য সমাধা করিয়া ১৯১৫ সনের ডিসেম্বর মাসে অম্বিকা বাবু কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে নোয়াখালীর ডিষ্ট্রীক্ট সবরেজেষ্টরের পদে উন্নীত হইয়া সদরে স্থানান্তরিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতিমধ্যে পুকুরদিয়া বাটীতে পিতৃ শ্মশানে পঞ্চরত্ন বা পঞ্চশীর্ষ মঠ নির্ম্মাণ ও তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, পিতার আরব্ধ কিন্তু অসম্পূর্ণ দীঘী খনন ও তাহার উত্তর তটে শিব মন্দিরের সম্মুখে বিস্তৃত পাকা ঘাট ইত্যাদি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য সমাহিত হইল।

নোয়াখালী সদরে আসিয়া রাজকুমার নূতন বিপদের সম্মুখীন হইল। নোয়াখালী জেলাতে তখন গবর্ণমেণ্টের সেটেলমেণ্টের কার্য্য হইতেছিল। বসুদের বাটীস্থ অংশীদার গিরীন্দ্রকুমার মজুমদার (গঙ্গাচরণের পোষ্যপুত্র) গ্রামের কতিপয় দুষ্ট এবং পরশ্রীকাতর লোকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বসুদের কতগুলি খাস দখলীয় ভূমি ও প্রজার বাটী আত্মসাৎ করার অভিপ্রায়ে সেটেলমেণ্টে আপত্তি দাখিল করিয়া মোকর্দ্দমা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। এই উপলক্ষে একটী গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। গিরীন্দ্রের লোক বসুদের এক পদাতিকে ঠেটা (এক প্রকার মৎস্য মারিবার যন্ত্র) দ্বারা উদর বিদ্ধ করিয়াছিল। পুলিশ তদন্ত করিয়া আসামী চালান দেয়। আসামীর এক বৎসর জেল হইয়াছিল। এই মোকর্দ্দমা ও সেটেলমেণ্টের অন্যান্য মোকর্দ্দমাতে বসু পক্ষের জয় হইল। কিন্তু বসুদের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছিল।

এইরূপে গিরিন্দ্র নানা বিষয়ে এমন কি সমাজিক বিষয়েও বসুদের সহিত বিরোধ করিয়া ঋণগ্রস্ত হইল এবং তজ্জন্য ভগ্নী শশীমুখী সহ এক যোগে ষ্টেট কোর্টওয়ার্ডসে দিতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইল। রাজকুমার ভাবিল গিরীন্দ্রের ষ্টেট কোর্টওয়ার্ডসে গৃহিত হইলে কালেক্টর গিরীন্দ্রের অভিভাবক হইবে। তখন গিরীন্দ্র কালেক্টর দ্বারা রাজকুমারকে জব্দ করার বিশেষ সুযোগ পাইবে ইতিপূর্ব্বেও গিরীন্দ্র এরূপ সুযোগ পাইয়া রাজকুমারের ক্ষতি করিয়াছিল। তখন রাজকুমার ভ্রাতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের ষ্টেট কোর্টওয়ার্ডসে অর্পণ করিল। এক বৎসর পরে গিরীন্দ্রের ষ্টেট কোর্টওয়ার্ডস মুক্ত করিয়া দিল কিন্তু বসুদের ষ্টেট অদ্যাপি কোর্টওয়ার্ডসের তত্বাবধানে আছে। রাজকুমার বেগমগঞ্জে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকাকালে গুরুদেবকে সঙ্গে করিয়া কামাখ্যা ও হয়গ্রিবমাধব দর্শনে গমন করিয়াছিল। নোয়াখালী থাকা সময়ে বাতরোগে এবং গুহ্যদ্বারে ভগন্দর হইয়া অনেকদিন শয্যাগত ছিল। অস্ত্রোপচারে ভগন্দর সারিয়া গেলেও বাতের আক্রমণ হইতে আরাম হইল না। তখন ৬ মাসের বিদায় গ্রহণে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ২। মাস দেওঘরে বাস করিয়া পরে শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে, কাশী, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, বৃন্দাবন, মথুরা, আজমীর, পুস্কর;) জয়পুর, এলাহাবাদ, বিন্ধ্যাচল গয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া পুনঃ কার্যে যোগদান করিল। এই ভ্রমণে তাহার সঙ্গে তাহার জ্যেষ্ঠ্য পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র, পুত্রবধু, কন্যা সৌদামিনী; এবং তাহার কন্যা স্নেহলতা ও রাণী ছিল। ইতিপূর্ব্বেই রাজকুমার, পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র কুমার বি, এ, পাশ করিলে বরিশাল বানরিপাড়ার অক্ষয়কুমার গুহঠাকুর তার কন্যার সহিত তাহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল।

ইতিমধ্যে রাজকুমার এক মহাপুরুষের কৃপা লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। তারিণীচরণ গুহরায় মহাশয় রাজকুমারকে পরমহংস শ্রীমন্নারায়ন তীর্থস্বামী মহোদয়ের নিকট কলিকাতা লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় সিদ্ধযোগী স্বামীজি রাজকুমারকে কৃপাকরিয়া সাধন দানে কৃতার্থ করেন। পরে রাজকুমার অনেক চেষ্টা করিয়া স্বামীজিকে নোয়াখালীর তালতলার বাসাতে আনিয়াছিল। তখন মান্দারিপুরে আশ্রম হয়নাই। তালতলার বাসায় অনেক লোক সাধন পাইয়াছিল। তন্মধ্যে সবজজ দুর্গাকান্ত বাবু, রমন বাবু, সিবিলসার্জ্জন জয়কৃষ্ণ বাবু সাধনবীর নিশীপাল প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য।

কাজে হাজির হওয়ার কিছুদিন পর রাজকুমারকে কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের রেজিষ্টরের পদে উন্নত করিয়াছিল। এই সময় বেগমগঞ্জ রেজেষ্টরের অফিস গৃহে কোন দুষ্ট লোক অগ্নিপ্রদান করিয়াছিল। অফিসের কতগুলি বহি ও কাগজপত্র পুড়িয়া গিয়াছিল। পুলিস ও রেজিষ্টেসন্ ইনেস্পেক্টর তদন্ত করিয়া এই অগ্নিদানের কারণ বা অগ্নিদাতার সন্ধান পাইলেন না। রাজকুমার চট্টগ্রাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে ফিরিয়া আসিয়া কাজে যোগদান করিলে তদানিন্তন কলেক্টর রায় বাহাদুর আর, এস, দাস তাহাকে তখনই বেগমগঞ্জের ঘটনার তদন্তে পাঠাইয়াছিলেন। রাজকুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়াই অগ্নিদান কি ভাবে হইয়াছে এবং কি কি রেকর্ড জ্বালানি গিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে অফিসের টাকা তশ্রুপ হওয়াই সম্ভব এবং তাহা গোপন করার উদ্দেশ্যে অগ্নিপ্রদান দ্বারা রেকর্ড নষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে অফিসের কেরাণী স্থানীয় মেরেজ রেজিষ্ট্রারের পুত্রকে হাতিয়া বদলি করা হইয়াছে। সে অফিসে থাকিতেই অগ্নিপ্রদান হইয়াছে। রাজকুমার এই সন্দেহকে মূল করিয়াই তদন্ত আরম্ভ করিল। ১৫।২০ দিন তদন্ত করার পর সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। তিন বৎসরে অফিসের কেরাণী কিছু কম তিন হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। সে হাতিয়া বদলির সংবাদ জানিয়া ভাবিল নূতন কেরাণি আসিলে তাহার টাকা চুরির বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এজন্য হাতিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে রেকর্ড রুমের জানালার মধ্য দিয়া বস্ত্রখণ্ডে কেরোসিন তৈল সংযুক্ত করিয়া অগ্নিসংযোগে তাহা নিক্ষেপকরে। যে সকল রেকর্ড পুড়িয়াগেলে চুরির বিষয় প্রমাণ করা অসম্ভব হইবে কেবল সেই সকল রেকর্ড জানালার নিম্নে টেবিলের উপর পূর্ব্বদিন সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং অগ্নিযুক্ত বস্ত্রখণ্ড সেই সকল রেকর্ডের উপর পতিত হইয়া কাগজগুলি দগ্ধ করিতে ছিল। অবিলম্বেই সব রেজিষ্ট্রার সেই কেরানিকেসহ আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। পাপ কার্য্য অতি গোপনে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা প্রকাশ পায়। অনেক গুপ্ত হত্যা অনেক বড় বড় চুরি ডাকাতি আশ্চর্য্যভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে। এখানে রেকর্ডগুলি দগ্ধ হইলেও তাহার মধ্য হইতে অর্দ্ধ দগ্ধ বা কিঞ্চিৎ দগ্ধ বা অধিক দগ্ধ এমন সকল রেকর্ড বাহির হইল, যাহা মূর্ত্তিমান প্রত্যক্ষ দর্শী সাক্ষীর ন্যায় এই অতি সুচতুর তচ্ছ্রূপ কারীর গুপ্ত প্রচেষ্টা তদন্ত-কারীর সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা যেন প্রকাশ করিয়া দিল। রাজকুমার সমস্ত অবস্থা তদন্ত রিপোর্টে প্রকাশ করিয়া সুদীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করিল। আসান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেরাণি কোজদারিতে মোকদ্দমা হইয়া বিচারাধীন হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রথম তদন্তের পর আসামী দায়রায় সোপর্দ্দ হইল। আসামীর প্রার্থনামতে মোকদ্দমা চট্টগ্রাম সেসন জজের নিকট বিচারের জন্য স্থানান্তরিত হইল। মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য রাজকুমার ২ মাসকাল চট্টগ্রামে অবস্থিতি করিল। বিচারান্তে আসামীর ১৮ মাস কারাদণ্ড হইল।

এই মোকদ্দমার অল্পদিন পরে রাজকুমার নদীয়া কৃষ্ণ নগরে বদলি হইল। কৃষ্ণ নগরে থাকাকালে রাজকুমার ছোট পুত্র হেমকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। কৃষ্ণনগরে অবস্থান রাজকুমারের পক্ষে বিশেষ সুখকর হইয়াছিল, কারণ সেই সময় মহাপ্রভুর লীলা স্থান নবদ্বীপ এবং অদ্বৈত প্রভুর সাধন স্থান শান্তিপুর দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিল। ১৯২২ সনের ১লা জুলাই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাজকুমার দেশে ফিরিল।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাজকুমারের একটী পাকা বাড়ী করার ইচ্ছা হইল। নোয়াখালী সহরের দক্ষিণার্দ্ধ তখন নদীর কবলে পতিত হইয়াছিল কিন্তু ২॥ মাইল দীর্ঘ একটী চর ভাসিয়া উঠিল, তখন সকলের মনেই সহর রক্ষা পাইল বলিয়া আশার সঞ্চার হইল। এই সময় অন্যান্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রাজকুমার প্রায় ১০হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটী দালান প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হইল। ইতিমধ্যে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র হেম এম, এ, বি, এল পাশ করিলে তাহাকে বিক্রমপুর হাসরা নিবাসী রায় সাহেব অশ্বিনীকুমার চৌধুরী (যিনি তখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের জেলার) মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার সহিত বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ করিল। তৎপর দালানের কার্য্যও সম্পূর্ণ হইল।

বহুদিন হইতে রাজকুমার কুম্ভ মেলা দর্শন করার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল। নানা প্রকার বিঘ্নে এ পর্য্যন্ত তাহা চরিতার্থ করিতে পারেনাই। ১৩৩৩ সনের হরিদ্বারের কুম্ভ মেলা সমাগত হইল। রাজকুমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেলা দর্শনের জন্য ব্যগ্র হইল। ঐ সনের ২৭শে ফাল্গুন হরিদ্বারে রওনা হইল। কলিকাতা পৌছিয়া পুত্রদের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া গুরুদেবকে সঙ্গে করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র সহ হরিদ্বারে রওনা হইল। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ও মধ্যম ভগ্নীও গিয়াছিলেন। মেলা দর্শনান্তে ২০।২২ দিন হরিদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক গুরুদেব ও সঙ্গের অন্যান্যকে দেশে পাঠাইয়া রাজকুমার পুত্রসহ উত্তরাখণ্ড ভ্রমণে বহির্গত হইল। একমাস আটদিন হিমালয়ের দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশ ঘুরিয়া বদরিকেদার দর্শনান্তর পুনঃ হরিদ্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তৎপর পঞ্জাব প্রদেশের চিন্তাপুর্ণি, কাঙ্গরা, জ্বালামুখি, হুসিয়ার পুর, জালান্দর, অমৃতসর এবং লাহোর ঘুরিয়া জম্মু শ্রীনগর, কাশ্মীরের অন্যান্য স্থান ও অমরনাথ দর্শন করিল। তথা হইতে ফিরিয়া রাবলপিণ্ডি, তক্ষশিলা, পেশোয়ার, অম্বালা, কুরুক্ষেত্র, দিল্লি, মাউনট্ আবু, রাজকোট, দ্বারকা, ভেটদ্বারকা (দ্বিপস্থিত দ্বারকা) গোপীতলাও, জিতল সহর, জুনাগড়, গৃন্মারপর্ব্বত, প্রবাসতীর্থ, পোড় বন্দর, সোমনাথ, সুদামাপুরী, ডাকোর, আহমদাবাদ, গোডরা, উজ্জয়িণী, মটকা, ওঁকারনাথ, খাণ্ডোয়া, চিত্রকুট পর্ব্বত, এলাহাবাদ. কাশী গয়া দর্শন করিয়া ১৩৩৪ সনের আশ্বিন মাসে নোয়াখালী প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

১৩৩৫ সনের জৈষ্ট মাসে রাজকুমার ভাগিনেয় শ্রীমান উপেন্দ্র চৌধুরী ও তাহার মাতাসহ নেপালে পশুপতিনাথ দর্শনে বহির্গত হইল। তথায় ১৫ দিন বাস করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিতামারী, দ্বারবঙ্গ জনকপুর, জলেশ্বর প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া ৬ই আষাঢ় নোয়াখালী পৌছিলে ১২ই আষাঢ় রাত্রে প্রিয়তমা কন্যা সৌদামিনী পিতার জন্য জলখাওয়ার সামগ্রি প্রস্তুত করিয়া আনিয়া পিতার সাক্ষাতে উপস্থিত করিল এবং নূতন বস্ত্রযুগল তাহার চরণের উপর রাখিয়া মস্তকোপরি ধান দুর্ব্বা প্রদান করতঃ প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। ইহাই তাহার শেষ বিদায় হতভাগ্য পিতা তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে সক্ষম হইল না। রাত্র ৩টার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংবাদ আসিল সৌদামিনী কলেরারোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেখিতে গিয়া তাহার অবস্থা অবলোকন করিয়া জীবনে নিরাশ হইল। সেবা ও চিকিৎসার ত্রুটি হইল না। পরদিন পূর্ব্বাহ্নে ১০টার সময় সে সজ্ঞানে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এই দৃশ্যমান জগতের পরপারে তাহার সাধন যোগ্য স্থানে চলিয়াগেল। তাহাকে শ্মশানে রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়াই সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প রাজকুমারের মনে দৃঢ় হইল। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই আর সংসারে থাকা হইবেনা এইরূপ সঙ্কল্প থাকা সত্বে কেবল কন্যার মমতায় বদ্ধ হইয়া ৮।৯ বৎসর কাল অতিবাহিত করা হইয়াছে। এখন সেই বন্ধন ছুটিযাগেল। সংসারের কাজও প্রায় শেষ হইয়াছে, তবে আর কেন এই আবিল সলিলে ডুবিয়া থাকা॥ ক্রমেই অবসর হইতে চেষ্টা হইল। রাজকুমার কখনও নিকটবর্ত্তী তীর্থ নাঙ্গলবন্ধে যায়নাই। দেশত্যাগের পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র স্নানের ইচ্ছা হইল। ১৩৩৫ সনের ২৮শে চৈত্র রওনা হইয়া ২৯শে চৈত্র তথায় পৌছিল।

১৩৩৬ সনের ৫ঠা বৈশাখ ৯ টার মধ্যে স্নানের নির্দ্দিষ্ট সময়। এই কয়দিন সেখানে অবস্থান করিয়া বিখ্যাত ললিত সাধু ও অন্যান্য অনেক সাধুর দর্শন লাভ করিল। ললিত সাধু সর্ব্বদা মৌনী। ফল মিষ্টি আহার করেন কিন্তু ৩ গ্রাসের বেশী নহে। অর্থাৎ যে যাহা মুখের সামনে ধরে তাহাই তিন গ্রাস গ্রহণ করেন। এই ভাবে তামাক, চুরট, গাঁজা ও তিন টান দিয়া পান করেন। ডাবের জল ব্যতীত অন্য জল পান করেন না। ১লা বৈশাখ নাঙ্গল বন্ধে ফল আহার করিয়া জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে রাজকুমার ফলাহার আরম্ভ করিল। ব্রহ্মপুত্রে ৬।৭ দিন অবস্থান করিয়া নোয়াখালী ফিরিল।

ক্রমে সংসারের জঞ্জালরাশি পরিষ্কার করা হইতেছে। নোয়াখালীর নূতন পাকা বাড়ীতে কুলগুরু ও তৎ পত্নীকে আনিয়া তাঁহাদের চরণ পূজা করার ইচ্ছা বহুদিন যাবত রাজকুমারের অন্তরে জাগ্রত ছিল। এযাবৎ নানা কারণে তাহা হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠে নাই। ১৮ আশ্বিন তাঁহাদিগকে বাসায় আনিয়া তাঁহাদের চরণ পূজা করনান্তর দক্ষিণা দিয়া কৃতার্থ হইল।

পুকুরদিয়া গিয়া পিতৃ শ্মশান মন্দিরটীকে মেরামত করান হইল। পুকুর দিয়ার কর্ত্তব্য কাজ যথা সম্ভব শেষ করিয়া ২৪ শে কার্ত্তিক জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করা হইল। কেবল বিশ্বনাথের কৃপা সম্বল করিয়া আত্মীয় বান্ধব প্রিয় পরিজন প্রিয় বস্তু সকলের মমতা ত্যাগ করিয়া একাই বিশ্বনাথের চরণাশ্রয়ে রাত্র ৮।৪৬ মিনিটে গৃহ পরিত্যাগ করিল। গ্রামবাসীগণ হরিসংকীর্ত্তন করিয়া বিদায় দিল। অনেকে উচ্চৈস্বরে কান্নাকাটি করিল।

নোয়াখালি আসিয়া কার্য্যানুরোধে কয়েকদিন অবস্থান করিতে হইল। পরে ২৪ অগ্রহায়ণ ১টার পূর্ব্বে গুরুদেবের প্রসাদ গ্রহণ ও চরণ বন্দনা করিয়া, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি পুত্রদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিশ্বনাথের শ্রীচরণাশ্রয় লাভের মানসে যাত্রা করিল। রাজকুমারের দুই পুত্রই পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত আপন আপন কর্ম্মফলানুসারে স্বকীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যবহার জীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবন সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

২৮ শে অগ্রহায়ণ কাশীতে পৌছিয়া হরিনারায়ণপুরের দেবেন্দ্র বাবুদের বাসায় কিছুকাল অবস্থান করিল। এই বৎসর প্রয়াগের কুম্ভমেলা দর্শন করণান্তর অজীৎ ও তাহার মাতাকে কলিকাতা পৌছাইয়া পৃথক বাসাতে গেল।

রাজকুমারের কাশীবাসের ৯।১০ মাস পরে গুরুদেব কোন বিশেষ কারণে মনক্ষুণ্ণ ও বিপন্ন হইয়া হটাৎ কাশী আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া রাজকুমার খুব আনন্দ অনুভব করিল। কিন্তু সেই আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ৭ই পৌষ গুরুদেব কয়েকদিনের জর রোগে ভুগিয়া কাশী প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার তীরোধানে রাজকুমার অত্যন্ত ব্যথিত হইল। কাশীতে ১৩৭০ সনের ১১ আষাঢ় পর্য্যন্ত ২৯ নং খালিসপুরা, ৪৪ নং পাড়েঘাট, ৩২ নং খালিসপুরা, ভাড়ার বাড়ীতে বাস করিয়া ২২১ নং জঙ্গম বাড়ীতে একখণ্ড জমি খরিদ করিয়া অতি ক্ষুদ্র একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুটির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ১২ আষাঢ় হইতে তথায় অবস্থান করিয়া বিশ্বনাথের শান্তিময় ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কবে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া এই মানব জন্ম সার্থক করা হইবে।

ভ্রাতাদের মধ্যে রামকুমার বসু কিছুকাল ভুলুয়ার ।/০ আনিতে কেশিয়ারের কাজ করিয়া বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করেন। অবশেষে ১৩৩০ সনের ভাদ্র মাসে নোয়াখালীর বাসাতে দেহত্যাগ করেন। তাহার এক কন্যা শান্তিলতাকে, চান্দপুরের অধীন শিলনদিয়ার শ্রীমান অখিলচন্দ্র সিংহরায়ের (medical practitioner) সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান অজিৎকুমার বসু স্কুলে পড়াশুনা করিতেছে। রামকুমার বসু নিজের হটকারিতা প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিষেধ না মানিয়া চন্দ্রগঞ্জে এক পাটের কারবার দিয়া বহুটাকা ঋণগ্রস্ত হন। সেই ঋণ এজমালি দেনা গণ্য করিয়া ষ্টেট কোর্টওয়ার্ডসে দেওয়া হয়। সেই দেনাও এজমালি দেনার জন্য ষ্টেট এখন ঋণী।

চন্দ্রকুমার বসু বাড়ীতে অবস্থান করিয়া নিজেদের ষ্টেটের কাজকর্ম্ম দেখিতেন ও খাসদখলীয় জমির তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহার ২টী পুত্র ও ৩টী কন্যা। পুত্রটীর লেখাপড়াতে মাত্রও মনযোগ ছিল না। এখন সে খাসদখলীয় জমিতে কৃষি উৎপাদনে মনযোগ দিয়াছে সম্প্রতি জয়শ্রীর গুহ দর কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার বড় কন্যা শ্রীমতী সুহাসিনীকে শকদি নিবাসী শ্রীমান ক্ষিরোদ চন্দ্র ঘোষ বি এল এর সহিত, দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীকে সুচিপাড়ার নিশীকুমার নাগের সহিত এবং তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী হাসীকে বাবুপুরের হরমোহন রায়ের পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র স্কুলে পড়াশুনা করিতেছে।

বসন্তকুমার বসু বহুদিন ‌॥৶০ আনি জমিদারের সরকারে কেসিয়ারের কাজ করিয়াছে। সম্প্রতি ঐ ষ্টেট কোর্টওয়ার্ডসে যাওয়াতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। তাহার তিন পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাকে নন্দিগ্রামের জয়চন্দ্র নাগের দ্বিতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। বড় পুত্র পুলিন জমিদারি সিরিস্তায় কাজ করিতেছে এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ হারাধন স্কুলে পড়িতেছে।

বেগমগঞ্জ থানার অধীন পিতাম্বর পুর গ্রামের ৺পূর্ণচন্দ্র বসু ও বৃন্দাবন চন্দ্র বসু ব্যতীত গাবুয়া বসুদের কোন জ্ঞাতি এদেশে থাকা জানা যায় না। কিভাবে কোন্‌সময় কোন শাখা হইতে তাহারা গাবুয়া হইতে পিতাম্বুর পুর গিয়াছে তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে তাহারা যে গাবুয়ার বসুদের জ্ঞাতি ছিল তাহা নিশ্চয়। নন্দকুমার বসু জীবমানে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতেন। পুত্রগণ সত্ত অশৌচ লন। পূর্ণচন্দ্র বসু একাধিকবার পুকুরদিঘাতে বিবাহ চূড়াকরণাদি কার্য্যে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণীর পরিশিষ্ট পাঠ করিয়া পাঠকগণ বিরক্তি অনুভব করিতে পারেন। এজন্য তাহারা তাহা বাদ দিতে পারেন। পরিশিষ্টে প্রকাশক তাহার বংশবীজী ও বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছে। প্রত্যেক মানবের তাহার আপন আপন বংশের ইতিহাস রাখা কর্ত্তব্য। ইহা সনাতন হিন্দু প্রথা। হিন্দুগণ আদিপুরুষ ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্তকে স্মরণ করিয়া অঞ্জলি দিয়া থাকে। এই ভাবে পিতৃপুরুষগণের তর্পণ হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিধান আছে। আজকাল পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া আমরা এই সনাতন প্রথাকে কুসংস্কার বলিয়া তুচ্ছ করিতেছি। অনেকে পিতার উপরে আর পূর্ব্বপুরুষগণের নাম অবগত নহে। অবগত হইবেই বা কিরূপে। বালকের বাক্য-স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হইলেই তাহাকে প্রথম শিক্ষা দেওয়া হয় হাতকে ইংরাজিতে কি বলে, মাথাকে কি বলে ইত্যাদি। এই ভাবে বালককে সমস্ত অঙ্গের নাম বৃক্ষ, আকাশ, বাতাস প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর ইংরাজি নাম শিখান হয়। পূর্ব্বে বালকের মাতা তাহাকে পিতৃপক্ষে ও মাতৃ পক্ষে সপ্তপুরুষের নাম শিখাইত। প্রাতঃকালীয় স্তোত্র, পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণের নাম এবং চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকগুলি মুখস্থ করাইত। আজকাল সেই মাতাও নাই ঐসকল বিষয় শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা বোধও নাই। এখনকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রগতিপরায়ণা মাতাগণ এই সকল শিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক। তাহারা নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে রূপ শিক্ষা পাইয়াছেন বালকবালিকাগণকেও সেইভাবে শিক্ষিত করিতে যত্নশীল। কালের পরিবর্ত্তনে সনাতন প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া পাশ্চাত্য প্রথার প্রবর্ত্তন করা হইতেছে।

প্রকাশকের বংশ বর্ত্তমানে পঞ্চবিংশতিতম কি ষষ্ঠবিংশতিতম পুরুষ পর্য্যন্ত চলিতেছে। এরূপ প্রাচীন বংশের ইতিবৃত্ত এবং বংশবীজী বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া দেওয়া দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়। আজ যে সর্ব্বানন্দবংশের কীর্ত্তন করা হইতেছে, ঐ বংশের বীজী রক্ষিত হওয়াতে বংশের কত গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা অতীব সৌভাগ্যের বিষয় যে এই বসু বংশের সুদীর্ঘ বংশ তালিকা রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহা মুদ্রিত করার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। আজ পিতৃপক্ষের দিনে পিতপুরুষগণের নামোল্লেখে তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সর্ব্বানন্দদেবের চরণপ্রান্তে স্থাপিত করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার সুযোগও সৌভাগ্যলাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতেছি। পিতৃপক্ষে তিলাঞ্জলি দেওয়ার সময় পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি স্মরণ করা এবং তাহাদিগকে অনুসরণ করাই প্রকৃত তর্পণ।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং যেন গচ্ছন্ ন দুষ্যতি॥

মিত্রবংশ

গাবুয়াতে বর্ত্তমানে মিত্র ও ঘোষ বংশের সন্তানগণ বাস করিতেছে। ৺নীলমণি বসুর কন্যা উমাতারার পাণিগ্রহণ করিয়া চন্দ্রশেখর মিত্র নরসিংপুর হইতে বসু বাটীতে আসে। এই মিত্র বংশের আদি নিবাস বরিশাল জিলার অন্তর্গত কুসাঙ্গল গ্রামে। তথা হইতে রামগোপাল মিত্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা কর্ত্তৃক আনিত হইয়া রায়ের কাঠিতে স্থাপিত হয়। রায়ের কাঠি হইতে রামশঙ্কর মিত্র কুমিল্লা জিলার গুণানন্দী পরগণার অন্তর্গত বানাবাড়ীর ধর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনিত হইয়া নরসিংপুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রামে স্থাপিত হয়। সেখান হইতে চন্দ্রশেখর মিত্র গাবুয়াতে আসে। চন্দ্রশেখর গাবুয়াতে আসিয়া সর্ব্বানন্দ বংশের সোমপাড়া শাখা হইতে দীক্ষা গ্রহণ করে কথিত আছে নীলমণি বসুর সন্তান না হওয়াতে স্বীয় গুরু শিবকান্ত ঠাকুর দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করান। ঠাকুর মহাশয় একটী কন্যা সন্তান জন্মিবে বলিয়া নীলমণিকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। সেই কন্যা উমাতারাকে চন্দ্রশেখরের নিকট বিবাহ দিয়া, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ চন্দ্রশেখর ও তদীয় স্ত্রীকে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করাইয়াছিলেন। গাবুয়াতে বর্ত্তমানে যোগেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র বাড়ীর উন্নতি করিতেছিলেন, কিন্তু অবস্থা প্রতিকূল হওয়াতে তিনি বিপন্ন হইয়াছেন। ইহারা বিশ্বামিত্র গোত্র। তিন প্রবর। পৃথু মিত্রের সন্তান।

ভবানীপ্রসাদ ঘোষ চন্দ্রমোহন বসুর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া তাহার আশ্রয়ে আসেন তাহার দুই পুত্র বর্ত্তমান আছে।

গাবুয়ার বসু ও মিত্র বংশের মঙ্গল কামনা করিয়া গ্রন্থ সমাপন করা হইল। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে নোয়াখালি জিলা নদীর কবলে পতিত হইবে ইহা কাহারো ধারণা ছিল না। কিন্তু সর্ব্বগ্রাসিনী মেঘনা নদী এখন সুধারাম সহর ও গ্রাম সমূহ কবলিত করিতে আরম্ভ করিল। সুধারাম মজুমদারের কীর্ত্তি, সুধারাম সহর, সুধারাম মজুমদারের বাড়ী ও সুবৃহৎ দীঘী নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। শান্তা সীতা প্রভৃতি গ্রামের বহু জমিদার বাড়ী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সেই সর্ব্বনাশা মেঘনা কালীচরণ মজুমদারের কীর্ত্তি সমূহ ধ্বংস করিতে উদ্যতা। যে বাড়ীতে দানসাগরাদি বহু পুণ্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে, যেখানে কালীচরণের প্রতিষ্ঠিত সদাব্রত আজও লোপ হয় নাই, বহু অট্টালিকা, দেবমন্দির ঘাটলা মঠ সমন্বিত একশত বৎসরের উর্দ্ধকালের সেই পুরাতন বাড়ী আজ নদীগর্ভে পতনোন্মুখ। সৎকার্য্যের কি এই পরিণাম?

কালীচরণের বংশ লোপ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার পৌত্র গঙ্গাচরণের এক পোষ্য পুত্র ও এক কন্যা শশীমুখী জীবিত আছে। শশীমুখী শ্রীরামপুরের ৺তারিণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi